
চণ্ডী মঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গল

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

"নব রঞ্জন অপেরা পার্টি" কর্ত্তৃক

যশের সহিত অভিনীত

—নির্ম্মল-সাহিত্য-মন্দির—

২৬।২এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—*—

সন ১৩৬৭ সাল।



CHANDI MANGAL

Religions. Drama

by

Brojendra Kr. Dey

(c)

Nirmal Chandra Seal

মুদ্রক :
বি, এন, দে
কল্পতরু প্রেস
৩০বি, জয় মিত্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫



মরমী নাট্যকার, ক্ষুরধার সমালোচক

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীশচীন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের

করকমলে—

গুণমুগ্ধ গ্রন্থকার

ভূমিকা

—*:::*—

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অন্তর্গত কালকেতুর চিরমধুর আখ্যায়িকা অবলম্বনে "চণ্ডীমঙ্গল" নাটক রচিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পার্টির প্রয়োজনে এই নাটক আমাকে লিখিতে হইয়াছে। লেখার পরে সংশোধনের অবসরও আমি পাই নাই। কিন্তু যাঁর লীলায় স্বর্ণগোধিকা দেবীমূর্তি ধারণ করে, সাধন-ভজনহীন মূর্খ নিষাদ হয় জ্ঞানীর শিরোমণি, তাঁর অনুগ্রহের স্পর্শে সবই হয় রমণীয়। এই নাটক নবরঞ্জন অপেরাকে অভূতপূর্ব যশ ও সম্মান আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু "রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।" সংগঠকেরা যাই মনে করুন, আমি জানি—চণ্ডীমঙ্গলের অসামান্য কৃতিত্বের মূলে তাঁরাও নন, আমিও নই,—মঙ্গলকে মর্তের ভাঙা ঘরে টানিয়া আনিয়াছিলেন চণ্ডী নিজে।

আমার এ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। ধন্যবাদ নিষ্প্রয়োজন, আত্মপ্রসাদ নিরর্থক। সবার যিনি জননী, তাঁর কাছে শুধু এই জিজ্ঞাসা,—"রয়েছ তুমি, একথা কবে জীবনমাঝে সহজ হবে?" ইতি—

গ্রন্থকার

পরিচিতি

—পুরুষ—

শিব (মঙ্গল), নন্দী, নীলাম্বর (কালকেতু)

সঞ্জয়কেতু	...	...	কালকেতুর শ্বশুর।
বাচস্পতি }			ব্রাহ্মণপণ্ডিতদ্বয়
শিরোমণি }			
ভাঁড়ুদত্ত			কালকেতুর গ্রামবাসী
রামসাগর			ঐ শ্যালক।
বাটুল			কালকেতুর শ্যালক।
ময়ূরধ্বজ			কলিঙ্গরাজ।
কুণ্ডল			ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র
কংকণ			কনিষ্ঠ রাজপুত্র।
নিমাই			পুরোহিত।
রঘুপতি		...	সৈন্যাধ্যক্ষ।

রক্ষী, শিবানুচরগণ, দেবদাসগণ।

ছায়াবতী (ফুল্লরা)	...	কালকেতুর স্ত্রী।
অশ্রুমতী	...	কলিঙ্গের রাণী।
টিয়া	...	কালকেতুর ভগ্নী।
সোনাবৌ	...	ভাঁড়ুদত্তের স্ত্রী।

দেবদাসীগণ, পুরনারীগণ।

নন্দিকেশ্বরের প্রবেশ।

নন্দিকেশ্বর। পুনঃ পুনঃ কেন কর আবাহন ?
কাজ নাই মোর ? বাটিতে হবে না ভাঙ ?
তোমার ফণীর তরে দুধকলা
হবে না যোগাতে ? ষণ্ড মহারাজ
রহিবে কি উপবাসী ? সপ্ততীর্থজলে
মা কি আজ করিবে না স্নান ?

শিব। সত্য, যা কহিলে নন্দি ?
ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর লোমশ মুনিরে
করিয়াছে অপমান ?

নন্দিকেশ্বর। অপমান কি না, তুমি নিজে
বুঝে দেখ। আমি যাহা দেখিয়াছি
দশবার করিয়াছি নিবেদন।
তৃপ্তি যদি তাতেও না হয়ে থাকে,
শোন তবে আরো একবার।

শিব। বল—কি দেখিলে সমুদ্র-সৈকতে ?

নন্দিকেশ্বর। দেখিলাম, দীর্ঘকাল ধরি সেথা
তোমার তপস্যা করে তাপসপ্রধান।
দেবরাজ ভাবিলেন,
মুনি বুঝি কেড়ে নেবে স্বর্গরাজ্য তার।।

শিব। মূর্খ দেবরাজ।

নন্দিকেশ্বর। ঘটে তার যত বুদ্ধি,
যত অস্ত্র ছিল,

একে একে সবি হল নিয়োজিত
মহর্ষির ভাঙিতে ধেয়ান।
ঘোর রবে অশনি ডাকিল,
নগ্নদেহে নাচিল অপ্সরাদল.
উচ্চৈঃশ্রবা চিঁহি শব্দে ভরিল ভুবন,
ঐরাবত নাদিল সঘনে,
মুষলের ধারে অবিশ্রান্ত হল বৃষ্টিপাত।
তবু হায়, ভাঙিল না ঋষির ধেয়ান"!

শিব। আশ্চর্য তপস্বী! তারপর?

নন্দিকেশ্বর। তারপর একদিন ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর
লোমশ মুনিবের গিয়া কহিল হাসিয়া,—
"হে তপস্বি, কেন সও শীতাতপ
সমুদ্র সৈকতে? ধ্যান ভেঙে উঠে এস,
অপূর্ব কাঞ্চন-সৌধ অবিলম্বে গড়ি দিব
তোমার লাগিয়া। শতেক রূপসী কন্যা
অহরহঃ পদসেবা করিবে তোমার।
নিদাঘের খরতাপ, বরিষ'র জল,
মাঘের প্রচণ্ড শীত—শীর্ণ ক্লিষ্ট
করিয়াছে বরতনু তব,
সেবার প্রলেপ দিয়া
সহস্র উর্বশী রম্ভা ঘুচাইবে অবসাদ।

শিব। বটে! কোথা সে পামর?

নন্দিকেশ্বর। কথাটাই শোন আগে,
পরে করো তর্জন-গর্জন।

শিব। বলে যা নির্বোধ, বিলম্ব সহে না আর।
নন্দিকেশ্বর। হাসিয়া কহিলা মুনি,
"ফিরে যাও ইন্দ্রের নন্দন!
শিবের দর্শন লাগি করিতেছি তপ,
শিব ছাড়া আর কিছু কাম্য নহে মোর।
উর্বশী মেনকা রম্ভা মাতৃসমা মোর।
ঐশ্বর্যে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
আমি যারে চাই,
সর্বত্যাগী তিনি ভোলানাথ।
অন্নপূর্ণা বনিতা তাহার,
তবু সে পাগল ভোলা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে
ভিক্ষা মাগে দুয়ারে দুয়ারে।
তারই নাম স্মরি গৃহ ছাড়ি
আসিয়াছি দূরে।
সমুদ্র-সৈকত মণিময় হর্ম্য মোর,
সূর্যতাপ, বরিষার ধারা
পুষ্পবৃষ্টি মোর কাছে।"
শিব। ধ্যানরত তপস্বীর হেন অপমান!
ইন্দ্রলোকে যাও নন্দি,
ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরে এই দণ্ডে
জানাইও আহ্বান আমার।
ব্রহ্মানন্দ লাভের পিয়াসী
নিষ্পাপ ঋষিরে যার এত হেয় জ্ঞান,
দেবলোকে নাহি তার স্থান।

নীলাম্বরের প্রবেশ।

নীলাম্বর। জয় শিব শম্ভু।

শিব। কে?

নীলাম্বর। নীলাম্বর অধীনের নাম,
দেবরাজ পিতা মোর।

শিব। তুমিই সে নীলাম্বর?

নন্দিকেশ্বর। শিবালোকে কিবা প্রয়োজন?

নীলাম্বর। গিয়াছিনু সমুদ্র-সৈকতে।
দেখিলাম, বিচিত্র বর্ণের অপরূপ
অসংখ্য ধুতুরা ফুল ফুটিয়াছে সেথা।
অমনি পড়িল মনে শংকরের কথা।
পায়ে তার অর্ঘ দিতে আনিয়াছি
কুসুম-সম্ভার।

শিব। নন্দি, ফেলে দাও অর্ঘ পামরের।

নন্দিকেশ্বর। [নীলাম্বরের হাত হইতে পুষ্পার্ঘ টানিয়া নিক্ষেপ]
ফিরে যাও বাসব-নন্দন,
শূলপাণি অর্ঘ তব করে না গ্রহণ।

নীলাম্বর। কেন?

নন্দিকেশ্বর। কেন কি আবার?
তুমি বাপু লোক ভাল নও।
লোমশ মুনিরে তুমি করিয়াছ অপমান।

নীলাম্বর। মিথ্যাকথা।

শিব। মিথ্যা? পাষণ্ড দুর্জন,

সাগর-সৈকতে বসি মুনি করে
শিবের ধেয়ান,
তোমাদের কিবা ক্ষতি তায়?
কার কাছে শুনিয়াছ,
ইন্দ্রত্ব লাগিয়া মুনি করে জপতপ?
সর্বত্যাগী নিষ্কাম তাপস বলি
ত্রিভুবনে বিদিত সে জন,
শিবের দর্শন লাগি করেছে জীবনপণ।
কি ছার ইন্দ্রত্ব তার কাছে?
ত্রিলোকের আধিপত্য তৃণজ্ঞান তার।
তাহারে দেখাও তুমি ঐশ্বর্যের লোভ?

নীলাম্বর। কথা শোন মহেশ্বর!
সজ্ঞানে মুনির আমি
অপমান করি নাই কভু।
হেরিলাম যবে তেজঃপুঞ্জ কলেবর
ক্লিষ্ট অতি খর সূর্যতাপে,
শ্মশ্রু বেয়ে দরদর ঘর্ম বেয়ে যায়,
কহি সত্য বাণী, ব্যাকুল অন্তর মম;
দেবতার শাশ্বত করুণা
উথলিয়া উঠিল হৃদয়ে মোর।
তাই তারে দুটি কথা কয়েছি পিনাকি।

শিব। যুগে যুগে মর্তবাসী
যে-কেহ করেছে কভু কঠোর সাধনা,
তারি ভয়ে থরহরি কম্পমান

দেবেন্দ্র বাসব ; ভাঙিতে তপস্যা তার
উর্বশী মেনকা রম্ভা সাজিয়াছে রণে।
কেন ? ইন্দ্রত্ব কি এতই দুর্লভ ?.
মর্তবাসী করিবে সাধনা,
দেবতারা বাধা দিবে তায় ?
দেবতার এই কি স্বরূপ ?

নন্দিকেশ্বর। ভাল কাজ কর নাই বাপু।
শিবভক্তে নাড়া দিয়া
শিবেরে করেছ অপমান।
যাও যাও, বিল্বপত্র নিয়ে এস,
চরণে অঞ্জলি দিয়া করজোড়ে
ক্ষমা ভিক্ষা কর।

নীলাম্বর। নহি আমি অপরাধী,
চাহিব না ক্ষমা।

নন্দিকেশর। তবে মর। আমার কি এল আর গেল?

নীলাম্বর। অপরাধী তুমি মহেশ্বর,
অতিথির করিয়াছ অপমান।
ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ তুমি,
দেবের সমাজে তব মহাদেব নাম।
ত্রিভুবনে তোমাব যে নাহি বিচারক ;
তাই কার্য তব নিষ্কলুষ,
বাক্য তব বেদ, শত ভুল তব
দেবতার লীলা।
বিচারক থাকিত যগুপি,

এই তুচ্ছ দেবতার কাছে
নতশিরে তোমারে চাহিতে হত ক্ষমা !

শিব। কি ?

নন্দিকেশ্বর। দূর হও দেবতার কুলের পাংশুল ;
নহে ত্রিশূলের অগ্রভাগে
পাপ দেহ বিদ্ধ করি
মহাশূন্যে কবিব নিক্ষেপ।

নীলাম্বর। স্তব্ধ হও ভূত।

শিব। শোন, শোন দুরাশয়,
ব্যাধসম নিষ্ঠুর হৃদয় যার,
স্বর্গে তার তিলমাত্র স্থান নাহি রবে।
মর্তযোনি প্রাপ্ত হও,
ব্যাধের আচার তব,
ব্যাধের আলয়ে তুমি লভ গে জনম।

নীলাম্বর। তাই হোক ভোলা মহেশ্বর।
দেখিয়াছি দেবের সমাজ।
মানুষে বন্দনা গায়,
সবপুণ্য দেবতারে করে সমর্পণ,
দেবতারা তাই অতি মহৎ সংসারে।
বুকের পাঁজর খুলি দিয়াছে দধীচি,
তাই বজ্র হয়েছে নির্মাণ।
নরের মহত্ব চুরি করি
মহান্ হয়েছে দেবকুল। অভিশাপ তব
বরসম শির পাতি করিনু গ্রহণ।

যাব আমি মর্তধামে,
নিকৃষ্ট এ স্বর্গ লয়ে
তোমরাই থাক ভোলানাথ।
ধরায় মাটির স্বর্গ করিব নির্মাণ।

ছায়ার প্রবেশ।

ছায়া। ভাল কীর্তি রাখিলে শংকর।
সৃষ্টির মঙ্গল তরে কালকূট
করেছ ভক্ষণ, চন্দন পুরীষে তব
সমজ্ঞান জানি।
কোটি কোটি দেবতার
মধ্যমণি তুমি মহেশ্বর,
এই তব দেবত্বমহিমা?
লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিলে?

নন্দিকেশ্বর। যাও দেবি, ফিরে যাও ঘরে।
এ ব্যাটা পাগল,
সারাদিন খায় নাই ভাঙ।
ওর কোন দোষ নাই দেখি।
আমি ভাঙ বাটিতে ভুলেছি,
মহর্ষির কথা আমিই তুলেছি কাণে,
শাপ দিতে আমিই বলেছি।

শিব। বাচালতা করো না নির্বোধ।

নন্দিকেশ্বর। তুমি চুপ কর।
খেয়ে দেয়ে আর কোন কাজ নাই,

যারে তারে দাও বর,
শাপ দেবে যখন তখন।
দেখিয়াছ ঘুঘু শুধু, দেখ নাই ফাঁদ।

ছায়া। শোন মহেশ্বর!
শৈশবে তোমারে পূজি পেয়েছিনু বর—
হইবে না মোর পতিশোক জ্বালা।
অভিশাপে তব পতি মোর
যাবে মর্তধামে, আমি রব
শূন্য স্বর্গে দিবানিশি ফেলিতে নিশ্বাস,
হেন নারী ছায়াবতী নয়।
বর তব সত্য হক।
বর্তিকা লইয়া হাতে আগে যাব আমি,
পতি মোর আসিবে পশ্চাতে।
হে শংকর, লহ মোর সহস্র প্রণাম।

শিব। মাতা, তোর কথা আমার ত ছিল না স্মরণ।
অশ্রু নামে দুনয়নে মোর;
স্বরগের পারিজাত,
মর্তধাম নহে তোর স্থান।
ত্রিদশ-আলয় ছাড়ি যেয়ো না জননি।
মিথ্যা হক শংকরের বর,
স্বর্গধামে অক্ষয় বটের সম
রহ তুমি মাতা।

নীলাম্বর। কোথা যাবে ছায়া? কুসুম-কোমলা তুমি।
শুনিয়াছি মর্তধাম দুঃখের আগার।

ছায়া। তার চেয়ে দুঃখময় পতিশূন্য
ত্রিদশ-আলয়। দেহ প্রভু পদরজঃ শিরে।
আমি যাই, তুমি যেন বিলম্ব করো না।

নন্দিকেশ্বর। অবুঝ হয়ো না মাগো,—

ছায়া। নন্দি, যাও তুমি ইন্দ্রালয়ে।
কহিও সবারে ডাকি,
বাসবনন্দন পত্নীসহ মর্তধামে
দুদিনের তরে শুধু গিয়াছে ভ্রমিতে।
শিবের শাপের কথা কহিও না কারে।
স্বর্গধামে কেহ যেন নাহি করে
শিবনিন্দাবাদ।

শিব ও নন্দি। মা. মা,—

ছায়া। রুদ্ধ হও প্রাণবায়ু মোর,
হে জীবাত্মা, মিশে যাও
পরমাত্মা মাঝে।
অন্তর্যামি হে বিধাতা,
মর্তধামে দেহ মোরে লভিতে জনম!

[পতনোন্মুখ হইলেন, নীলাম্বর তাহাকে ধারণ করিলেন]

শিব। ছায়াবতি!

নন্দিকেশ্বর। দেবি!

নীলাম্বর। শূন্য দেহ! দেবী নাই! দেবী নাই!
মহেশ্বর! নির্মম ঘাতক!
এই তব দেবত্বমহিমা
নারীহত্যা তব শিবালয়ে!

শোন তবে পাগল পিনাকি,
মর্ত্তধামে তোমারেও যেতে হবে
বনিতার সনে। পত্নীহারা নয়নে আমার
যত ঝরে শ্রাবণের ধারা,
তার চেয়ে শতগুণ অশ্রুস্রোত
বহিবে নয়নে তব। সামান্য কারণে
আমারে দিয়েছ অভিশাপ—
নিষাদের ঘরে আমি লভিব জনম।
নিষাদের পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে
কৃপাভিক্ষা তোমারে করিতে হবে
পাগল শংকর। বিদায়ের বেলা তবু
তোমার চরণে করি সহস্র প্রণাম।

[ছায়ার দেহ সহ প্রস্থান।

শিব। তাইত, কি হল নন্দি ?
নন্দিকেশ্বর। যাও—যাও। যখন তখন না বুঝিয়া
যারে তারে দাও অভিশাপ।
ফল তার বোঝ এইবার।
দেবতাই দেখিয়াছ শুধু,
জান না কি ভীষণ মানুষ।
তুমি ত দেবাদিদেব,
তোমারেও এক হাটে কিনে নিয়া
অন্য হাটে বেচিতে সে পারে।
ভালই হয়েছে। স্বর্গে ত পাঠশালা নাই ;
শুধুই খেয়েছ ভাঙ, শেখ নাই কিছু।

মরতের পাঠশালে
ভাল করে শিক্ষা নিয়ে ফিরে এস ঘরে।

[প্রস্থান।

শিব। কে ধরণি, বুঝিয়াছি তোমারি এ
আকুল আহ্বান। যাবে শিব মর্তধামে
মঙ্গল মূরতি ধরি,
চণ্ডীরূপে যাবে ভগবতী।
চণ্ডীমঙ্গলের কথা যুগ যুগ ধরি
ধরাধামে গাহিবে মানবকুল।
বাসবনন্দন, পূর্ণ হক অভিশাপ তব।

[প্রস্থান।

—বহুদিন পরে—

প্রথম অংক।

প্রথম দৃশ্য।

কলিঙ্গ-রাজপ্রাসাদ

মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির-প্রাঙ্গণ

পুষ্পার্ঘ হস্তে দেবদাস ও দেবদাসীগণের প্রবেশ।

গীত।

দেবদাসী।— ও বাবা, দোর খোল গো, দোর খোল!
দেবদাস।— ও জননি, বেলা হল, আঁখি মেলে মুখ তোল।
দেবদাসী।— এনেছি ধুতরাকুসুম, এনেছি বিল্বপাতা,
দেবদাস।— এনেছি জবার মালা, গলে তোর দিব মাতা,
দেবদাসী।— সবারে বাঁচিয়ে রাখো,
দেবদাস।— চিরদিন অচল থাকো,
সকলে।— আমাদের সুখের দোলায় যুগলে দোদুল দোল।

রাণী অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রুমতী। পূজারী কোথায়? এখনো মন্দিরের দোর খোলা হয়নি? কখন ভোগারতি হবে, কখন পুজো হবে? ঠাকুর কি ভুলে গেছেন যে আজ কুমারের মানসিক পুজো? কুমারই বা এখনও আসছে না কেন? তারও কি খেয়াল নেই নাকি? হাঁ করে রইলি যে সব? কথার জবাব দিতে হবে না?

১মা দেবদাসী। আজ্ঞে মহারাণী,—

অশ্রুমতী। চুপ, বেশী বাচালতা করলে তোদেরই আজ বলি দেব। কি ছাই ফুল এনেছিস দেখি। ঢাল সব পুষ্পপাত্রে। [সকলে পুষ্পপাত্রে ফুল ঢালিয়া দিল] ধুতরো, জবা আর বেলপাতা। আর যেন রাজার বাগানে ফুল ফোটে না। দূর, দূর, বেরিয়ে যা সব চক্ষুশূল। [দেবদাসীগণের প্রস্থান] আমারি যেন সব দায়, আর কারও কিছু নয়। যার ছেলে তার বোধহয় এখনও ঘুমও ভাঙেনি। আর পূজারী ত একটি ক্ষুদে সম্রাট, যখন খুশী আসবেন,—না হয় না আসবেন। হবে না কেন? রাজা নিমাই ঠাকুর বলতে অজ্ঞান। নিমাই ঠাকুর যদি বলে, সূর্য পশ্চিমে উঠছে, তাহলে পূর্ব দিকটাই পশ্চিম হয়ে যাবে। দূর দূর।

নিমাই ঠাকুরের প্রবেশ।

নিমাই। কি হয়েছে মা-লক্ষ্মি?

অশ্রুমতী। এতক্ষণে আপনার আসবার সময় হল? পূজো করবেন কখন?

নিমাই। বেশী বেলা হয়নি মা। আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। ব্রাহ্মণী মাথার যন্ত্রণায় ছটফট কচ্ছিল কিনা, বেশ করে মাথাটা ধুয়ে দিয়ে এলুম।

অশ্রুমতী। কখন তাঁর মাথা ধুয়ে দিলেন?

নিমাই। এইমাত্র।

অশ্রুমতী। এইমাত্র? আপনার ব্রাহ্মণী যে বহুক্ষণ রাজপ্রাসাদে বসে আছেন।

নিমাই। তা ত থাকতেই হবে। আজ হচ্ছে কুমারের মানসিক পূজো, অতএব—

অশ্রুমতী। অতএব আপনার স্ত্রীর মাথার যন্ত্রণা না হলেও হতেই হবে।

নিমাই। স্ত্রীর নয়, ছেলের।

অশ্রুমতী। আপনার ছেলে যে শুনলুম মামার বাড়ী গেছে।

নিমাই। তা আর যাবে না? এত করে বললুম, কুমারের মানসিক পূজো, যজ্ঞির ব্যাপার। একা আমি সামলাতে পারব না গোপাল, তুই যাসনে। কার কথা কে শোনে? ছেলে নয় মা-লক্ষ্মি, পিলে। ছেলে বটে আপনার,—হীরের টুকরো। ও যখন বড় হবে, একটা মহাপুরুষ হবে।

অশ্রুমতী। ছাই বুঝেছেন আপনি। আমার ছেলে বেঁচে থাকলে একটি মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ হবে।

নিমাই। তা—তা, আপনি যখন বলছেন, তখন হতেই হবে। তবে দেবদ্বিজে অপরিসীম ভক্তি!

অশ্রুমতী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকবেন, না দরোজা খুলতে হবে?

নিমাই। তা ত খুলবই। ওরে, ফুল বেলপাতা ধুয়ে নিয়ে আয়। আমি তাহলে দোর খুলি গে। আচ্ছা মা-লক্ষ্মি, আপনার ছেলের মানসিক পূজো কবে হবে? সেটাই ত আগে হওয়া উচিত ছিল।

অশ্রুমতী। আমার ছেলের জন্যে আমি কিছুই মানত করিনি। করেছি শুধু কুণ্ডলের জন্য।

নিমাই। তা ত করতেই হবে। নইলে লোকে বলবে কি? আমি সব ঠিক করে দেব মা। মঙ্গলচণ্ডীর কাছে আমি বলে রেখেছি,—আপনি ঠিক দেখে নেবেন, সিংহাসন আপনার ছেলেই পাবে, কুণ্ডলের ভাগ্যে আর যাই থাক, রাজত্ব জুটবে না।

অশ্রুমত। আপনার মাথায় এখনও পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে না কেন,

তাই আমি ভাবছি। কিন্তু আর আপনি দেরী করবেন না, পুজোয় বসুন গে যান। কুণ্ডলের মানসিক পূজো বলে যেন মনসা পুজোর মন্ত্র বলে সেরে দেবেন না। সাবধান, ঠোঁট দেখেই কিন্তু আমি বুঝে নেব।

নিমাই। তা ত নেবেনই। আপনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। সবাই জানে, আপনার পদার্পণে এ রাজ্য থেকে দুঃখ দারিদ্র পালিয়ে গেছে। মাঠে মাঠে ধানের অন্ত নেই, পুকুরে মাছ কিলবিল কচ্ছে, বসন্ত দেশে চিরস্থায়ী আসন পেতেছে। এ শুধু আপনার জন্য।

অশ্রুমতী। আজ্ঞে না, আমার জন্য নয়; জাগ্রত দেবদেবী চণ্ডী আর মঙ্গলের জন্য। দেখবেন, কোনদিন যেন কথনও লক্ষ্মী-পূজোর মন্ত্র আউড়ে দিয়ে চলে যাবেন না। তাহলে এ সুখের রাজ্য বালির বাঁধের মত ভেঙে পড়বে। আর আপনারও মাথাটি হাওয়ায় উড়ে যাবে।

নিমাই। হেঃ-হেঃ-হেঃ! মা আমার সাক্ষাৎ—

অশ্রুমতী। থাক, আর দেরী করবেন না। আমি ভোগারতির ব্যবস্থা কচ্ছি।

ময়ূরধ্বজের প্রবেশ।

ময়ূধ্বজ। তা ত কচ্ছ রাণি, কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন, তাকে নিমন্ত্রণ করেছ ত? কোথায় সে ভক্ত হনুমান?

অশ্রুমতী। হনুমান হনুমান করো না। তুমি ছেলেটাকে দুই চক্ষে দেখতে পার না। অথচ অমন গুণবান ছেলে ভূভারতে দুটি নেই।

ময়ূরধ্বজ। আমারও তাতে সন্দেহ নেই। তবে দেবদ্বিজে আর:

একটু ভক্তি থাকলে ভাল হত। আমি ত তার আজন্ম শত্রু। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো,—আমাদের এ রাজ্য দেবদেবীর রক্ষিত কিনা। এ রাজ্যের রাজা যে হবে, সে শক্তিমান যদি না-ও হয়, ভক্তিমান তাকে হতেই হবে।

অশ্রুমতী। কোন ভয় নেই রাজা। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। অমন জাগ্রত দেবদেবীর আশ্রিত তুমি, তোমার সন্তান কখনও অযোগ্য হতে পারে না।

নিমাই। আমি ত একথা হাজারবার বলেছি। যুবরাজের কথা ঠিক জানি না, তবে আপনার কনিষ্ঠ পুত্র যে আপনার মুখোজ্জ্বল করবে, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

অশ্রুমতী। দিব্যচক্ষু বন্ধ করে এখন মন্দিরের দোর খুলুন ; আমি এখনি ফিরে আসছি।

[প্রস্থান।

নিমাই। [স্বগত] আটকুঁড়ীর বেটী যেমনই মুখরা, সাবধানীও তেমনি ; যেন দশটা চোখ মেলে বসে আছে। কুটোটি পর্যন্ত সরাবার জো নেই।

ময়ূরধ্বজ। তুমি ত বিশ বছর ধরে ঠাকুর পূজো কচ্ছ। তোমার প্রার্থনা তাঁরা শোনেন বলে বিশ্বাস কর ?

নিমাই। কেন বিশ্বাস করব না মহারাজ ? আমি বিশ বছর ধরে আপনাদের জন্যে প্রার্থনা করে আসছি, তাইত আপনার ঘর সুখে সমৃদ্ধিতে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। বিশেষ করে মা চণ্ডী আপনার উপর অত্যন্ত সদয়। মঙ্গল ঠাকুর যদি বা কখনও হাত গুটিয়ে নিতে চান, ঠাকরুণের জন্যে তা পারবার জো নেই।

ময়ূরধ্বজ। তবে এক কাজ কর। যদিও এ কুণ্ডলের মানসিক

পূজো, তবু তার কোন প্রার্থনা না করে তুমি বরং কংকণের জন্য প্রার্থনা করো।

নিমাই। তা ত করবই। কুণ্ডল ত নাস্তিক ; রাণী-মা যাই বলুন, ওর জন্যে আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। ছেলে ত কংকণ,— আহা, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মহারাজ, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র যদি রাজা হয়, তাহলে আর কি হবে জানি না, তবে মঙ্গলচণ্ডীর অন্ন যাবে, এতে কোন ভুল নেই।

ময়ূরধ্বজ। আমিও সেই ভয়ই কচ্ছি। হতভাগার কোন জাত-বিচার নেই। রাজা হয়ে সে হয়ত ছত্রিশ জাতির জন্য মন্দিরের দোর খুলে দেবে, আর তাঁতী, জোলা, ম্যাথর, চামারের দল মঙ্গল-চণ্ডীর পদধূলি নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করবে। তাদের স্পর্শে আমার জাগ্রত দেবদেবী কলংকিত হবে। না না, এ আমি ভাবতে পারি না। আমি চাই না সে কুলাঙ্গারের কল্যাণ।

কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। এটা রাজবাড়ী বুঝি ?

নিমাই। দেখতেই ত পাচ্ছ।

কালকেতু। তা পাচ্ছি বটে। এখানে কি বলে, চ—চণ্ডা ঠাকরুণের পূজো হয় ?

ময়ূরধ্বজ। চণ্ডা ঠাকরুণ নয় মূর্খ, চণ্ডী দেবী।

কালকেতু। হাঁ হাঁ, তার মানেই তাই। আপনারা যাকে বল দেবী, আমরা তাকে বলি ঠাকরুণ ; এই যেমন—আপনারা যাকে বলবেন বিষ্টু, আমরা তারই নাম দিয়েছি হরিঠাকুর। তা চণ্ডা-ঠাকুরুণের মন্দিরটি কোনখানে ?

নিমাই। দেখতে পাচ্ছ না? ওই মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির।

কালকেতু। কথাটা আগে বলতে হয়। [সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উঠিল] মঙ্গলচণ্ডী বললে না? মঙ্গল আবার কোত্থেকে এল?

নিমাই। ব্যাটা, মঙ্গল হচ্ছে শিবের নাম, আর চণ্ডী স্বয়ং ভগবতী।

কালকেতু। উচ্ছন্ন যাক তোমার শিব আর ভগবতী। আমার দরকার চণ্ডীকে।

ময়ূরধ্বজ। কি দরকার তোমার? একান্তে বসে অপেক্ষা কর, পূজো হলে প্রসাদ পাবে।

কালকেতু। তা ত পাবই, একবার যখন এসে পড়েছি, মায়ের প্রসাদ না পেয়ে যাব কেন? টিয়া আর ফুল্লরাটার জন্যেও ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেতে হবে। কাল সকালে বেরিয়েছি, কখন যে ফিরব, তার ঠিক নেই। ঘরে ত চাট্টি ক্ষুদ পর্যন্ত নেই যে জাউ রেঁধে খাবে। খিদেয় হয়ত টিয়ার মুখখানা শুকিয়ে আমসী হয়ে গেছে। ফুল্লরা হয়ত গালে হাত দিয়ে বসে কাঁদছে।

ময়ূরধ্বজ। অপেক্ষা কর। যত প্রসাদ তুমি বইতে পার রাণীতে মায় দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

কালকেতু। আপনি রাজা বুঝি? তা নইলে এমন দরাজ হাত হয়? আর এই ঠাকুর বোধকরি পূজুরী। দাও, পায়ের ধুলো দাও।

নিমাই। থাক থাক, পায়ের ধুলোয় আর কাজ নেই।

ময়ূরধ্বজ। তুমি কে?

কালকেতু। আমি? ব্যাধের ছেলে। শিকার করতে এসেছিলুম। আমাদের ওদিককার বনে একটা পাখপাখরা পর্যন্ত নেই; আমার হাতে সব ফর্সা। কি আর করি? গাছতলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলুম। হঠাৎ কে বললে,—'আমি কে জানিস? চণ্ডী ঠাকরুণ।"

ময়ূরধ্বজ। চণ্ডী বল।

কালকেতু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরও বললে,—আমি কলিঙ্গ রাজবাড়ীতে আছি। আমায় নীল গন্ধরাজ দিয়ে যা। জেগে উঠে দেখি কেউ নেই, সব ভোঁ ভাঁ। ভাবলুম, নীল গন্ধরাজ কি রকম রে বাবা? চেয়ে দেখি ঝোপের মধ্যে হাজার ফুল ফুটেছে, আর গাছগুলো আমায় মাথা দুলিয়ে ডাকছে।

ময়ূরধ্বজ। ডাকছে?

নিমাই। গঞ্জিকার মাত্রা বেশী হলে অমন ডাকে।

কালকেতু। ঠাকুর ঠিক বুঝে নিয়েছে। বামুন কিনা। তারপর জানলে? পটপট করে কতকগুলো ফুল তুলে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে এই নিয়ে এসেছি। [বাঁধন খুলিয়া] এই দেখ সত্যি কি মিথ্যে। এই নাও, বেশ করে পূজো কর ঠাকুর। [পুষ্পপাত্রে নীল গন্ধরাজ ঢালিয়া দিল]

নিমাই। হাঁ হাঁ হাঁ, করিস কি? দিলে হারামজাদা সব পণ্ড করে।

কালকেতু। কি হল?

ময়ূরধ্বজ। কি হল? নিকৃষ্ট ব্যাধ, তুই আমাদের সব আয়োজন পণ্ড করেছিস। কে তোকে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দিলে? তুই কি জানিস না যে, ছোটলোকের তোলা ফুলে দেবপূজা হয় না?

কালকেতু। দেবী যে বললে?

নিমাই। দেবী বলেছে? দেবীর আর বলবার লোক জুটল না, কুলীন ব্রাহ্মণ দেখে তোকে বলতে গেছেন। তুই মদ খেয়েছিস না গাঁজা খেয়েছিস?

কালকেতু। সত্যি বলছি ঠাকুর, আমি মদও খাই না, গাঁজাও

কখনও ছুঁইনি। ফুল্লরা ওসব ভালবাসে না। দলে পড়ে একদিন তামাক খেয়েছিলুম,—ফুল্লরা জানতে পেরে তিনদিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। মাইরি বলছি, দেবীর কথা আমি নিজের কাণে শুনেছি। বনে বনে ঘুরি, মাঝে মাঝে কোকিলের গান শুনতে পাই। এ তার চেয়েও মিষ্টি! সেকি সব মিথ্যে? কেন তবে গন্ধরাজ নীল হয়ে গেল? আমি পথ চিনি না; কে আমায় গান গেয়ে গেয়ে পথ দেখিয়ে আনলে?

ময়ূরধ্বজ। রঘুপতি, চাবুক নিয়ে এস।

কালকেতু। চাবুক মারতে চাও মার, আমি কিচ্ছুটি বলব না। কিন্তু ফুলগুলো ফেলে দিও না রাজা। অনেক কষ্টে এনেছি। দেখ গায়ে কত কাঁটা ফুটেছে তোলবার সময় পাইনি; তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেছে, জল খাবার ফুরসৎ পাইনি। দেখ কি টাটকা ফুল, একটুও শুকিয়ে যায়নি। দোহাই,—[রাজার পদধারণ]

রঘুপতির প্রবেশ।

রঘুপতি। দূর হ অস্পৃশ্য নিষাদ। [পদাঘাত]

কালকেতু। ঠাকুর, তুমি ত পূজুরী; তুমি ত মাকে চেন। এ ফুল মা-ই চেয়েছে, তুমি ফেলে দিও না। [নিমাইয়ের পদধারণ]

মিনাই। তবে রে কুচুটে ব্যাটা, আমার জাত মারতে এসেছ? ছুঁয়ে দিলি দিলই? বেরিয়ে যা শূয়ার। [পাদুকা প্রহার]

কালকেতু। ওই যে মা, ওই যে মা দোরে দাঁড়িয়ে ফুল চাইছে। নিবি মা? ফুল নিবি মা? [পুষ্পপাত্র হইতে একমুঠো নীল গন্ধরাজ তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

রঘুপতি ও নিমাই। সাবধান নিষাদ!

[রঘুপতি কালকেতুকে পদাঘাত করিল এবং নিমাই পুনঃপুনঃ পাদুকা প্রহার করিল ; কালকেতুর মাথা ফাটিয়া রক্তধারা বহিল]

সহসা কুণ্ডলের প্রবেশ।

কুণ্ডল। একি পিতা? কাকে আপনারা প্রহার কচ্ছেন? কি সর্বনাশ! মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে যে! কে এ?

ময়ূরধ্বজ। দেখতেই ত পাচ্ছ, ব্যাধ।

কুণ্ডল। কি অপরাধ করেছে পিতা?

নিমাই। এই দেখুন। চণ্ডীর পূজোর জন্যে নীল গন্ধরাজ এনেছে। বলতে না বলতেই ফুলগুলো পুষ্পপাত্রে ঢেলে দিলে। এত আয়োজন সব পণ্ড।

কুণ্ডল। এইমাত্র অপরাধ! এই অপরাধে একটা জীবন্ত মানুষকে এমনি করে নির্যাতন করতে হবে? চোখে-দেখা মানুষের চেয়ে না-দেখা দেবতার মর্যাদা বেশী? যে ভগবান আপনাদের সৃষ্টি করেছেন, এই নিষাদ কি তারই গড়া নয়? বল রঘুপতি, বলুন পিতা, বলুন ঠাকুর, আপনাদের ভগবানের কি আলাদা জাত?

ময়ূরধ্বজ। কেন বাচালতা কচ্ছ নির্বোধ? তোমার চেয়ে তোমার পিতা কম বুদ্ধিমান নয়।

কুণ্ডল। একি বুদ্ধির কথা পিতা? এ শুধু প্রাণ দিয়ে অনুভব করার কথা। সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একজনই যদি হন, তবে সংসারের সবাই ত তাঁরই সন্তান। এক পিতার দশটা সন্তানের মধ্যে একজন কেন অস্পৃশ্য হবে পিতা? কোন অপরাধে এই ব্যাধের ফুল দেবপূজায় লাগবে না, লাগবে ওই হীনচরিত্র ভণ্ড ব্রাহ্মণের আনীত পুষ্পসম্ভার?

নিমাই। এসব কি কথা মহারাজ?

কুণ্ডল। কথা আরও আছে ঠাকুর। আজ আমারই কল্যাণে পূজার এই আয়োজন। নির্মাল্য নিতেই আমি এসেছি। কিন্তু তুমি যদি পুজো কর, নির্মাল্য আমি মাথায় তুলে নেব না, পায়ে মাড়িয়ে যাব।

নিমাই। কথাটা আমাকে না বলে তোমার মাকে বলো।

[প্রস্থান।

কালকেতু। মা, মা,—

রঘুপতি। বেরিয়ে যা। নইলে তোকে মেরেই ফেলব।

কুণ্ডল। চুপ, আর একবার যদি এই নিষাদের গায়ে হাত তোল তাহলে তোমার মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না। ওঠ ভাই নিষাদ। এরা তোমাকে মারেনি, মেরেছে এদেরই আরাধ্য দেবতাদের। ফুলগুলো তুলে নিয়ে নদীতে ফেলে দাও। এখানে কেন নিয়ে এসেছ? এরা মাটির পৃথিবীতে বাস করে স্বর্গের গুণগান করে, এরা মায়ের কোলে বসে দুধ খায়, কিন্তু তাকে চেনে না। আমার পিতার অপরাধের জন্য আমি নতজানু হয়ে তোমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা কচ্ছি।

কালকেতু। না না না, আমায় দোষী করো না। ভদ্রলোকেরা অমন কত আমাদের মারে, আমরা কি তা মনে রাখতে পারি? রাজা, রাগ করো না, মেরেছ বলে আমি কিছু মনে করিনি। তবে আমার ফুলগুলো যদি নিতে! যাক যাক, ও আমি নিয়ে যাচ্ছি। কারো পায়ে লেগে ফোস্কা পড়ে যাবে। তুমি দুঃখ করো না দাদা। যা জানা ছিল না, তাই জেনে গেলুম; এ বড়লোকের মা ছোটলোকের কেউ নয়। এ দেবতা নয়, পাথর, শুধু পাথর!

কুণ্ডল। শুনছেন পিতা?

ময়ূরধ্বজ। পাষণ্ডকে বেত্রাঘাত করতে করতে রাজ্যের সীমানা পার করে দাও রঘুপতি।

কালকেতু। থাক থাক, আমি যাচ্ছি। তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না। ওগো ভদ্রলোকের মা, দূর থেকে তোমাকে একটা প্রণাম করে যাচ্ছি। সুখে থাক বেটি,—পেট পূরে রাজভোগ খা, আর ছোটলোকেরা যখন তোর দোরে মার খেয়ে মরে, তখন দাঁত বার করে হি হি করে হেসে নে।

[প্রস্থান।

রঘুপতি। আবার যদি মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহলে আমি কারও বাধা মানব না, আমি ওকে হত্যাই করব।

[প্রস্থান।

কুণ্ডল। পিতা, এ অসার ভক্তির আড়ম্বর কি না করলেই নয়?

ময়ূরধ্বজ। তোমার কাছে যা অসার, আমার কাছে তার অনেক দাম পুত্র। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পাথরের পুতুলেই দেবদর্শন করেছেন।

কুণ্ডল। দেবদর্শন করে কোন মহাপুরুষ মানুষের মাথায় খড়মের বাড়ি মেরেছেন, পুরাণ খুলে দেখাতে পারেন পিতা? রামচন্দ্র কি গুহক চণ্ডালকে কোল দেননি? কৃষ্ণের কি জাতিভেদ ছিল? পূজো আমি করি না সত্য, কিন্তু যে করে, তাকে ঘৃণাও আমি করি না। ছোট মা যখন ঠাকুরকে ডাকেন, আমি মুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। প্রতিমাকে ঠাকুর বলবার অধিকার তারই আছে, যার প্রাণ আকাশের মত উদার, পৃথিবীর মত সহিষ্ণু। সে পূজারী আমার মা, আপনিও নন, আর ওই হীনচরিত্র নিমাই ঠাকুরও নয়।

ময়ূরধ্বজ। স্তব্ধ হও যুবক। আর বেশী উত্যক্ত করলে তোমার পিঠেও পড়বে আমার পদাঘাত।

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রুমতি। কাকে পদাঘাত করবে তুমি? কুণ্ডলকে? কেন, হয়েছে কি? কথায় কথায় অমন যার তার পিঠে পা তুলে দিতে চাও কেন?

ময়ূরধ্বজ। সইতে না পার, তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে স্থানান্তরে গিয়ে বাস কর।

অশ্রুমতী। তুমি স্থানান্তরে যাও না। অনেকদিন ত রাজত্ব করলে, এবার বানপ্রস্থে গিয়ে পরকালের ভাবনা ভাব। ছেলেটার হাড়ে বাতাস লাগুক, আর রাজ্যের ছোটলোকগুলো নিশ্বাস ফেলে বাঁচুক।

ময়ূরধ্বজ। তোমার জন্যেই ছোটলোকদের আরও সাহস বেড়ে গেছে। নইলে একটা ব্যাধ মন্দির-প্রাঙ্গণে আসবেই বা কেন? আর সে তার তুলে আনা ফুল পুষ্পপাত্রে রাখতেই বা সাহস পাবে কেন?

অশ্রুমতী। তোমরা তাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছ ত? বেশ করেছ। ফুল—ফুল, সে যার তোলাই হক। ডাক ত বাবা কুণ্ডল, ব্যাধকে ডেকে আন ত। আজ তার ফুলেই পুজো হবে। আর সব ফুল আমি ফেলে দেব। [পুষ্পপাত্রে রক্ষিত ফুল ফেলিয়া দিলেন]

কুণ্ডল। এই ত মা, এই ত আমার মা! কণ্ঠে সরস্বতী, নয়নে করুণা, দুহাতে সর্বদুঃখহর বরাভয়। চণ্ডীর নির্মাল্য থাক মা,—মানসিক পুজোয় কাজ নেই, তোমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে আমি অমর হয়ে থাকব। [পদধূলি গ্রহণ]

দ্রুত নিমাইয়ের পুনঃ প্রবেশ।

নিমাই। মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে! চণ্ডী নেই।

সকলে। চণ্ডী নেই!

নিমাই। যুগলমূর্তির মধ্য থেকে চণ্ডী অন্তর্হিতা। মঙ্গলের চোখের জলে ঘর ভেসে যাচ্ছে।

ময়ূরধ্বজ। কে নিলে? কে নিলে ঠাকুর? যা'দের জন্য কলিঙ্গ-রাজ্যে এত সুখ, এত শান্তি তাদের একজন নেই? অনুসন্ধান কর. চারিদিকে চর পাঠাতে বল। এ নিশ্চয় কোন পরশ্রীকাতর রাজার ষড়যন্ত্র। এখনও চোর বহুদূরে যায়নি। যদি পাই, তাকে জীবন্ত দগ্ধ করব।

নিমাই। ব্যাধ কোথায়? ব্যাধ? তাকে আগে বন্দী করতে আদেশ করুন। মানসিক পূজাব কি করব মহারাণি?

অশ্রুমতী। পুষ্পপাত্র জলে ফেলে দাও, ভোগের দ্রব্য অস্পৃশ্য কাঙালদের ডেকে এনে বিলিয়ে দাও। যদি সেই ব্যাধকে ফিরিয়ে আনতে পার, তবেই আবার পূজো হবে, নইলে এই শেষ।

ময়ূরধ্বজ। রাণি!

অশ্রুমতী। চণ্ডী পালিয়ে গেছে, মঙ্গল প্রাণহীন। কার অভি-শাপ মাথায় করে এসেছ মহেশ্বর? তোমার প্রেয়সী তোমার বাহু-বন্ধন থেকে পালিয়ে গেল? তুমি টেনে রাখতে পারলে না? কাঁদ মহেশ্বর, কাঁদ; তুমি কাঁদ, এই ভণ্ড পূজারী কাঁদুক, আরও কাঁদুন আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে মানববিদ্বেষী এই কলিঙ্গরাজ।

কুণ্ডল। মা,—

অশ্রুমতী। কি যে গেল, কেউ বুঝল না। এ ত পাথরের

পুতুল নয়। এরা কাছে এসে দাঁড়ায়, কথা কয়; হাসে, কাঁদে, গান গায়। ওঃ, রাজা, আমি স্পষ্ট দেখছি, তোমার পাপেই রাজ্যটা শ্মশান হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

ময়ূরধ্বজ। তুমি কিছু বলবে না কুলপ্রদীপ?

কুণ্ডল। নূতন করে কি আর বলব পিতা? এ ত আমি জানি। সহস্রবার যেকথা আপনাকে বলেছি, আপনার চণ্ডী পালিয়ে গিয়ে সেই কথাটাই প্রমাণ করে গেছেন,—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

[প্রস্থান।

ময়ূরধ্বজ। কে কাঁদছে নিমাই? দেখ ত, দেখ ত।

নিমাই। আর দেখব ছাই। শুধু শুধু লোকটাকে লাথি মারবার কি দরকার ছিল? যাবার সময় সে শোধ তুলে পালিয়ে গেছে। কিন্তু কি করে নিলে? কেটে নয়, ভেঙে নয়, যেন চুপিসারে মঙ্গলের পাশ থেকে চণ্ডী উঠে চলে গেছে। ব্যাটাকে যদি পাই —হুঁঃ।

[প্রস্থান।

ময়ূরধ্বজ। আঃ, কার এ পাগলকরা কান্না!

গীতকণ্ঠে মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল।—

গীত।

আমার বীণার তার
নির্মম করে কে ছিঁড়িয়া নিল, সহে না বেদনা আর।

সুখের স্বপন নয়নে ভরিয়া আমি যে আছিনু ঘুমে,
অঙ্গে এড়ায়ে আছিল সে মোর আমার ললাট চুমে,
জাগিনু সহসা একা গো,
নাহি তার পদরেখা গো,
শূন্য ভবন নিশ্বাসে ভরা, পথ ডাকে অনিবার !

ময়ূরধ্বজ। [অভিভূতের মত] কে তুমি ? তুমি কে ?

মঙ্গল। আমি মঙ্গল।

ময়ূরধ্বজ। মঙ্গল ! আমার জাগ্রত বিগ্রহ ! মূর্তি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ ঠাকুর। সত্যই কি তোমার চণ্ডী চলে গেছে ? তুমি কি ভাও খেয়ে ঘুমিয়েছিলে ? ধরে রাখতে পারলে না ?

মঙ্গল। না রাজা। কেন গেল ? তুমি কি তাকে কিছু বলেছিলে ?

ময়ূরধ্বজ। কই না ; আমি ত কখনও তাকে অনাদর করিনি। যাও ঠাকুর, মন্দিরে যাও। তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আমার সর্বস্ব পণ রইল।

মঙ্গল। আর সে আসবে না। আমি তাকে জানি। আমিও চললুম রাজা। একা ঘরে আর আমি থাকতে পাচ্ছি না। আর একবার সে আমার কথা না শুনে চলে গিয়েছিল। আর সে কৈলাসে ফিরে গেল না ; পতিনিন্দা শুনে দক্ষালয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলে। সেই থেকে যেখানে থাকি, তাকে কাছে কাছে রাখি। বিদায় রাজা ; চণ্ডী যখন গেছে, মঙ্গলও যাক। [প্রস্থান।

ময়ূরধ্বজ। [সচকিতে] অ্যাঁ ! কে কথা বললে ? মঙ্গল বিদায় নিলে ! নিমাই ঠাকুর, নিমাই ঠাকুর, দেখ—দেখ, মঙ্গলও বুঝি চলে গেল ! না না, এ স্বপ্ন !

কংকণের প্রবেশ

কংকণ। বাবা, দেখবে এস, সিংহদ্বার ভেঙে গেছে।

ময়ূরধ্বজ। লোহার সিংহদ্বার ভেঙে গেল? কেন, কেন? কি হয়েছিল কংকণ?

কংকণ। কিছু হয়নি বাবা। মন্দির থেকে হঠাৎ একটা ঝড় বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে লোহার তোরণ মড়মড় করে ভেঙে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। দেখবে এস বাবা।

ময়ূরধ্বজ। কি আর দেখব? আরও অনেক দেখবার আছে, এই সবে আরম্ভ। জানিস কংকণ, মা চণ্ডী চলে গেছে, মঙ্গলও বিদায় নিয়েছে।

কংকণ। কেন গেল বাবা!

ময়ূরধ্বজ। কি করে থাকবে বল। আমি চলে গেলে এক নাস্তিক আমার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করবে। সে তাদের একদিনও ভোগ দেবে না।

কংকণ। দাদা না দেয়, আমি দেব।

ময়ূরধ্বজ। তাহলে তোকে গলা টিপে মারবে। ওরা সব জানে· কিনা। বোধহয় আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, তাই আগে থাকতে সরে গেছে। যাক যাক, তুই একটা গান গা কংকণ।

কংকণ।—

গীত।

ফিরে এস. ধীরে বস, শূন্য কনক-আসনে!
ডাকি বারে বারে, ভাসি আঁখিধারে, পশে নাকি তব শ্রবণে?

তুমি যে শান্তি, আঁধারে আলোক, তুমি হাসি, তুমি গান,
নয়নে দৃষ্টি, কণ্ঠের ভাষা, তুমিই ত দেহে প্রাণ,
তুমি যে হৃদিস্পন্দন আয়ু,
বাহুর শকতি, নাসিকায় বায়ু,
তোমাতে জীবন, তোমাতে মোক্ষ, ঋদ্ধি তোমার শাসনে।

[ময়ূরধ্বজের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভাঁড়ুদত্তের গৃহ

ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ।

ভাঁড়ুদত্ত। কই হে রামছাগল, বাড়ীতে আছ না পালিয়েছ? ও রামছাগল!

রামসাগরের প্রবেশ।

রামসাগর। তোমাকে না হাজারবার বলেছি, আমায় রামছাগল বলবে না, তবু তুমি বলবেই? আমার নাম রামসাগর নন্দি, তা নন্দি চুলোয় যাক, রামসাগরও কি তুমি উচ্চারণ করতে পার না? এদিকে বিদ্যের বড়াই ত খুব।

ভাঁড়ুদত্ত। বিদ্যে থাকলেই বড়াই করে। তো'র নেই, তুই কি বুঝবি?

রামসাগর। থাক থাক, আমার আর জানতে বাকী নেই। চোখেই না হয় দেখিনি, সব শুনেছি ত দিদির কাছে।

ভাড়ু দত্ত। কি শুনেছ মাণিক।

রামসাগর। বাবা পাত্র দেখতে এসে তোমায় যে কটা প্রশ্ন করেছিল, তার একটারও জবাবও তুমি দিতে পারনি। তোমায় জিজ্ঞেস করলে, যুধিষ্ঠিরের মায়ের নাম কি? তুমি বললে, মন্দোদরী। চব্বিশের থেকে সাড়ে তিন হরণ করলে কত থাকে? না—এগার।

ভাড়ু দত্ত। আর তোর বাবাকে যে আমি পাণ্টা প্রশ্ন করেছিলুম, তার জবাব শুনিসনি বুঝি? এপারে শোয়া একটা গরু, আর ওপারে শোয়া একটা গরু, মোট কটা হয়? তোর বাবা বললে, সাড়ে দুটো।

রামসাগর। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

ভাঁড়ু দত্ত। আসল কথা, অমন শ্বশুরের এমনি জামাই-ই হয়। সংসারে বিদ্যের বেশী দরকার নেই, ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত পড়লেই যথেষ্ট। বেশী বিদ্যে শিখে তেলও হয় না, খোলও হয় না। দরকার শুধু বুদ্ধির।

রামসাগর। শুধু বুদ্ধির নয়, কুবুদ্ধিরও দরকার; যেমন তোমার আছে।

ভাঁড়ু দত্ত। এই বুদ্ধির জোরে তোর দিদিকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছি। তুই দিনকতক থাক, দেখ না তোর কি হাল করি। তোকে টাকার সিন্দুকের ওপর বসিয়ে রেখে যাব। আর একটি রাঙা টুকটুকে বউ দিয়ে যাব, তুই তাকে দিনরাত চাটবি।

রামসাগর। রেখে দাও তোমার রাঙা টুকটুকে বউ। সাত বচ্ছর ধরে তোমার ফরমাস শুনছি, এর মধ্যে একটা টিকটিকিও তুমি ধরে আনতে পারনি।

ভাঁড়ু দত্ত। তুই ভাবিসনি রামছাগল,—

রামসাগর। ফের তুমি ওই কথা বলবে? থাকব না আমি তোমার বাড়ীতে। এই আমি চললুম।

ভাঁড়ু দত্ত। দাঁড়া, দাঁড়া; কথায় কথায় অত চটিস কেন? সবাই ত রামসাগর বলে, আমি না হয় আদর করে আর কিছু বললুম। নইলে তুই যে আমার সম্বন্ধী, সে কথা লোকে বুঝবে কি করে? নে, তামাক সাজ।

রামসাগর। তামাক নেই।

ভাঁড়ু দত্ত। কিনে আনিসনি কেন?

রামসাগর। আমি ছিলুম নাকি? এই ত এলুম।

ভাঁড়ু দত্ত। এই এলে? কোথায় মরতে গিয়েছিলে?

রামসাগর। তুমি খালি আমায় মরতেই দেখ!

ভাঁড়ু দত্ত। তোর গালটা অমন লাল হয়েছে কেন রে? আবার কেউ চড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

রামসাগর। দেবে না? সেদিন যে শিবে আমায় ঠেঙিয়ে দিলে, তুমি তার শোধ তুলতে পারোনি?

ভাঁড়ু দত্ত। আজও শিবে ঠেঙিয়েছে নাকি?

রামসাগর। শিবে নয়, টিয়া, কালকেতুর বোন।

ভাঁড়ু দত্ত। বোন। মেয়েছেলে তোকে চড়িয়ে দিলে?

রামসাগর। দুচারটে ঘুসীও মেরেছে। আমায় যে অবসর দিলে না, নইলে আমি ওর টুঁটিটা এমনি করে টিপে ধরতুম। [ভাঁড়ুর টুঁটি টিপিবার উপক্রম]

ভাঁড়ু দত্ত। থাম হতভাগা। কায়েতের ছেলে হয়ে তুই ব্যাধের মার খেয়ে আসবি, আর আমি দিনের পর দিন তাই দেখব?

এতকাল তবু পুরুষের মার খেয়েছিস, আজ আবার মেয়েছেলের মার খেয়ে এলি ?

রামসাগর। মার যদি খেতেই হয়, মেয়েছেলের হাতেই খাওয়া ভাল। বেশ মিষ্টি মিষ্টি ঝাল ঝাল লাগে। তুমি ত সব জান।

ভাড়ুদত্ত। ছেলেমেয়ের মার যে খায়, তার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত।

রামসাগর। তবে তুমি দাওনি কেন? দিদি ত একদিন তোমায় হাতাপেটা করেছিল।

ভাঁড়ুদত্ত। চোপরাও রামছাগল।

রামসাগর। বেশী বাড়াবাড়ি করলে হাটে হাঁড়ি ভাঙব!

ভাঁড়ুদত্ত। টিয়া তোকে মারল কেন শুনি?

রামসাগর। শুধু শুধু। আমি তাকে দেখে মুচকি হেসে যেই বলেছি,—"টিয়া, তোরে করব বিয়া"—অমনি ঠাস করে এক চড় আর দুম্‌দাম্ করে ঘুসী।

ভাড়ুদত্ত। ছি-ছি-ছি, একটা ব্যাধের মেয়েকে তুই বিয়ে করতে চাইলি?

রামসাগর। না চেয়ে করব কি? ব্যাধের মেয়ে ছাড়া আর আমায় বিয়ে করবেই বা কে? দেখতে তো ময়ুর-ছাড়া কার্তিক, চাকরি তোমার তামাক-সাজা। বাপ মা—মরে ভূত।

ভাড়ুদত্ত। তাবলে ব্যাধের মেয়ে! রাম রাম! ওরা যে গোসাপ খায়।

রামসাগর। আমরাও খাব।

ভাড়ুদত্ত। তার চেয়ে তোর মাথাটা খাব রামছাগল।

রামসাগর: ফের রামছাগল বললে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করব।

ভাঁড়ু দত্ত। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে।

রামসাগর। বেরুবই ত। দাও—মাইনে মিটিয়ে দাও।

ভাঁড়ু দত্ত। কিসের মাইনে?

রামসাগর। সাত বছর যে তোমার ফরমাস খেটেছি, তার দাম দেবে না?

ভাঁড়ু দত্ত। গোগ্রাসে যে গিলেছিস, তার দাম নেই?

রামসাগর। গিলেছি যা—সে মা কালীই জানে। কাণা বেগুন, শক্ত লাউ, লাল চিংড়ি, ক্ষুদের জাউ। ও আবার মানুষে খায়? চালাকিটি চলবে না দত্তজা; কড়ায় গণ্ডায় পাওনা মেটাও; নইলে আমি তোমার সিন্দুক শুদ্ধ মাথায় করে টিয়ার বাড়ী গিয়ে উঠব। তোমার সিন্দুক পেলে সে নিশ্চয়ই আমায় বিয়ে করবে।

ভাঁড়ু দত্ত। আবার বিয়ে বিয়ে করে? পারিস, অমনি গিয়ে পিরীত কর না।

রামসাগর। তুমি কি সত্যি সত্যি আমায় রামছাগল পেয়েছ? যে জাতই হক, সে একটা গেরস্থের মেয়ে। আমি তাকে বিয়ে না করে পিরীত করব? খাঁটি কায়েতের ছেলে বলে তুমি যে বড্ড বড়াই কর, তোমার এই বুদ্ধি! আমি মুখ্যু মানুষ, সোজসুজি বুঝি—"যে আমার বউ হল না, সে আমার মা।"

টিয়ার প্রবেশ।

টিয়া। আপনার নাম ভাঁড়ু দত্ত?

ভাঁড়ু দত্ত। হ্যাঁ; তুমি কার কন্যা?

রামসাগর। [ভ্যাঙাইয়া] কার কন্যা! এত খবর রাখ, আর এ খবরটা রাখ না? ওই ত টিয়া।

ভাঁড়ুদত্ত। তুমিই টিয়া!

রামসাগর। হাঁ করে রইলে কেন? জিজ্ঞেস কর না—কেন আমায় মেরেছে।

টিয়া। মেরেছি বেশ করেছি; আরও মারব।

রামসাগর। ইস, ভাঁট দেখ, আরও মারবে! আমি যদি তোকে পাল্টা মারতুম, তুই যে ছাতু হয়ে যেতিস, সে খেয়াল আছে তোর?

টিয়া। মেরে দেখ না। আয়, এগিয়ে আয়।

রামসাগর। কখখনো যাব না। আমরা কায়েতের ছেলে, বাড়ীতে পেয়ে কাউকে মারি না।

টিয়া। তবে রাস্তায় চল, দেখি ক ঘা মারতে পারিস। আয়।

রামসাগর। বলছি মেয়েছেলের গায়ে আমি হাত তুলিনে, তবু একশোবার আমায় তাতাবে। যা যা, বাড়ী যা, আমি তোকে মাপ করেছি।

টিয়া। শুনুন দত্তজা,—বাহ্‌রে, আপনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন কেন?

ভাঁড়ুদত্ত। না না, তুমি বল।…তুমি ব্যাধের মেয়ে?

টিয়া। হ্যাঁ; আমার বাবা ছিল ধর্মকেতু, আমার দাদা কালকেতু। আমার দাদার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

রামসাগর। তাই বলে তুই আমাকে মারবি?

টিয়া। এবার ত শুধু মেরেই ছেড়ে দিয়েছি। এর পরে খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দেব। শুনুন দত্তজা, আপনার এই বাঁদরটাকে ঘরে বেঁধে রাখবেন। আবার যদি আমায় দেখে হাসে আর বিয়ের কথা বলে, তাহলে ওর যা করব, সে ত বলেই গেলুম; আপনারও ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব।

ভাঁড়ুদত্ত। তোমার এখনও বিয়ে হয়নি বুঝি?

টিয়া। আজ্ঞে না। যা বলবেন, একটু দূর থেকেই বলুন না। জানেন ত আমরা ব্যাধ, অখাদ্য কুখাদ্য খাই, গায়ের গন্ধে ভূত পালিয়ে যায়।

ভাঁড়ুদত্ত। সেকি কথা? সেকি কথা? সব এক ঈশ্বরের সন্তান। আমার কাছে ওসব জাতবিচার নেই। যদিও দত্ত কায়েত, তবু আমার চোখে ছোটলোক বলে কেউ নেই টিয়ামণি।

রামসাগর। [স্বগত] শালা বোনাই জমে গেল নাকি?

ভাঁড়ুদত্ত। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? একটা আসন টাসন বসতে এনে দে না রামছাগল।

রামসাগর। তোমার মরণ হয় না? ঘরে রামছাগল বলবে আবার পাত্রীর সামনে পর্যন্ত?

ভাঁড়ুদত্ত। চোপরাও বাঁদর!

টিয়া। বাঁদর নয় হনুমান।

রামসাগর। যা যা, এখন বাড়ী যা।

ভাঁড়ুদত্ত। ওকথা বলতে নেই; হাজার হক, অতিথি—নারায়ণ।

টিয়া। নারায়ণের কথাটা মনে রাখবেন; নইলে ভদ্রলোক বলে খাতির করব না।

সোনাবৌয়ের প্রবেশ।

সোনা। কে গো তুমি?

রামসাগর। ওকে চিনিস না দিদি? কালকেতুর বোন—টিয়া।

সোনা। কি বলছ মা?

টিয়া। এটা আপনার ভাই বুঝি?

রামসাগর। এটা এটা করিস নি ; ওতে ভয়ানক লাগে।

টিয়া। ভাইটিকে সামলে রাখবেন, আর যেন কখনও রাস্তায় ঘাটে আমায় বিরক্ত না করে, তাহলে কিন্তু আমি ওকে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেব।

রামসাগর। ওঃ—ভারী আমার—

সোনা। চুপ কর ; বেশী বাড়াবাড়ি করলে কাণ ধরে বাড়ী থেকে বার করে দেব। কিছু মনে করো না মা। গঙ্গাজলে কত লোক থুথু ফেলে, তাতে গঙ্গা অপবিত্র হয় না। মা-বাপমরা ভাই, কাছে এনে রেখেছি, ফেলব কোথায় বল ? ওর কথা ধরিসনি মা, ও শিশুর মত সরল। ওর জন্যে আমি তোমার কাছে মাফ্ চাইছি। [হাত ধরিল]

টিয়া। করলেন কি ? ব্যাধের মেয়েকে ছুঁয়ে দিলেন ? চৌদ্দ-পুরুষ নরকে যাবে যে।

সোনা। যে পূর্বপুরুষ এত সহজে নরকে যায়, তাদের যাওয়াই ভাল। ওগো, টিয়াকে এগিয়ে দিয়ে এস।

ভাঁড়ু দত্ত। চল, চল।

রামসাগর। থাক থাক, তোমার আর কষ্ট করতে হবে না। এগিয়ে দিতে হয়, আমি দেব ; তোম কোন হ্যায় ? চলে এসে টিয়া।

টিয়া। আমি একাই যেতে পারব। [সোনাবৌকে] ছুঁয়েই যখন দিলেন, একটু পায়ের ধুলো নিয়ে যাই। [প্রণাম]

সোনা। রাজরাজেশ্বরী হও মা।

[টিয়ার প্রস্থান।

রামসাগর। তোর কোন বুদ্ধি নেই। তুই কি আশীর্বাদটা করলি ?

সোনা। যা-যাঃ অপদার্থ। খবরদার আর মেয়েটার দিকে তাকাবি না বলে দিচ্ছি।

রামসাগর। তুই নিজের ঘর সামলা না, তারপর আমার ওপর তম্বী করিস। আমি ওকে বিয়ে করব, তবে আমার নাম রামসাগর নন্দী।

[প্রস্থান।

সোনা। কি গা? অমন নিশ্চুপ মেরে গেলে কেন? মেয়েটার মুখ দেখে জমে গেলে নাকি?

ভাড়ুদত্ত। কি তুমি যা তা বলছ? আমি কি সেই লোক?

সোনা। তুমি যা লোক, সে আমার হাড়ে হাড়ে জানা আছে। একটা দেশ থেকে তাড়া খেয়ে এখানে এসে ঘর বেঁধেছি। এখানে যদি আবার নিজমূর্তি ধর, তাহলে তোমার হাড়-মাস আমি চিবিয়ে খাব।

ভাঁড়ুদত্ত। ফের সেই এক কথা। হাজার বার বলছি, আমার কোন দোষ নেই, ব্যাটারা চক্রান্ত করে আমায় তাড়িয়েছে; তবু তুমি আমাকেই দুষবে? দেখ সোনাবৌ,—আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আবার আমাকে তম্বী করলে আমি কাশীবাসী হব।

সোনা। কাশীবাসী হবার লোকটাই ত বটে। তুমি কাশী গেলে কাশীর অন্নপূর্ণা পালিয়ে যাবে। মানুষের একটা আধটা দোষ থাকে, আর এ মিন্সের গলায় গলায় কালি!

ভাঁড়ুদত্ত। রামছাগল এসে বলে, আর তুমি তাই বিশ্বাস কর। শূয়ারকে আজই তাড়াব।

সোনা। খবরদার, আমার মা-বাপমরা ভাই, ওর উপর যদি অত্যাচার কর, তোমাকে আমি আস্ত গিলে খাব। আর শোন

আমি কদিন থেকেই দেখছি, ফুল্লরাকে বাড়ীর কাছে দেখলেই তুমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াও। ব্যাপারখানাটা কি? সে বেচারী গরীব মানুষ, মাংস বেচে খায়, তবু তোমার বোনের মত পরপুরুষ নিয়ে চলাচলি করে না।

ভাঁড়ুদত্ত। এই, ভাল হবে না সোনাবৌ।

সোনা। সাবধান! আর এক পা-ও এগিও না বলছি; তাহলে মনে রেখো, আমি রূপগঞ্জের নন্দীর মেয়ে।

[প্রস্থান।

ভাঁড়ুদত্ত। চুলোমুখীর না আছে রূপ, না আছে গুণ! আমি দত্ত কায়েত, আমাকে চোখরাঙায় নন্দীর মেয়ে। দুর দুর, মরে গেলেও হাড় জুড়োত।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কিরাতনগর—কালকেতুর কুটির

ঝাঁট দিতে দিতে ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। লোকটা কোথায় গেল বল দেখি। একবেলা যে ঘর ছেড়ে কোথাও থাকে না, সে আজ পাঁচদিন ঘরমুখো হল না! বাঘে খেলে না ত? না না, তাই বা কি করে হবে? বাঘ সিংহ ত তাকে দেখলেই ছুটে পালায়। তবে কি হল? আমার যে কান্না পাচ্ছে।

বাঁটুলের প্রবেশ।

বাঁটুল। কি রে দিদি? আমায় খবর পাঠিয়েছিস কেন?

ফুল্লরা। দিদির কথা কি তোর মনে আছে বাঁটুল? থাকবেই বা কেন? আমরা গরীব, তোরা বড়লোক। আমাদের পেটে ভাত নেই, আর তোদের গোলায় ধান আঁটে না, পুকুরে মাছ ধরে না,—কত মান, কত ঐশ্বর্য! তার উপরে তুই নাকি ভয়ানক বীর হয়েছিস।

বাঁটুল। বলে যা, তারপর?

ফুল্লরা। তোরা কি আর ছোটলোক আছিস? সব ভদ্রলোক হয়ে জাতে উঠেছিস। এ বলে হুজুর, ও বলে মশাই, আর কি দিদির কথা মনে থাকে? এর পর কোন রাজ্যের সেনাপতি হলে হয়ত দিদির মাথাটাই কেটে ফেলবি।

বাঁটুল। বড় যে লম্বা লম্বা কথা বলছিস। বলি, তুই আমাদের মনে রেখেছিস? গেছিস একবার বুড়ো বাপকে দেখতে? সঞ্জয়কেতু

বেঁচে আছে না মরে ভূত হয়েছে, খবর নিয়েছিস একবার? আমার তিন ছেলের অন্নপ্রাশন একে একে হয়ে গেল, কত আত্মীয় কুটুম্ব এলো, খেলে—ছাঁদা বাঁধলে, আর তোর টিকিটি দেখতে পেলুম না! খবরের পর খবর পাঠালুম, কিছুতেই তুই গেলিনে।

ফুল্লরা। কেন য'ব? এই দেখ, আমার একখানা কাপড়, তাও হাজার তালি দেওয়া। তোদের পাঁচটা লোক আসবে, তার মধ্যে এই পরে যাওয়া যায়? পারিসনি দিদিকে এক জোড়া কাপড় পাঠিয়ে দিতে?

বাঁটুল। পাঠিয়ে দিলেও তুই রাখতিস না, কেন বাজে বকছিস দিদি? তোকে আমি চিনি। আসল কথা, তুই তোর ঘরের লোকটিকে ছেড়ে একবেলাও থাকতে পারিস না।

ফুল্লরা। হতভাগা বলে কি? ওই গোঁয়ার গোবিন্দের জন্যে আমি ত হা-হুতাশ করে মরে যাচ্ছি। সে-ই বরং এক লহমা আমায় দেখতে না পেলে চোখে সর্ষেফুল দেখে।

বাঁটুল। সত্যি দিদি, এ আর কোথাও দেখিনি। তোর ভাজ কি বলে জানিস? বলে,—স্বর্গে আছে শিবদুর্গা আর মর্ত্তে কালকেতু-ফুল্লরা। কিন্তু তোর ত বড় কষ্ট দিদি। চালের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। পরণে ছেঁড়া ময়লা কানি, পেটেও বোধহয় দুবেলা ভাত জোটে না, না রে দিদি?

ফুল্লরা। যত কষ্টই থাক বাঁটুল, এ আমার গায়ে লাগে না। এ তুই বুঝিবি নে, বউয়ের কাছে জিজ্ঞেস করিস,—সে জানে। যে নারী স্বামীর সোহাগ পেয়েছে, সংসারে তার আর কোন অভাব নেই।

বাটুল। কি জানি, কি তুই বলছিস। বোনাই ত একটি ক্ষুদ্র রাক্ষস! যা যোগাড় করে আনে, সে ত একাই সব খায়, তুই শুধু

পান্তা চাচ্ছিস। দিদি, তোর ছুটি পায়ে পড়ি দিদি। আমি তোর বছরের ধান পাঠিয়ে দেব, তুই ফেরৎ দিসনি দিদি। বোনাই কোথায় ?'

ফুল্লরা। কি জানি কোথায় গেছে। তাইত তোকে ডেকেছি বাঁটুল! পাঁচদিন আগে পান্তাভাত খেয়ে বেরিয়েছে, আজও বেলা শেষ হল দেখাই নেই। এমন ত কখনও হয় না! সাপে খেলে না বাঘের পেটে গেল।

বাঁটুল। তুই কি পাগল হয়েছিস? কালকেতু রাক্ষসকে বাঘে খাবে, না বাঘকে কালকেতু খাবে?

টিয়ার প্রবেশ।

টিয়া। বৌদি, ও বৌদি, দাদা আসছে। এ কে বৌদি?

বাঁটুল। আমি বাঁটুল, তোমার বৌদির ভাই। প্রণাম কর, আশীর্বাদ কচ্ছি।

টিয়া। পা এগিয়ে দিলেন যে! আপনাকে প্রণাম করবার কেউ নেই বুঝি? আশীর্বাদ করতে চান, অমনিই করুন। দাদা আর বৌদি ছাড়া আমি কারও পায়ে মাথা নোয়াই না।

বাঁটুল। বা-বা-বা! দিদি, এ ত যে-সে মেয়ে নয়। একে তোরা ব্যাধের ঘরে বিয়ে দিসনি। আমি আশীর্বাদ কচ্ছি বোন, তুমি রাজরাজেশ্বরী হও।

কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। কোথাকার কে রাজরাজেশ্বরী এল? কে ও? বাঁটুল নাকি? কি হল? হাঁ করে দেখছ কি? নতুন মানুষ দেখলে নাকি? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ফুল্লরা। তোমার মাথা বাঁধা কেন? কাপড়ে রক্ত কিসের?

কালকেতু। দেখলে বাঁটুল, দেখলে? তোমরা কেউ লক্ষ্য করনি। ও পোড়ারমুখী এক নজরেই টের পেয়েছে। যার যেখানে যা। আরে বসো, বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বাঁটুল। তা হক। তুমি এ পাঁচদিন ছিলে কোথায়?

ফুল্লরা। [এতক্ষণে মাথার বাঁধন সযত্নে খুলিয়া ফেলিয়াছে] কি সর্বনাশ! মাথা ফেটে গেছে যে? রক্ত জমাট হয়ে আছে। দেখ বাঁটুল, দেখ।

টিয়া। কি হয়েছে দাদা? বাঘে থাবা মারেনি ত?

কালকেতু। না রে পাগলি। বাঘে থাবা মারবে আমাকে?

ফুল্লরা। তবে কি হল? কে মেরেছে তোমায়? কখনও কারও অনিষ্ট করনি। কিরাতনগরে কেউ ত তোমার শত্রু নেই। সঙ্গে কড়িও ছিল না যে ডাকাতে মাথায় বাড়ি দেবে। বসো বসো, কিসের গন্ধ তোমার গায়ে?

টিয়া। সত্যি দাদা কি মেখেছ গায়ে?

বাঁটুল। কথা বলছ না কেন?

কালকেতু। কথা বলব কি ফুল্লরা? আমার সারা গায়ে যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটছে। সেদিন সকালে শিকার খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে কে বললে,—"আমি চণ্ডী, কলিঙ্গ রাজবাড়ীতে আছি; আমায় নীল গন্ধরাজ দিয়ে যা।"

সকলে। নীল গন্ধরাজ!

বাঁটুল। নেশা-টেশা করনি ত?

কালকেতু। না রে দাদা। জেগে দেখি, কত নীল গন্ধরাজ

ফুটে রয়েছে। তুলে নিয়ে ছুটে গেলুম কলিঙ্গ রাজবাড়ীতে। তারা নিলে না। পূজুরী ঠাকুর মারলে খড়মের বাড়ি, আর একটা লোক মারলে লাথির পর লাথি।

বাঁটুল। বল কি তুমি! তোমাকে মারলে, তার পরও তারা বেঁচে আছে?

কালকেতু। তা আছে বই কি? মরার ত কোন লক্ষণ দেখলুম না।

টিয়া। তুমি মানুষ না কি? তাদের মাথাগুলো ছিঁড়ে আনতে পারলে না?

কালকেতু। পারব না কেন? কিন্তু পারলেই কি সব করা যায়? বামুনের গায়ে যদি আমি হাত তুলি, সবাই তাকে একঘরে করবে, আর কেউ তাকে পূজো করতে ডাকবে না; তার ছেলেমেয়ে না খেয়ে মরবে। আর রাজা—হাজার হোক সে মানী লোক, আমি তার গায়ে একটা ঘা দিলে প্রজাদের কাছে সে মুখ দেখাতে পারত না।

বাঁটুল। তাতে তোমার কি?

কালকেতু। আমিও ত মানুষ রে ভাই। আর সত্যিই ত আমি ভাল কাজ করিনি। আজন্মকাল তারা যা শিখে এসেছে, আমি একদিনে তা বানচাল করতে যাব কেন? তাদের ফুলের মধ্যে আমার ফুল ফেলে দেওয়া কি উচিত হয়েছে বলতে চাও? ছাই হয়েছে।

ফুল্লরা। তুমি ভালই করেছ। সংসারে যে সয়, তারই জয়। তোমার ফুল তারা নেয়নি বটে, কিন্তু মা চণ্ডী ঠিক নিয়েছেন।

কালকেতু। নিয়েছে? মা নিয়েছে ফুল?

ফুল্লরা। এ যদি মিথ্যে হয়, দেবতার নামই মিথ্যে।

কালকেতু। ব্যস, ব্যস, আর আমার এতটুকু ব্যথা নেই ফুল্লরা। মনে বড় দাগা লেগেছিল, কাঁদতে কাঁদতে চলে এসেছিলুম। মনে হল, কে যেন আমার পিছে পিছে আসছে। সেও আমায় বললে,—"কাঁদিসনি বাবা, ফুল আমি নিয়েছি।" চমকে উঠলুম ; ফিরে চেয়ে দেখি, এক বুড়ী ফোকলা মুখে গান গাইছে। ওই তুমি যা বললে, কি যেন শ্লোকটা ?

ফুল্লরা। যে সয়, তারই জয়!

কালকেতু। ব্যস, ব্যস, হয়ে গেল।

টিয়া। হয়ে গেল বই কি ? আমি যাচ্ছি রাজবাড়ী।

ফুল্লরা। চুপ কর। 'যাচ্ছি রাজবাড়ী।' রাজবাড়ী তোমার কিরাতনগর কিনা, তুই যা বলবি, তাই লোকে মেনে নেবে, তোর ভাইয়ের ভয়ে কেউ কথাটি কইবে না! সে হচ্ছে রাজবাড়ী, কত সৈন্য-সমস্ত, কত লোকলস্কর ; একটা বেফাঁস কথা বলবে অমনি মাথাটা নামিয়ে দেবে।

টিয়া। দিক না নামিয়ে। ছোটলোকের মাথার কিই বা দাম ? যার খুসী সে খড়মের বাড়ি মারবে, যার খুসী সে থুথু দেবে, অমন মাথা থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। তুমি বস দাদা, আমি যাই।

কালকেতু। কি করতে যাবি ? সে অনেক দূর। আর গিয়ে হবেই বা কি ? শুনলি ত, যে সয়, তারই জয়।

বাটুল। তোমার মত সাধু পুরুষ সবাই নয়। অমন হাতীর মত দেহ থাকতে যার তার মার খেয়ে এলে, একবার মুখেও বলতে পারলে না যে,—ওরে ভদ্রলোক, চিরদিন আমরা পিঠ পেতে তোদের লাথি সহ্য করেছি, আর আমরা সইব না ? ' একি অত্যাচার! তারা যে পথ দিয়ে চলবে, সে পথে আমাদের হাঁটা চলবে না ; তারা

যে ঘাটে চান করবে, সে ঘাটে আমাদের জল খেতে দেবে না ; যে দেবতা সবারই দেবতা, তার দোরে আমরা গেলে কুকুরের মত লাঠি মারবে ;—এ আর আমরা সইব না। বাঁচতে যদি হয় বাঁচার মতই বাঁচব ; নইলে আমরা ত মরবই, তাদেরও ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাব। আয় টিয়া, তোর দাদা যা পারেনি, আমরা তাই করে আসব।

টিয়া। চল।

ফুল্লরা। বাঁটুল,—

বাঁটুল। আগে ফিরে আসি, তারপর তোর ভাত খাব আর বকুনি শুনব।

[প্রস্থান।

টিয়া। দাদা, তুমি মত দাও, আমি একবার রাজবাড়ী দেখব।

ফুল্লরা। যা-যাঃ,—ধিঙ্গী মেয়ে রাজবাড়ী দেখতে যাবে। আর্সিতে মুখ দেখেছিস ? এ মুখ নিয়ে কিরাতনগরের বাইরে গেলে লোকে ছিনে জোঁকের মত চুষে খাবে।

টিয়া। আমাকে যদি চুষে খায়, তোমাকে ত গিলে খাবে। তুমি যে রোজ রোজ হাটে বাজারে মাংস বিক্রি করতে যাও, কদিন তোমাকে গিলে খেয়েছে ?

কালকেতু। হেঃ-হেঃ-হেঃ, আচ্ছা চাপান দিয়েছে। এ ত আর তোমার আমার মত মুখ্যু নয়, লেখাপড়া শিখেছে। আচ্ছা, তুই যা দিদি ; তবে একটা কথা,—রাজাকে বেশীকিছু বলিসনি। যা-কিছু বলতে হয়—যুবরাজকে বলবি।

টিয়া। বেশ, তাই সই। আসি বৌদি, রাগ করো না।

[ফুল্লরাকে কিল মারিয়া প্রস্থান।

ফুল্লরা। তুমি ওকে যেতে দিলে?

কালকেতু। যাক না, মাটির হাঁড়ি ত নয় যে ভেঙে যাবে। এ নীরেট লোহা; যে ওকে ঘা দেবে, তারই হাত-পা ভাঙবে। আর ওই যে বললুম যুবরাজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে,—ব্যস, ব্যস, তুমি দেখে নিও—

[সুরে] রাধার রাত্রি হল ভোর!

দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়াতে রাধার মনোচোর।

ফুল্লরা। থামো।

কালকেতু। ধমক দিও না ফুল্লরা, ক্ষিদে পাবে। বনের কোথাও শিকারের নামগন্ধ নেই। অনেক খুঁজে পেতে একটি স্বর্ণগোধিকা নিয়ে এসেছি, আজ এটাকেই শিকপোড়া করে খাব। [ঝুলি হইতে স্বর্ণগোধিকা বাহির করিল] হতভাগা যেন ধরা পড়বার জন্যেই রাস্তার ধারে বসেছিল? পিট পিট করে চাইছে দেখ না। তুমি উযুাগ কর, আমি চাল ধার করে নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। চাইলে কি হবে? উপায় নেই! আমাদের কি দোষ? যিনি তোমাকে আমাদের খাদ্য করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে নালিশ কর। এখন এইখানে বাঁধা থাক; আমি ছুরি নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

চণ্ডীর প্রবেশ।

চণ্ডী। সত্যই মাটির স্বর্গ রচনা করেছ নীলাম্বর। এত দুঃখ, তবু মুখের হাসি মিলিয়ে যায়নি। ক্ষুধার আহার জোটে না, পরিধানে বস্ত্র মেলে না, অস্পৃশ্য ব্যাধ বলে তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত সহজে কেউ

তুলতে দেয় না। তবু তোরা চুরি করিসনি, মিথ্যের আশ্রয় নিসনি, কারও গায়ে হাত তুলিসনি। তেত্রিশকোটি দেবতা, চোখ তুলে চেয়ে দেখো এমন তীর্থ তোমাদের স্বর্গেও কি আছে? আহা, এই কঠিন মাটিতে কালকেতু-ফুল্লরা নিদ্রা যায়; শয্যা নেই, গাত্রবস্ত্র নেই, একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। ঘরখানা একটু ঝাঁট দিয়ে দিই। [ঝাঁটা কুড়াইয়া লইয়া সযত্নে ঘর ঝাঁট দিতে লাগিলেন] ওরে সূর্য, একটু আলো দে, ওরে বাতাস একবার ঘরে আয়!

ফুল্লরার পুনঃ প্রবেশ।

ফুল্লরা। ওমা, এ কে গো? বলা নেই, কওয়া নেই, বেশ ত ঘর ঝাঁড় দিচ্ছে; যেন আমার সাত পুরুষের কুটুম! তুমি কে বাছা? কথা বলছ না যে? [ঝাঁটা কাড়িয়া লইল] কার মেয়ে তুমি?

চণ্ডী। [একবার ফুল্লরার দিকে চাহিয়া বেশী করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিলেন]

ফুল্লরা। কাকে দেখে অত ঘোমটা দিচ্ছ? [ঘোমটা তুলিয়া দিল] কে তুমি বল না।

চণ্ডী। আমি অন্নদা। আমার বাবার নাম গিরিরাজ।

ফুল্লরা। কোথাকার কে গিরিরাজ এল? তোমার বরের বাড়ী কোথায় বল না।

চণ্ডী। বরের বাড়ী শিবপুর।

ফুল্লরা। তা এখানে কি চাও?

চণ্ডী। তোমার কাছে কিছু চাই না। তুমি যেতে পার।

ফুল্লরা। চুলোমুখী বলে কি? আমার ঘর ছেড়ে আমি চলে

যাব ? এটা পাগল নাকি ? কোথা থেকে পাগল এসে জুটল বল দেখি ? আমার স্বর্ণগোধিকা কোথায় গেল ?

চণ্ডী। স্বর্ণগোধিকা আমার পেটের মধ্যে।

ফুল্লরা। কি সর্বনাশ ! আস্ত স্বর্ণগোধিকাটাকে তুমি গিলে খেলে রাক্ষসি ? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি, নইলে আমি চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করব। দাঁড়িয়ে রইলে যে ?…যাবে না ?

চণ্ডী। না ; আমি এখানেই থাকব।

ফুল্লরা। এখানে থাকবে কি ? সোমত্ত যুবতী তুমি, দেহে রূপ ধরে না ; পরের ঘরে থাকলে লোকে বলবে কি ? এত গহনাগাঁটি নিয়ে তুমি গরীবের ঘরে এলেই বা কেন ? কার সঙ্গে এলে তুমি ?

চণ্ডী। আমি তোমার স্বামীর সঙ্গে কলিঙ্গ থেকে এসেছি।

ফুল্লরা। কি বললে ? আমার সোয়ামীর সঙ্গে তুমি এসেছ ? এ কি তুমি সত্যি বলছ না রহস্য কচ্ছ ? দোহাই তোমার ; আমি কাঙ্গালের বউ, তুমি ধনী লোকের মেয়ে ; আমি তোমার রহস্যের যোগ্য নই। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, অমন কথা আর বলো না। দেখ, আমরা বড় গরীব, পেটে আমার ভাত নেই। তবু সোয়ামীর সোহাগ পেয়ে সব ভুলে আছি। আমার এ মাটির স্বর্গে তুমি অশান্তি এনো না।

চণ্ডী। ভয় কি তোমার ? আমার এই গহনাগুলো তোমায় দিচ্ছি, কোটি কোটি টাকা এর দাম। এই নিয়ে তুমি চলে যাও। কত খাবে, কত পরবে, দুহাতে ধনরত্ন বিলোবে, তবু এ ঐশ্বর্য ফুরুবে না।

ফুল্লরা। আমি যাব না, আমি তাকে ছেড়ে যেতে পারব না। আমি না খেয়ে তার বুকে মাথা রেখে তিল তিল করে মরব। আমি চাইনে গহনা, কিচ্ছু চাইনে। তুমি যাও, ওগো তুমি যাও।

চণ্ডী। কষ্ট করে এসেছি যখন, আর যাব না। এস তবে দুজনেই থাকি।

ফুল্লরা। না না, তুমি বোঝ না ; এ গহনা চোরে নিয়ে যাবে, তারপর আমার মত অবস্থা হবে। বড় কষ্ট গো, বড় কষ্ট। দেখ, ঘরে ভ্যারেণ্ডার খুঁটি—বৈশাখীর ঝড়ে রোজ ভাঙে। জ্যৈষ্ঠ মাসে কাঠফাটা রোদে ঘুরে ঘুরে মাংস বেচতে হয়, সে তুমি পারবে না।

চণ্ডী। খুব পারব।

ফুল্লর। আষাঢ়ে বাজার মন্দা, শ্রাবণে যখন তখন জোঁকে ধরে। ভাদ্রের বাদলে ঘরের ভেতর বান ডাকে। আশ্বিনে দেবীর প্রসাদী-মাংস সবাই খায়, আমাদের মাংস কেউ ছোঁয় না। না খেয়ে মরে যাবে।

চণ্ডী। তুমি যখন মরনি, আমিই বা মরব কেন ?

ফুল্লরা। তারপর শীত—গায়ে একটু কানিও জোটে না, আগুন জেলে রাত কাটাই। বড় কষ্ট গো, বড় কষ্ট।

চণ্ডী। অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে, ভেবে আর কি করব ?

ফুল্লরা। চেয়ে দেখ, ঘরের মেঝেয় গর্ত খুঁড়ে রেখেছি। একটা মাটির ভাঁড়ও নেই ; ওই গর্তে আমানি ঢেলে খাই।

চণ্ডী। যতই ভয় দেখাও, আমি নড়ব না। তোমার স্বামীর গুণে আমি বাঁধা পড়েছি।

ফুল্লরা। ওগো তোমার দুটি পায়ে ধরে মিনতি কচ্ছি, আমার সুখে তুমি বাদ সেধো না। রাজার ঐশ্বর্য আমি গ্রাহ্য করি না। আমায় দেখে কিরাতনগরের সবাই হিংসে করে। স্বর্গের দেবতা কেমন জানি না। কিন্তু আমার এ রক্তমাংসের দেবতার তুলনা নেই। এ সম্পদ আমার কেড়ে নিও না।

কালকেতুর পুনঃ প্রবেশ।

কালকেতু। কাঁদছ কেন ফুল্লরা? ও আবার কে?

ফুল্লরা। তুমি চেন না? কলিঙ্গ থেকে ওকে নিয়ে এসেছ, আর আমার সঙ্গে ছল কচ্ছ? নিষ্ঠুর, আমি কি বুকের রক্ত দিয়ে তোমার সংসার গড়িনি, আমি কি নিজে আধপেটা খেয়ে তোমায় ভরপেট খাওয়াইনি; আমার পরণে কাপড় নেই বলে আমি কি কখনও তোমার দোষ ধরেছি? তবে কেন, কেন তুমি আমার ঘরে আর একজনকে নিয়ে এসে? [কালকেতুর পায়ে আছড়াইয়া পড়িল]

কালকেতু। ওঠ ফুল্লরা, তুমি কি পাগল হয়েছ? তুমি যার পরিবার, সে আবার—দূর দূর দূর! যত সব—হ্যাঁগা, তুমি কে? কার মেয়ে? কার বউ? কেন এখানে এসেছ? কার সঙ্গে এলে তুমি?

চণ্ডী। তোমার সঙ্গেই এসেছি।

কালকেতু। আমার সঙ্গে! কোথা থেকে?

চণ্ডী। কলিঙ্গ রাজপুরী থেকে।

কালকেতু। কই, আমি ত তোমায় চিনি না।

চণ্ডী। নিশ্চই চেন। হাজারবার তুমি আমায় ডেকেছ।

কালকেতু। কেন মিছে কথা বলছ বাছা? ডাকা দূরের কথা, কোন মেয়েছেলের দিকে আমি চোখ তুলেও চাইনি। তোমার মতলব ভাল নয় বাছা। নিশ্চয়ই তুমি সোয়ামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছ। তোমার বাড়ীতে এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি পড়ে গেছে। মরবার আর জায়গা পেলে না? কেন এ গরীবের ঘরে জ্বালাতন করতে এসেছ? আমার ফুল্লরা আছে, আর কারও জন্যে আমার বুকে এতটুকু জায়গা নেই।

চণ্ডী। যেমন বোকা তুমি, তেমনি বোকা তোমার বউ।

কালকেতু। তাই সই। যত পার, আমাদের গাল দাও। বল ত দুজনে পিঠ পেতে দিই, যত ইচ্ছা লাথি মার। তবু তুমি য'ও মা। দেখ, বউটা কেঁদে সারা হয়ে গেল। বোঝ না কেন? পুরণো কাপড় আর মেয়েছেলের মান অনেক কষ্টে রক্ষে পায়। চল মা, আমরা দুজনে তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

ফুল্লরা। হাসছ কেন? চলে এস।

চণ্ডী। না, আমি যাব না।

কালকেতু। বুঝেছি, তুমি ভাল কথার মানুষ নও। ধর ত ফুল্লরা হাতখানা,—জোর করে টেনে নিযে যাব।

ফুল্লরা। [চণ্ডীর হাত ধরিয়া] ওগো, এ কে গো? আমার যে সারা গায়ে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে! কে আমি? কোথায় ছিলুম? কোথায় এসেছি? আকাশ বাতাস মাটি জল সবাই কেন আমার বন্দনা গাইছে? স্বর্গ আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওগো, তুমি কোথায়? আমার ধর, আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আমি যাব না।

কালকেতু। তবে রে ডাইনীর নিকুচি করেছে। ভেল্কী দিযে বউ ভাগাতে এসেছ? আমি তোমাকে—একি! তোমার গলায় এ কিসের মালা! এ যে আমারই নীল গন্ধরাজ; আমি রাস্তার ধুলোয় ফেলে দিয়েছিলুম।

চণ্ডী। আমি সেগুলো ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে মালা গেঁথে গলায় পরেছি।

কালকেতু। তুমি কে? ওগো, তুমি কে?

চণ্ডী। আমি চণ্ডী।

কালকেতু ও ফুল্লরা। মা! মা! [নতজানু হইল]

কালকেতু। কোন্ গুণে তুই হীন ব্যাধ কালকেতুর ঘর এলি মা? আমরা ত কোন তপস্যা করিনি। কোথায় বসাই তোকে? কি দিয়ে তোর পুজো করব জগন্মাতা? ভজন জানি না, স্তবস্তুতি কিছুই জানি না। শুধু সন্তানের প্রণাম নে মা।

গীতকণ্ঠে উদাসীর প্রবেশ।

উদাসী—

গীত

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

[প্রস্থান।

[কালকেতু ও ফুল্লরার প্রণাম]

চণ্ডী। এই অঙ্গুরীয় নাও পুত্র। আর দাড়িম গাছের তলায় সাত ঘড়া মোহর আছে, তুমি তুলে নাও। আর নিষাদবৃত্তি করো

না। দ্রাবিড়ের বনে রাজত্ব স্থাপন কর, আমি তোমার প্রাসাদে চিরদিন অধিষ্ঠান করব।

[অন্তর্ধান।

কালকেতু। মা, মা,—কই মা, কোথায় মা? পালিয়ে যাসনি পাষাণি! আমার পুণ্য নেই, বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই,—শুধু আছে বুকভরা ভালবাসা। জগৎভরা তোর লাখো লাখো সন্তানকে আমি ভাই-বোনের মত ভালবাসি। এতে যদি কোন পুণ্য থাকে, আমার ঘরে তুই অচলা হয়ে থাক মা, অচলা হয়ে থাক।

[ফুল্লরাসহ প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ

গীতকণ্ঠে পুরনারীগণের প্রবেশ।

পুরনারীগণ।—

গীত

বৌ হারিয়ে কেঁদে মরে ভোলা দিগম্বর।
চন্দ্রাতারা সূর্যতারা সমুদ্র-অম্বর।
কাঁদছে বায়ু বসুন্ধরা, নদীগিরি কান্নাঝরা,
ফুরিয়ে গেছে মুখের হাসি, বন হয়েছে ঘর।
দিবানিশি কাঁদে আকুল মন,
জানি না গো বুকের মাঝে কেন এ ক্রন্দন?
কি যেন আজ হারিয়ে কাঁদে ক্ষুধিত অন্তর।

ময়ূরধ্বজের প্রবেশ।

ময়ূরধ্বজ। আসবে, আবার আসবে তারা, শংখঘন্টা ধ্বনিতে পূজা-প্রাঙ্গণ মুখরিত হবে, আবার দেশে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাবে। আবার বন্দীরা গান গাইবে, আবার পাখী কূজন করবে, আবার বইবে বসন্তের মলয়। কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন? যারা গেল, তারা ত আর ফিরল না। দেখ ত, নিমাই ঠাকুর এল কিনা। [পুরনারীগণের প্রস্থান] কেন গেলে নির্বোধ দেবতা? কে তোমাদের

এমন সোনার দেউল সহস্র দীপালোক উদ্ভাসিত মণিময় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করবে ? কে করবে এমন দিনে দিনে উৎসব ? কে দেবে আমার মত মহার্ঘ রাজভোগ ? ফিরে এস, ফিরে এস।

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রুমতী। তুমি এখানে কেন রাজা ? রাজসভায় যাবে না ?

ময়ূরধ্বজ। কি আর হবে রাজসভায় গিয়ে ? প্রজাদের অসংখ্য জিজ্ঞাসা,—"কোথায় গেল আমাদের মঙ্গলচণ্ডী ? কবে তারা ফিরে আসবে ?" এর কোন উত্তর আমার কাছে নেই।

অশ্রুমতী। নেই বললে তারা শুনবে কেন রাজা ? এমন একটা সমৃদ্ধ দেশ বিনা কারণে ত আজ এমন শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছয়নি। মাঠের শস্য মাঠে জ্বলে গেল, মহামারীতে হাজার হাজার পরিবার উজোড় হয়ে যাচ্ছে, দীঘির জল রুদ্রদেবতা গণ্ডূষে শোষণ করে নিয়েছে, চুরি ডাকাতি খুন অবাধে দেশের বুকে তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিয়েছে,—কে দেবে এর জবাব ? কে করবে এর প্রতিকার ?

ময়ূরধ্বজ। কি প্রতিকার করব রাণি ?

অশ্রুমতী। কোথায় তোমার সৈন্যসামন্ত ? কোথায় প্রহরী শাস্ত্রীর দল ? তারা মাসের পর মাস বেতন নেয় কি দিবানিদ্রা দেবার জন্য আর রাত্রে ঢোল বাজিয়ে ভজন গান করবার জন্য ? ডাক তাদের রাজসভায়। জবাব নাও তাদের মুখ থেকে,—কেন নগরে এত দস্যু তস্করের অবাধ তাণ্ডব চলেছে, কেন প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথ পথচারীর বুকের রক্তে লাল হয়ে যায় !

ময়ূরধ্বজ। কেন, সে ত আমি জানি। দেশের সুখশান্তি মঙ্গলচণ্ডীর পিছে পিছে চলে গেছে। মহামারী আসবে না ? দস্যু তস্করে দেশ

ছেয়ে যাবে না? পুকুরের জল মাঠের শস্য জ্বলে পুড়ে যাবে না রাণি? এ ত আমি জানি। যারা গেছে, তারা যদি ফিরে না আসে, এর কোন প্রতিকার হবার নয়।

অশ্রুমতী। কে বলেছে হবার নয়? জাতির জীবনে দুঃখ বিপদ বিপর্যয় ত আসবেই, তাবলে দেশের রাজা, জাতির কর্ণধার অথর্ব পঙ্গুর মত বসে প্রজাদের দুর্দশা দেখবেন? কোথায় গেল তোমার কর্মশক্তি? কোথায় গেল সেই সিংহের গর্জন? কোথায় লুকিয়ে রইল সে দুর্জয় সাহস?

ময়ূরধ্বজ। অশ্রুমতি!

অশ্রুমতী। বিপদ তোমাকে ভয় দেখাবে? ছি ছি-ছি,বৃদ্ধ হলেও তুমি পুরুষসিংহ, ওঠো—জাগো, প্রতিজ্ঞা কর,—দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আমি এ বিপর্যয় রোধ করব। ভয় কি তোমার? তুমি ত একা নও। আমি আছি তোমার পার্শ্বে, যুবরাজ কুণ্ডল আছে তোমার পেছনে।

ময়ূরধ্বজ। আছে, এখনও আমার সহায় আছে। আমি একা নই। আমি পারব প্রজাদের দুঃখ মোচন করতে। কিন্তু—এযে বড় গভীর ক্ষত। গোটা দেহটাই পচে গেছে কোথায় প্রলেপ দেব?

অদূরে নগরলক্ষ্মী গাহিতেছিল।

নগরলক্ষ্মী।—

গীত

হায়, কবে হবে নিশি ভোর!
কে দিবে প্রলেপ সহস্র ক্ষত সারাটি অঙ্গে মোর।
মরণ দিল না বিধি গো,
জ্বালা জুড়াইতে ডুবিনু সাগরে, শুকাইল পয়োনিধি গো,

কার কাছে যাই আশ্রয় লাগি?
কেহ নাই ভবে দুঃখের ভাগী,
দীর্ঘ এ পথ একা যেতে হবে সাথে করি আঁখিলোর!

ময়ূরধ্বজ। শুনছ রাণি, শুনছ? সর্বাঙ্গে বিস্ফোটক; এ রোগ মানুষের চিকিৎসার বাইরে।

অশ্রুমতী। তাবলে প্রজারা রোগে অনাহারে আততায়ীর হাতে মরবে, আর তুমি তাদের বাঁচাবার চেষ্টাও করবে না? খুলে দাও তোমার রাজভাণ্ডার, নিয়ে যাও রাজপরিবারের সমস্ত স্বর্ণালংকার। প্রয়োজন হয় প্রাসাদের বহুমূল্য তৈজসপত্র বিক্রয় কর, ঋণ কর, প্রতিবেশী রাজাদের কাছে ভিক্ষা চাও। পারবে না দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে?

ময়ূরধ্বজ। শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, মহামারী আছে।

অশ্রুমতী। মহামারীর গলা টিপে ধর। সৈনিকগুলোকে নিষ্কর্মা বসিয়ে রেখেছ কেন? তাদের হাতে হাতে কোদালি তুলে দাও, দশদিনের মধ্যে একশো পুষ্করিণী খনন করতে পারবে না?

নিমাই ঠাকুরের প্রবেশ।

নিমাই। পারতে পারে, তাতে জল উঠবে না।

অশ্রুমতী। আপনি না ছুঁলে ঠিক উঠবে।

নিমাই। আমাকে পরিহাস করতে হয় করুন। কিন্তু সবাই জানে, ব্যাধিটা বাইরে নয়, ভেতরে। মঙ্গলচণ্ডী চলে গেছে, দুর্ভিক্ষ মড়ক ত আসবেই।

ময়ূরধ্বজ। তারা ফিরে না এলে এ নিমজ্জমান তরণী কেউ উদ্ধার করতে পারবে না রাণি। তাদের সন্ধানে আমি দেশে দেশে চর পাঠিয়েছিলুম, তুমিই তাদের ফিরিয়ে এনেছ।

অশ্রুমতী। ঠিকই করেছি রাজা। অপরাধী তুমি আর তোমার এই অপদার্থ পুরোহিত।

নিমাই। আমি!

অশ্রুমতী। আপনিই বেশী অপরাধী। বিশ বছর আপনি বিগ্রহের পূজো করেছেন, এর মধ্যে একদিনও বোধহয় শাস্ত্রীয় মন্ত্রপাঠ করেননি, এক মুহূর্তও বোধহয় মনপ্রাণ দিয়ে বিগ্রহের দিকে তাকাননি। তাহলে মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করতে পারতেন না।

নিমাই। আমি আবার কবে কাকে ঘৃণা করতে গেলুম? এখন যত দোষ, নন্দ ঘোষ। এ ত জানা কথাই।

ময়ূরধ্বজ। কেন তুমি অকারণ এই ব্রাহ্মণকে কটূক্তি কচ্ছ?

অশ্রুমতী। কটূক্তি! আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, আমি এই ব্রাহ্মণনামধারী চণ্ডালকে মাথা মুড়িয়ে রাজ্যের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম।

নিমাই। শুনে বড় সুখী হলুম মহারাণি। এ না হলে রাণী? তাইত সবাই বলে, এ রাজ্যের আর কিছু না থাকলেও দুটো সম্পদ আছে। একটি যুবরাজ, আর একটি ছোট রাণী।

অশ্রুমতী। অপরাধ যারই হক, সে বিচারের সময় এখন নয়। কিন্তু যে দেবতা দুএক জনের অপরাধে সমগ্র দেশটার উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনবারও প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার সমস্ত শক্তি নিয়ে দেবতার এই নিগ্রহ প্রতিরোধ কর। দেবতাই যদি তিনি হন, তাকে ফিরে আসতেই হবে। তুমি তোমার কর্তব্য কর রাজা, আমিও দেখব মঙ্গলচণ্ডী কেমন করে ফিরে না এসে থাকতে পারেন।

[প্রস্থান।

নিমাই। মহারাণীর কথা শুনলেন?

ময়ূরধ্বজ। শুনেছি

নিমাই। এমনি করে উনি যখন তখন আমার অপমান করবেন?

ময়ূরধ্বজ। তোমার আবার অপমান। তোমার গায়ে গণ্ডারের চমড়া, চাবুক মারলেও বেঁধে না।...পেয়েছ ব্যাধের সন্ধান?

নিমাই। না।

ময়ূরধ্বজ। তুমি অতি অকর্মণ্য।

নিমাই। বিশ বছর ধ'রে এই অকর্মণ্য পুরোহিতই বিগ্রহের পূজো করে আসছে। কখনও ত বিগ্রহের পাখা গজায়নি।

ময়ূরধ্বজ। আজ গজিয়েছে কেন?

নিমাই। যে রাজ্যের যুবরাজ এতবড় নাস্তিক, সে রাজ্যের দেব-দেবী এমনি করেই পালিয়ে যায়। যে দেশের রাণী ব্রাহ্মণকে অসম্মান করে, সে দেশে দেবতার অভিশাপ এমনি করেই নেমে আসে। এ আমার কথা নয়, শাস্ত্রের কথা।

কুণ্ডলের প্রবেশ।

কুণ্ডল। পিতা, কংসনদীর তীরে দ্রাবিড়নগরের দুর্গম অরণ্য নির্মূল করে এক ব্যাধ রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেছে!

ময়ূরধ্বজ। রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেছে! ব্যাধ? কবে অরণ্য নির্মূল করলে? কবে করলে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা!

কুণ্ডল। এক পক্ষকাল আগেও সে নিবিড় বন মানুষের অগম্য ছিল। জানি না, কোন দৈবশক্তিবলে সেখানে আজ বহু সুদৃশ্য অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

নিমাই। তাহলে মহারাজ, এ নিশ্চয়ই সেই ব্যাধ।

কুণ্ডল। পিতা, আগামী পূর্ণিমা তিথিতে তার অভিষেক। নিষাদ-রাজ আমাদের সসম্মানে নিমন্ত্রণ করেছেন।

নিমাই। সাহস ত কম নয়। একটা ব্যাধ, সে নেমন্তন্ন করে আমাদের !

কুণ্ডল। আপনাকে করেনি ঠাকুর। কারণ, আপনাকে তারা মানুষ বলেই মনে করে না। তবু যদি রবাহূত হয়ে যান, আতিথ্যের ত্রুটি হবে না। ইচ্ছা হয়, সপরিবারে যেতে পারেন।

নিমাই। এ তুমি কি বলছ যুবরাজ ? আমি যাব ব্যাধের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে ?

কুণ্ডল। আপনার সঙ্গে যারা পংক্তিভোজন করে না, তেমন অসংখ্য ব্রাহ্মণ অভিষেক দেখতে যাচ্ছে। কংসনদীর ঘাটে গিয়ে দেখে আসুন, যাত্রীব বিরাম নেই। যাবে না কেন ? ব্রাহ্মণদের বিদায়ের খবর শুনবেন ? মাথা পিছু দশজোড়া বস্ত্র।—

নিমাই। দশজোড়া !

কুণ্ডল। একটি সোনার পৈতে—

নিমাই। সোনার !

কুণ্ডল। আর একখানা করে মোহর।

নিমাই। মোহরও দেবে !

ময়ূরধ্বজ। যাবে নাকি ঠাকুর ?

নিমাই। ক্ষেপেছেন ! আমি যাব ব্যাধের বাড়ী ? কথাটা আপনি বললেন কি করে ? শাস্ত্রে কি বলেছে জানেন ? ব্যাধের ছায়া মাড়ালে কুম্ভীপাক নরক।

কুণ্ডল। কোন শাস্ত্রে বলেছে দেবতা ? গীতা, উপনিষদ, বেদ, পুরাণ—কোথায় লেখা আছে যে মানুষকে স্পর্শ করলে মানুষ নরকে

যায়? কলির ব্রাহ্মণ আপনারা, আপনাদের আশীর্বাদে শুষ্ক তরু আর মুঞ্জরিত হয় না, আপনাদের অভিশাপে একটা শুষ্ক তৃণও আর দগ্ধ হয় না। কেন জানেন? শুধু মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করেন বলে।

নিমাই। নিষাদ যদি মানুষ হয়, তাহলে চামচিকেও পাখী।

কুণ্ডল। গলায় দড়ি থাকলেই যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহলে গরুও ব্রাহ্মণ। কিন্তু আপনাকে এসব বলাই বৃথা। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। পিতা, নিষাদরাজের দূত বাইরে অপেক্ষা কচ্ছে।

ময়ূরধ্বজ। তাকে বলে দাও দ্রাবিড়বন আমার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, আমার বিনানুমতিতে সেখানে রাজ্যপ্রতিষ্ঠার অধিকার কারও নেই।

কুণ্ডল। এ আপনি কি বলছেন পিতা? দ্রাবিড়বন থেকে কখনও ত আমরা কোন রাজস্ব পাইনি।

ময়ূরধ্বজ। তার কারণ, রাজস্ব দেবার কেউ ছিল না।

কুণ্ডল। রাজস্ব নেবারও কেউ ছিল না। যে অরণ্যের উপর কারও অধিকার নেই, আজ যদি কেউ তা কেটে সমতল করে নগর প্রতিষ্ঠা করে, আমরা তাতে বাধা দেব কেন?

ময়ূরধ্বজ। কারণ, অস্পৃশ্য অনাচারী বর্বর প্রতিবেশী নিয়ে কেউ বাস করতে চায় না। দ্রাবিড়বন কলিঙ্গরাজ্যের প্রান্তদেশে, কলিঙ্গেরই অংশ। সেখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমার নজর চাই, রাজকর চাই।

কুণ্ডল। আপনিও মানুষ, তারাও মানুষ। মানুষের কাছে মানুষের কিসের নজর? আর যে জমি আপনার নয়, তার জন্য আপনার রাজকরের কোন অধিকার নেই।

নিমাই। অধিকার না থাকলেও আছে। কারণ শাস্ত্রেই বলেছে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

কুণ্ডল। এদেশের রাজা বীর না হলেও, বীর বটে তাঁর পুরোহিত। মুগ্ধ বিস্ময়ে সেদিন আমরা আপনার বীরত্ব দেখেছি, যেদিন অকারণ এক সরলপ্রাণ নিষাদকে আপনি প্রহারে জর্জরিত করেছিলেন। আর বীরত্বে কাজ নেই। পিতা, আদেশ করুন, নিষাদরাজের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি।

ময়ূরধ্বজ। না না ; দূতকে বরং জানিয়ে দাও যে, আমার নজর আর রাজস্ব না দিয়ে নিষাদ যদি সিংহাসনে বসে, তাহলে কলিঙ্গের সৈন্যদল তাকে সিংহাসনশুদ্ধ কংসনদীর জলে ডুবিয়ে মারবে।

নিমাই। আর তার রাজপ্রাসাদে—

কুণ্ডল। আপনি চুপ করুন ঠাকুর। পিতার সঙ্গে পুত্রের কথা, তার মধ্যে আপনি শৃগাল মাথা গলাতে আসেন কোন্ অধিকারে? বিগ্রহ যখন নেই, আপনারও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। বেরিয়ে যান আপনি রাজপ্রাসাদ থেকে।

নিমাই। বেরিয়ে যাব! আমি! এ বলে কি মহারাজ?

ময়ূরধ্বজ। ঠিকই বলেছে ঠাকুর! মঙ্গলচণ্ডী যখন নেই, পুরোহিতও যাক।

নিমাই। এ আপনার অভিমানের কথা। যাও বললেই কি আপনাকে এ অসময়ে ফেলে আমি চলে যেতে পারি? লোকে বলবে কি? মন্দিরে আমি নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করব। আমার যদি মন্ত্রের জোর থাকে, আবার আমি পাথরের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করব। শোন যুবরাজ,—

কুণ্ডল। থাক্ ; যা বলতে হয় পিতাকে বলুন, আমি আপনার অনন্ত মহিমা কখনও বুঝতে পারিনি, আজও পারব না।

নিমাই। বেশ বাবা, দীর্ঘজীবী হও।

বাঁটুলের প্রবেশ।

বাঁটুল। অভিবাদন কলিঙ্গরাজ।

ময়ূরধ্বজ। কে তুমি?

বাঁটুল। আমি একজন নিষাদ।

নিমাই। এখানে ঢুকলি কি বলে? বলা নেই, কওয়া নেই যেখানে সেখানে ঢুকে পড়লেই হল? বেরিয়ে যা ছোটলোক।

বাঁটুল। ছোটলোক তোমরা। আমরা তোমাদের ঘরে ঢুকলে যদি তোমাদের জাত যায়, তাহলে তোমাদের ছায়া মাড়ালে আমাদেরও জাত যায়।

নিমাই। তবে রে কুকুরের—

বাঁটুল। থামো। বেশী চালাকি করলে তুলে আছাড় মারব। তুমি বুঝি এ দেশের পুরুত? সে আমি ছুঁচোর মত মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি। দাঁড়াও ঠাকুর, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কুণ্ডল। তুমি কোথা থেকে আসছ ভাই?

বাঁটুল। ভাই! ছোটলোককে ভাই বলে ডাকতে এদেশে কেউ আছে? তুমি কি এদেশের লোক, না স্বর্গ থেকে নেমে এসেছ?

কুণ্ডল। স্বর্গ ত আকাশে নেই ভাই। স্বর্গ আছে এই মাটির পৃথিবীতে। মানুষ যেখানে মানুষকে ছুঁয়ে গঙ্গাস্নান করে না, হিংসা, কৃতঘ্নতা, পরশ্রীকাতরতা যেখানে নেই, জনসেবা যেখানে ভগবৎ-সেবা, স্বর্গ আছে সেইখানে। আমার মা এই দেশটাকে তেমনি স্বর্গেই পরিণত করতে চেয়েছিলেন। বাদী হলেন মহারাজ স্বয়ং আর এই যজ্ঞোপবীতধারী চণ্ডাল।

ময়ূরধ্বজ। বেরিয়ে যাও বর্বর। বহুক্ষণ তোমার ঔদ্ধত্য সহ

করেছি। এর পরেও যদি সংযত না হও. তাহলে আমি তোমায় কশাঘাত করব।

কুণ্ডল। কশাঘাত কেন? আমার এক একটা করে অঙ্গ ছেদন করলেও আমি তারস্বরে বলব কলিঙ্গদেশ যদি ধ্বংস হয়, আপনাদের দুজনের জন্যই হবে।

নিমাই। আর যদি রক্ষা পায়, তোমার জন্যই পাবে।

কুণ্ডল। আমার জন্য নয় মহাপণ্ডিত, আমার মায়ের জন্য।

বাঁটুল। মহারাজ, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আপনার দেবতা কি শুধু আপনার আর ওই বামুনের সম্পত্তি; আমার মত ছোটলোকের কেউ নয়? দেবতার মন্দির নির্মাণ করতে কি ছোটলোকের দরকার হয়নি? বছরে বছরে প্রতিষ্ঠা উৎসবের দিনে তারাই কি মাদল বাজিয়ে রাত ভোর করে না? তারা যদি কেউ দেবতার পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্যে ভক্তি করে ফুল তুলে আনে, সে কি এতই অপরাধ?

নিমাই। অপরাধ নয়? আমি শাস্ত্র খুলে দেখিয়ে দিতে পারি—

বাঁটুল। থাক; আপনাদের কুলীন দেবতার যদি জাত যায়, না-ই নিলেন ফুলের অঞ্জলি। তাবলে তার পিঠে লাথি মারবার অধিকার কার? কার ধড়ে দশটা মাথা গজিয়েছে যে, তার মাথায় খড়মের বাড়ি মারতে পারে?

ময়ূরধ্বজ। তুমি সে ব্যাধকে চেন?

বাঁটুল। চিনি। তার নাম কালকেতু।

কুণ্ডল। কালকেতু!

বাঁটুল। আপনারা জানেন না, কার পিঠে আপনারা লাথি মেরেছেন। সে যদি ইচ্ছা করত, আপনাদের দুজনকে দুহাতে ধরে

প্রাসাদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারত, কিন্তু দেয়নি সে তার অনুগ্রহ।

ময়ূরধ্বজ। অনুগ্রহ!

নিমাই। ব্যাধ আবার অনুগ্রহ করতেও জানে নাকি?

টিয়ার প্রবেশ।

টিয়া। হ্যা গো শেয়ালপণ্ডিত।

নিমাই। তুই হারামজাদী আবার কে?

টিয়া। আমি তো-হারামজাদার যম। আয়, এগিয়ে আয়। যে খড়ম আমার দাদার মাথায় মেরেছিস, আমার মাথায় একবার তা ছুঁয়ে দেখ, আমি যদি তোর মাথাটা ছিঁড়ে না ফেলি ত আমি ধর্মকেতু ব্যাধের মেয়ে নই, কালকেতুর বোন নই। দাদাটা যে হাবাগবা মানুষ, সাতচড়েও কথা কয় না, নইলে তখনি তোদের মাটিতে শুইয়ে দিয়ে চলে যেত।

বাঁটুল। কিন্তু আমরা এ অত্যাচার সইব না।

কুণ্ডল। কেন সয়েছ এতদিন? ওরে মেহনতি মানুষ, ওরে বসুমতীর উপেক্ষিত সন্তান, তোদের কাঁধে ভর দিয়ে পৃথিবীর সভ্যতার ইমারৎ দাঁড়িয়ে আছে, তোদেরই পরিশ্রমের ফলে সৃষ্টিপ্রবাহ অব্যাহত গতিতে ছুটে চলেছে, তবু তোরা এ পৃথিবীর কেউ নস; যে রাজপথ দিয়ে ভদ্রলোকেরা চলে, সে পথে তোরা দাঁড়ালে পথ অপবিত্র হয়ে যায়। যে তরণী ভদ্রলোককে বহন করে, তার মধ্যে তোদের ঠাঁই হবে না। কেন? ছুটে আয় বসুমতীর লক্ষ লক্ষ অন্ত্যজ সন্তান; সমবেত কণ্ঠে এদের জানিয়ে দে,—আমরা সইব না আর এ লাঞ্ছনা, বইব না আর তোমাদের বিলাসের উপকরণ।

গীতকণ্ঠে উদাসীর প্রবেশ।

উদাসী।— গীত।

মানুষ হয়ে পশুর মত সইবি কত আর?
জোরসে লাথি মার না দেখি খুলবে বন্ধ দ্বার।
বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়া,
চাবুক পিঠে মারলো যারা
চোখের জলে বুঝুক তারা সামনে ঘন অন্ধকার!

ময়ূরধ্বজ। কে আছ? চাবুক।

উদাসী।—

পূর্ব গীতাংশ

উঁচু মাথা কাদায় নামা
জোর করে ঘস নাকে ঝামা,
লক্ষ মুখে এক সাথে বল সইব না আর অত্যাচার।

[প্রস্থান।

ময়ূরধ্বজ। কুণ্ডল, তুমি যদি মনে করে থাক, রাজপুত্র হলে সবই করা যায়, তাহলে তুমি ভুল করেছ। রাজা ময়ূরধ্বজ কারও রাজদ্রোহিতা সহ্য করে না, সে একটা তুচ্ছ সৈনিক হক, কি স্বয়ং যুবরাজ হক।

কুণ্ডল। নিজের শাস্তির জন্য আমি ভীত নই পিতা। ভয় কচ্ছি আপনার শাস্তির জন্য।

টিয়া। বলুন মহারাজ, কি বলবার আছে আপনার।

নিমাই। বলবার আছে এই যে, এখনি যদি তোমরা প্রাসাদ ত্যাগ না কর, তাহলে কালকেতুকে শুধু প্রহার করে ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের দেব বলি।

টিয়া। ফুঃ।

বাঁটুল। বলি দেবে! নিয়ে এস, কত অস্ত্র আছে তোমাদের। আমি যাচ্ছি রাজা। যে দেবতা সবার দেবতা নয়, তার মন্দিরে আমি আগুন ধরিয়ে দেব। দেখি, কার সাধ্য আমায় বাধা দেয়।

[প্রস্থান।

ময়ূরধ্বজ। অবাক হয়ে চেয়ে রইলে কেন? যাও মন্দির-রক্ষককে বল, এই ব্যাধ যদি মন্দির স্পর্শ করে, আমি তাকেও জীবন্ত দগ্ধ করব।

[প্রস্থান।

নিমাই। কই গো, তুমি গেলে না? চল না; দুটোকে এক-সঙ্গেই যমের বাড়ী চালান করে দিই।

টিয়া। যাচ্ছি একটু পরে। তুমি লাঠি-সোটা নিয়ে এগিয়ে যাও শেয়ালপণ্ডিত।

নিমাই। হারামজাদীকে মারব খড়মের বাড়ি। [খড়ম উত্তোলন]

কুণ্ডল। বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও।

নিমাই। যাচ্ছি বাবা। তুমি আলাপ-সালাপ কর। কোন লজ্জা নেই। জয় মা চণ্ডী।

[প্রস্থান।

টিয়া। আপনি বুঝি যুবরাজ? আপনাকে দেখে ত খুব খারাপ মনে হচ্ছে না। কথাবার্তাও মন্দ নয়, যদিও সবটা আমি বুঝিনি।

কুণ্ডল। তুমি ব্যাধের মেয়ে!

টিয়া। বললুম ত। বিশ্বাস হল না বুঝি? ওই ত আপনাদের দোষ। নিজেরাও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলেন, আবার অন্যে সত্যি কথা বললেও মিথ্যে বলে ধরে নেন।

কুণ্ডল। তোমার নাম কি?

টিয়া। আমার নাম? টিয়া।

কুণ্ডল। তুমিও কি তোমার দাদার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে পশু শিকার কর?

টিয়া। নাঃ, শিকারের 'শ'ও আমি জানি না। দাদা আমাকে কিচ্ছু করতে দেয় না। বৌদি হাটে হাটে মাংস বেচতে যায়, আমি সঙ্গে যেতে চাই; কখখনো নেয় না। কি বলে জানেন? বলে,—যা-যাঃ,—মাংস বেচে কি হবে? তুই রাজরাণী হবি।

কুণ্ডল। তোমার এখনও বিবাহ হয়নি?

টিয়া। কি করে হবে? কেউ বিয়ে করতে চাইলেই আমার হাতে মার খায়। এই সেদিন রামছাগলকে ঠেঙিয়ে দিলুম। এসব ত ভাল নয়। কি বলেন আপনি? লোকে আমায় বিয়ে করতে চাইলেই কি আমি মারতে পারি?

কুণ্ডল। তোমার দাদার নাম কালকেতু বললে না? কোন কালকেতু?

টিয়া। [ভ্যাঙাইয়া] কোন কালকেতু? বললুম ধর্মকেতুর ছেলে কালকেতু, যার বোনের নাম টিয়া। এইবার বুঝেছেন? আপনাদের মাথাই মোটা। কিন্তু আমি এখন কি করি বলুন ত?

কুণ্ডল। যা করতে এসেছিলে, তাই করবে।

টিয়া! আরে দূর মশায়। করব কি করে? আমার যে সব গোলমাল হয়ে গেল।

কুণ্ডল। তবে চলে যাও।

টিয়া। তা ত যাবই। কিন্তু যেতেও ত ভাল লাগছে না! আচ্ছা, ওই রাজা ভদ্রলোক আপনার বাবা ত? বয়সও অনেক

হয়েছে। তা ছাড়া, দাদা বললে,—মানী লোক। আচ্ছা এ ভদ্র-লোককে ক্ষমা করলে কেমন হয়?

কুণ্ডল। ভালই হয় টিয়া। আমি তোমার জাতির কাছে আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি।

টিয়া। আরে দূর দূর, কি রকম লোক আপনি? বাঁটুলকে ডেকে দিন। আমরা চলে যাচ্ছি। যাবার সময় আমিই বরং আপনাকে একটা প্রণাম করে যাচ্ছি। [প্রণাম]

কুণ্ডল। আশীর্বাদ করি, রাজরাজেশ্বরী হও। [প্রস্থান।

টিয়া। লোকটা বেশ দেখতে।

রামসাগরের প্রবেশ।

রামসাগর। হাঁ করে দেখছিস কি? বাড়ী যাবি না?

টিয়া। তুই সেই রামছাগলটা না?

রামসাগর। তুইও বলবি রামছাগল? আমি কি গলায় দড়ি দিয়ে মরব?

টিয়া। তাই দিগে যা।

রামসাগর। তোর আর কি? মরে গেলে আমারই প্রাণটা যাবে। তুই বরং আপদ বালাই দূর হল বলে দাঁত বার করে হাসবি। আচ্ছা, এই বাঁটুল শালা কোত্থেকে এসে জুটল? ও হতভাগা তোর পেছনে ল্যাং ল্যাং করে ঘুরছে কেন শুনি?

টিয়া। বুঝতেই ত পাচ্ছিস, আর বকিস কেন?

রামসাগর। এসব আমি সহ্য করব না বলে দিচ্ছি। আমার মালের ওপর যে শূযার নজর দেবে, তাকে আমি আলুভাতে করব। আর তোরই বা কি আক্কেল? তোর সঙ্গীর দরকার হয়েছিল, তা

আমাকে বলতে পারলিনি? আমি থাকতে বাঁটুলো শূয়ার তোর বেশী আপনার হল?

টিয়া। হল না? সে আমার বৌদির ভাই।

রামসাগর। তবে আর কি? মাথা কিনে নিয়েছে। ওর একটা দজ্জাল পরিবার আছে, জানিস তুই?

টিয়া। জানি।

রামসাগর। তবে?

টিয়া। তবে আবার কি? পরিবার আছে বলে ত বৌদির ভাইকে ফেলতে পারিনে।

রামসাগর। তুত্তোর বৌদির ভাইয়ের নিকুচি করেছে। ও যদি বৌদির ভাই, আমিও ত তোর দাদার দূত।

টিয়া। দূত কি?

রামসাগর। [ভ্যাঙাইয়া] দূত কি? আমার বোনাই তার পাত্র, আর আমি তার দূত। এদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি। এবার ত বুঝলি?

টিয়া। ছাই বুঝলুম।

রামসাগর। তোর মাথায় গোবর। তোর দাদা যে রাজা হয়েছে সেটা জানিস ত?

টিয়া। রাজা হয়েছে? দাদা? তুই বলিস কি রামছাগল!

রামসাগর। ফের তুই অলক্ষুণে কথা বলবি? আমায় কি মেয়ে-ছেলে পেয়েছিস? আমি পুরুষ, তা জানিস? আমারও শরীরে রাগ আছে। দরকার হলে তোকে দেখাব, তখন চোখে সর্ষে ফুল দেখবি।

টিয়া। আরে, রাজা কি বলছিল? কথাটা খুলে বল।

রামসাগর। বলব না। তুই চুলোয় যা, তুই মর। আমায় যে

রামছাগল বলবে, সে আমার শত্রু, তাকে আমি নেই মাংতা। সে বাঁটলো শালার বউ হক, আর বাঁটলোর পরিবার তাকে ক্যাঁৎ-ক্যাঁৎ করে লাথি মারুক।

[প্রস্থান।

টিয়া। শোন শোন, ও রামছাগল, ও রামছাগল দা!

[প্রস্থান।

বামসাগর। [নেপথ্যে] তুই মর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালকেতুর প্রাসাদ-সম্মুখস্থ পথ

তামাক খাইতে খাইতে সঞ্জয়কেতুর প্রবেশ।

সঞ্জয়। এ কোথায় এলুম রে বাবা? এই কালকেতুর বাড়ী! দূর দূর,—তাই কখন হয়? এ যে ভয়ানক ব্যাপার দেখছি। আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী ঝলমল কচ্ছে। কত লোক যাচ্ছে আসছে, তা'র লেখাজোখা নেই। মেয়ে ত খবর পাঠিয়ে খালাস। বলে,—আমরা গৃহপ্রবেশ করব, তোমরা এসো। কোথায় গৃহ, কে করে প্রবেশ? ভদ্রলোক বললে,—এই কালকেতুর বাড়ী। কোন কালকেতু, কে জানে? কাকেই বা জিজ্ঞেস করি?

উদ্‌ভ্রান্তবেশে মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। আমার বউকে দেখেছ?

সঞ্জয়। বউ! কিরকম বউ! নাম কি?

মঙ্গল। নাম? তা ত মনে নেই। তবে তার তিনটে চোখ—

সঞ্জয়। আর পাঁচটা পা। হেঃ-হেঃ-হেঃ। তোর নাম কি?

মঙ্গল। আমার নাম মংলা।

সঞ্জয়। বাপের নাম?

মঙ্গল। বাপের নাম একটা বোধহয় ছিল, সে আর মনে নেই।

সঞ্জয়। মনে পড়বে এখন, বেশ করে দুটান তামাক খেয়ে নে।

[কল্কে আগাইয়া ধরিল]

মঙ্গল। আমি বড় কল্কেতে ছোট তামাক খাইনে; ছোট কল্কেয় বড় তামাক খাই।

সঞ্জয়। ও, ব্যাটা কুলীনের ডিম! তামাক জোটে না, গাঁজা টানে। ওই জন্যেই তোর বউ পালিয়েছে। আমাদের হীরু হাজাংএর বৌটা গলায় দাড়ি দিয়ে মল, তবু হীরু গাঁজা ছাড়লে না। এখন তোর মত রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করছে। কাজকর্ম কি করা হয়?

মঙ্গল। ভিক্ষে।

সঞ্জয়। তবে ত তোর বউ হারাবেই। ভিখিরীর বউ ঘরে থাকে? কোন্ ফচ্‌কে ছোঁড়া ফুসলে নিয়ে গেছে। যাক গে। তুই ভাবিসনি! চল আমার সঙ্গে। তোকে তাদের চাকরিতে লাগিয়ে দেব। চাই কি, ওর একটা ননদ আছে, তার সঙ্গে তোর বিয়েও দিয়ে দিতে পারি। তবে আমার গা ছুঁয়ে দিব্বি করতে হবে, গাঁজা ছেড়ে তামাক ধরবি।

মঙ্গল। বউ কোথায় গেল?

সঞ্জয়। বউ ভাগাড়ে গেছে, দেখগে যা।

মঙ্গল। কোথায় ভাগাড়? আমায় দেখিয়ে দিতে পার? আমি

যাব, পায়ে ধরে তাকে ফিরিয়ে আনব। কেন গেল? আমি ত তাকে কিছু বলিনি। কেন সে রাগ করলে?

সঞ্জয়। রাগ করবে না? একে তুই ভিখিরি, তার উপর খাস গাঁজা। যা-যাঃ, সে আর ফিরবে না।

মঙ্গল। ফিরবে না?...না না, নিশ্চয়ই ফিরবে। আমায় ছেড়ে সে বেশীদিন থাকতে পারে না। আমি তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি, তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সে কাছেই কোথাও আছে। বউ,—ওরে বউ, আয়—ফিরে আয়।

সঞ্জয়। দূর পাগলা; কেঁদে ভাসিয়ে দিলে! ভারী ত মেয়েমানুষ, তার জন্যে আবার কান্না! আমি হলে মারতুম সাপ্টে হু কোর বাড়ি।

মঙ্গল।—

গীত।

আয় রে, ফিরে আয়!
কিছুই না বলে কেন গেলি চলে, রাখি মোরে নিরালায়!

সঞ্জয়। ওরে চুপ কর, আমার চোখেও জল আসছে।

মঙ্গল।—

পূর্ব গীতাংশ।

ধরার ধূলায় বেঁধেছিনু ঘর বুকের রক্ত দিয়া,
সুখের স্বর্গ করেছিলি তায় প্রেমের পরশে প্রিয়া;

সঞ্জয়। আহা!

মঙ্গল।—

পূর্ব গীতাংশ।

আপনার হাতে ভাঙিলি সে নীড়,
কাঁদে মোর সনে আকাশ সমীর,
আঁখিজলে মোর তিতিল ধরণী, কত কাঁটা ফোটে পায়।

ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ।

ভাঁড়ুদত্ত। কোন ব্যাটা কাঁদে রে?

মঙ্গল। আমার বউকে দেখেছ কত্তা?

ভাঁড়ুদত্ত। তোর বউ উচ্ছন্ন যাক। পরণে নেংঠি জোটে না, তার আবার বউ! আমি সবাইকে বলে দিয়েছি না যে, রাজার অভিষেকের সময় কেউ কাঁদতে পাবে না, কেউ হাঁচতেও পাবে না? তুই শুযার এখানে কাঁদতে এসেছিস কোন সাহসে? মারব ব্যাটার মাথায় বাড়ি। [যষ্ঠি উত্তোলন]

সঞ্জয়। এই, কেন মারছ পাগলাটাকে?

ভাঁড়ুদত্ত। তুমি মোড়লী করতে এলে কি জন্যে? সেখানে যাচ্ছ যাও না। বেশী চালাকি করলে লাঠিটা আগে তোমার মাথায়ই চালা'ব।

সঞ্জয়। কার ব্যাটা তুমি,—কথায় কথায় লোকের মাথায় লাঠি মারতে চাও? গায়ের ওজন পাও না বুঝি? আমি লোকটা কে জান?

ভাঁড়ুদত্ত। তুমি পবনের ব্যাটা হনুমান।

সঞ্জয়। তবে রে ভদ্রলোকের নিকুচি করছে। ধর ত পাগলা হুঁকোটা, ভদ্রলোককে এক হাত দেখে নিই।

ভাঁড়ুদত্ত। তবে রে ফড়িঙের নিকুচি করেছে। [যষ্ঠি উত্তোলন]

কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। আরে, থামো থামো। কথায় কথায় যার তার মাথায় লাঠি চালালেই হল? কিরকম লোক তুমি? কথা বললেও ত

শোন না। হাটে হাটে ঢ্যাঁড়া দিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। কোথায় এদের খাবার-দাবার যোগাড় করবে, তা নয়—মাথায় লাঠি চালাচ্ছ।

[সঞ্জয় একবার আগাইতে, আর একবার পিছাইতে লাগিল, কালকেতুর কাছে আসিতে ভরসা পাইতেছিল না]

ভাঁড়ুদত্ত। দেখুন না, আজ একটা আনন্দের দিন; সবাই হাসছে, আর এ ব্যাটা কেবলি কাঁদছে।

কালকেতু। যে কাঁদছে, তাকেই ত বেশী সেবা করবে হে। কি হয়েছে বাবা তোমার?

মঙ্গল। আমার বউকে এনে দিতে পার? কে যে নিলে, কোথায় যে গেল, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কত ডেকেছি, কত কেঁদেছি, তবু বউ সাড়া দেয় না। পার তুমি তাকে খুঁজে এনে দিতে? আমার মন বলছে, তুমি সব পার।

কালকেতু। আমারও মন বলছে, তুমি তোমার বউকে ঠিক ফিরে পাবে। যাও বাবা, ভেতরে যাও। আমার ঘরে থাক, আমি তোমার বউকে খুঁজে এনে দেব।

[মঙ্গলের প্রস্থান।

সঞ্জয়। হ্যাঁ বাবা, তুমি—তুমি কি—

কালকেতু। একি! আপনি! এ-হে-হে, আমি যে লক্ষ্যই করিনি। বড় অন্যায় হয়েছে। [পদধূলি গ্রহণ]

ভাঁড়ুদত্ত। করেন কি মহারাজ?

সঞ্জয়। তুমি কি কালকেতু?

কালকেতু। আমিই কালকেতু।

সঞ্জয়। কোন কালকেতু। তোমার বাপের নামটা বলতে পার?

কালকেতু। পারি ; ধর্মকেতু।

সঞ্জয়। তা কেমন করে হবে? সে ত ব্যাধের ছেলে। তোমার পরিবারের নাম কি বল দেখি?

কালকেতু। ফুল্লরা।

সঞ্জয়। হেঃ-হেঃ-হেঃ। তাহলে তুমি আমার জামাই।

ভাঁড়ু দত্ত। আমি ত সেই থেকে আপনাকে বলছি, এ আপনার নিজের ঘর। আপনিই ত খালি এক পা এগুচ্ছেন, এক পা পেছুচ্ছেন। চলুন চলুন, ভেতরে চলুন। সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে।

সঞ্জয়। হেঃ-হেঃ-হেঃ। তুমিই তাহলে রাজা? ফুল্লরা আমার রাণী হয়েছে? মেয়েটাকে কেমন দেখাচ্ছে হে কত্তা। একবারটি আমায় দেখাতে পার? এঃ, বুড়ীটাকে না এনে কি ঝকমারিই করেছি। মাগী আসতে চেয়েছিল,—তা কি করে আনব বল? সাজলে মানায় না, ভাল করে দুটো কথা যে কইবে, সে ক্ষ্যামতা নেই।

কালকেতু। চলুন, আপনাকে ফুল্লরার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। [সঞ্জয়কেতুর ছাতা, হুঁকা, চটি ও বোচকা তুলিয়া লইল]

ভাঁড়ু দত্ত। করেন কি? করেন কি? আমাকে দিন মহারাজ।

কালকেতু। মহারাজ আমি দরবারে, এখানে আমি ছেলে, শুধু ছেলে।

ভাঁড়ু দত্ত। তা ত বুঝলুম। কিন্তু হাজার হাজার লোক অভিষেক দেখতে এসেছে, তারা দেখলে বলবে কি?

কালকেতু। বলবে—ছোটলোক শ্বশুরের ছোটলোক জামাই। কথাটা ত মিথ্যে নয়। তুমি তাদের বলো দত্তজা,—কালকেতু রাজা হয়েও কালকেতুই থাকবে, সিংহাসনে বসে তার বাপকেও ভুলবে না, জাতকেও অস্বীকার করবে না। [প্রস্থান।

সঞ্জয়। হেঃ-হেঃ-হে।

[প্রস্থান।

ভাঁড়ুদত্ত। আঙুল ফুলে কলাগাছ এতদিন শোনাই ছিল, এইবার চোখে দেখলুম। কপালের জোর দেখ। ডালিম গাছ ত আমার বাড়ীতেও আছে ; তার তলা খুঁড়ে পেলুম একটা ভাঙা কড়াই, আর ব্যাটা ব্যাধের উঠোনে সেই ডালিম গাছেরই তলায় সাত-ঘড়া মোহর ! একেই ত ব্যাটার ভয়ে মানুষ জন্তু সব অস্থির ; এবার রাজা হয়ে হাতে মাথা নেবে।

সন্তর্পণে বাচস্পতির প্রবেশ।

বাচস্পতি। কে,—দত্তের পো নাকি ?

ভাঁড়ুদত্ত। আসুন বাচস্পতিমশাই। আপনি যখন এসেছেন, তখন আর কোন ব্রাহ্মণ আসতে আপত্তি করবে না।

বাচস্পতি। না এসে কি পারি ? একে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তার উপর সমাজপতি। একটা দয়াধর্ম ত আছে হে ! কালকেতু নিজে গিয়ে কি কান্নাটাই কাঁদলে ! বলে আপনি না গেলে আমি রাজাই হব না ; যা-কিছু আয়োজন করেছি, সব কংস নদীতে ফেলে দেব ! আর কি করি বল ? হক ছোটলোক, তবু শরণাগত।

ভাঁড়ুদত্ত। আমারও ত ওই বিপদ। ফুল্লরা পায়ে ধরে বললে,—"আপনি ছাড়া হবে না দত্তজা।" দত্ত কায়েত কিনা ; একটুতেই প্রাণ গলে যায়।

বাচস্পতি। হ্যাঁ হে দত্তের পো, শিরোমণি আসেনি ?

ভাঁড়ুদত্ত। এখনও ত আসেননি।

বাচস্পতি। আমি যে এসেছি, একথা কিন্তু তাকে বলো না,

বুঝলে? তুমিহ ত ভাঁড়ারী? বেশ বেশ। ব্রাহ্মণ বিদায় ত তুমিই করবে? তা বস্ত্র বুঝি দশজোড়া করে?

ভাঁড়ুদত্ত। সোনার পৈতেও একটি, আর একখানা মোহর।

বাচস্পতি। তা ব্যবস্থা এক রকম মন্দ হয়নি। ছোটলোক হলেও নজর আছে। তবে শিরোমণির মত বামুনদের একজোড়া বস্ত্র দিলেই যথেষ্ট। সমাজপতিই হল আসল, বুঝলে না কথাটা? মাথায় জল ঢাললেই সবাঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে।

ভাঁড়ুদত্ত। তাহলে আপনি কি করতে বলেন?

বাচস্পতি। ওদের সব একজোড়া করে দিয়ে বাকী যা থাকবে— না হয় আমাকেই দিও, সমাজপতি কিনা। চাই কি দুচার খানা তুমিও রেখে দিতে পার।

ভাঁড়ুদত্ত। রাজা শুনে যদি আমার গর্দান নিতে চায়?

বাচস্পতি। দিয়ে দেবে! ব্রাহ্মণের জন্য গর্দান দিলে অনন্ত স্বর্গ।

ভাঁড়ুদত্ত। তা বটে।

বাচস্পতি। কপাল খারাপ, জানলে ভাঁড়ু? ছেলেটার বয়স আড়াই বছর, আর কটা বছর পরেই ত পৈতে হবে। তখন যদি অভিষেকটা হয় তাহলে কিন্তু আর একটা সোনার পৈতে ঘরে আসে।

ভাঁড়ুদত্ত। পৈতে একটা পরিয়ে দিন না।

বাচস্পতি। দেব? তুমি বলছ? কিন্তু হাঁটতে শেখেনি যে।

ভাঁড়ুদত্ত। তা হক, বলবেন—বামন।

বাচস্পতি। তবে তাই করি। আর তুমি যখন আছ—এই যে, শিরোমণি আসছে। আমার কথা বলো না, আমি একটু লুকিয়ে থাকি। [লুক্কায়িত হইলেন]

শিরোমণির প্রবেশ

ভাঁড়ু দত্ত। আসুন, আসুন।

শিরোমণি। না এসে পারলুম না দত্ত। কালকেতুর পিতা আমাদের বহুদিন ভৃত্য ছিল কিনা।

বাচস্পতি। [স্বগত] ডাহা মিথ্যে কথা।

ভাঁড়ু দত্ত। আমি আরও শুনেছি, কালকেতু জন্মেছিল আপনাদের গোশালায়।

শিরোমণি। সেই কালকেতু আজ রাজা। আমাকে সে বস্ত্র দান করবে। ভাবতেও প্রাণ পুলকিত হয়ে ওঠে।

বাচস্পতি। [স্বগত] দূর শালা।

শিরোমণি। বাচস্পতি বুঝি আগেই এসে গেছে? তা আর আসবে না? বাড়ীতে ত হাঁড়ি চড়ে না।

বাচস্পতি। [স্বগত] মিথ্যুকের কথা শুনেছ?

ভাঁড়ু দত্ত। বাচস্পতি মশায়ের অবস্থা খারাপ নাকি?

শিরোমণি। শুধু খারাপ? চালও নেই চুলোও নেই। দশ-জোড়া কাপড় ও একসঙ্গে চোখেও দেখেনি। ওর স্ত্রী বাড়ীতে শুকনো কলাপাতা পরে থাকে, বাইরে আসবার সময় বাচস্পতির চাদর পরে বেরোয়।

বাচস্পতি। [স্বগত] আর যে সয় না! ঘা কতক দিয়ে দেব নাকি?

শিরোমণি। দেখ দত্তের পো, বিদেয় আদায় তুমিই ত করবে? তা বেশ। একটা কথা বলি শোন। তুমি হচ্ছ কায়েতের ছেলে, ব্রাহ্মণের মর্যাদা কায়েতরাই জানে।

বাচস্পতি। [স্বগত] ইস্ ভাল ভাল কথাগুলো সব বলে ফেললে!

ভাঁড়ুদত্ত। তারপর কি, বলে যান।

শিরোমণি। এই যে বাপু তোমরা কাঙ্গালী বিদেয় কচ্ছ, এটি কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। ওরা হচ্ছে স্বয়ং ভগবানের দণ্ডিত জাতি। ওদের দয়া করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। তার চেয়ে আমার মত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সেবা কর, মহাপুণ্য হবে।

বাচস্পতি। [স্বগত] কথাগুলো আমারই বলা উচিত ছিল।

শিরোমণি। কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হওয়া চাই। বাচস্পতির মত বাজে ব্রাহ্মণকে দশজোড়া কাপড় না দিয়ে আমার প্রাপ্তিটা যদি বাড়িয়ে দাও, আমি নিশ্চয় বলছি, তুমি সশরীরে স্বর্গলাভ করবে।

ভাঁড়ুদত্ত। বাচস্পতি ঠাকুর ত আপনাদের সমাজপতি।

শিরোমণি। ওকে সমাজপতি বলে ওর স্ত্রী। সমাজপতি হচ্ছি আমি বিদ্যাধর শিরোমণি। ওটা ত মহামূর্খ।

ভাঁড়ুদত্ত। আমরা ত শুনেছি মহাপণ্ডিত।

শিরোমণি। পণ্ডিত ত নয়ই; ও বামুনও নয়।

ভাঁড়ুদত্ত। বামুনও নয়?

শিরোমণি। না রে বাপু। ওর বাপ ছিল চাঁড়াল।

["তবে রে শালা" বলিয়া বাচস্পতি উঠিয়া শিরোমণিকে ভাঙ্গা ছাতা দিয়া প্রহার করিল, শিরোমণি দুই হাত দিয়া প্রতিরোধ করিল।]

বাচস্পতি। খুন করব তোকে আমি।

শিরোমণি। আয় না, দেখি তোর কত ক্ষমতা।

ভাঁড়ুদত্ত। থাক থাক, বেশ ক্ষিধে হয়েছে; এখন বসে পড়ুন গে।

শিরোমণি। দেখ ত মশায়, তুমি ত ছিলে ; আমি ওর প্রশংসা ছাড়া নিন্দে করেছি ?

ভাঁড়ুদত্ত। না না, কে বললে ?

বাচস্পতি। পেটুক কোথাকার ! নেমন্তন্নের নাম শুনে অমনি ছুটে এসেছে।

শিরোমণি। আমি ত এসেছি তদারক করতে। তুই এসেছিস কি করতে ?

বাচস্পতি। আমি এসেছি আশীর্বাদ করতে।

শিরোমণি। যাও না, বসো গে যাও; এসেছ যখন, আর লজ্জা কি ?

বাচস্পতি। তোমারি বা লজ্জা কি ? চল না ; খাইয়ে আনি।

ভাঁড়ুদত্ত। যান যান, আর দেরী করবেন না।

বাচস্পতি। [যাইতে যাইতে] হ্যাঁ হে শিরোমণি, কাঙ্গালী ব্যাটাদের সত্যি বস্ত্র দেবে নাকি ?

শিরোমণি। চল না, আমরা থাকতে এমন পাপানুষ্ঠান হতে দেব না। [উভয়েব প্রস্থান।

ভাঁড়ুদত্ত। হবে না কেন ? এ ত আর কায়েত নয়, নিকৃষ্ট বামুনের জাত ! ভগবান যদি এই বাজে জাতগুলোকে সৃষ্টি না করে পৃথিবীটাকে শুধু কায়েতে ভরিয়ে দিত, তাহলে স্বর্গে আর কেউ যেতে চাইত না।

নববস্ত্র প্রভৃতি লইয়া গীতকণ্ঠে কাঙালের প্রবেশ।

কাঙাল।— গীত।

জনমে জনমে তার

আমার ক্ষুধায় যে দিল অন্ন, দূরে যাক ক্ষুধাভার।

নগ্ন আমার দেহ যে ঢাকিল স্নেহের বসন দিয়া,
হে ভগবান, তারেও রাখিও করুণায় আবরিয়া;
পরশে তাহার ছাই সোনা হক,
নামুক ভবনে স্বর্গ-আলোক,
শোক ব্যাধি ভয় হয়ে যাক লয়, রুদ্ধ যমের দ্বার!

ভাঁড়ুদত্ত। যা যা, এখন বাড়ী যা; আর জয়গান করতে হবে না।

কাঙাল। হাঁ বাবা। শুনেছিলুম, মাথাপিছু দুখানা কাপড় দেবে।

ভাঁড়ুদত্ত। আজ একখানাই নিয়ে যা। আসছে বছর আসিস। খেয়েছিস ত পেট পুরে? চাল ও বেঁধেছিস। আবার কি? দুখানা কাপড় একসঙ্গে দেখেছিস কখনও? যা—পালা, বেশী দেরী করলে কেউ কেড়ে নেবে।

কাঙাল। জয় হক, রাজার জয় হক।

[প্রস্থান।

ভাঁড়ুদত্ত। আগুল ফলে কলাগাছ রে, আঙুল ফুলে কলাগাছ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কালকেতুর প্রাসাদ

ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। কেউ ত এখনও ফিরে এল না। এতবড় একটা উৎসব, লক্ষ লক্ষ লোক আসছে, যাচ্ছে, আর ঘরের মেয়ে টিয়া কোথায় পড়ে রইল, কে জানে? বাঁটুলের জন্যে আমার তত ভাবনা হচ্ছে না, যত ভাবনা হচ্ছে এই হতভাগীর জন্যে। কলিঙ্গের রাজা মেয়েটাকে রূপ দেখে গিলে খেলে নাকি কে জানে?

অভয়ার প্রবেশ।

অভয়া। তুমি ভেব না মা, তারা এল বলে।

ফুল্লরা। আমি কি ভাবছি, তুই কি করে জানলি?

অভয়া। তোমার মুখ দেখে আমি সব টের পাই মা।

ফুল্লরা। তাই দেখছি বটে। আমি যখন যা চাইব মনে করি, তুই তখনি সে জিনিষ কাছে এনে দিস। তুই গুণতে টুনতে জানিস নাকি অভয়া?

অভয়া। না মা, এহচ্ছে ভালবাসার টান। যে যাকে ভালবাসে, সে তার মুখ দেখলে মনের কথা টের পায়। তুমি ত সব জান। বাবা মুখের কথা খসাতে না খসাতে তুমি তার দরকারী জিনিষটি এনে হাজির কর।

ফুল্লরা। এতই যদি জানিস, তবে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এলি কেন হতভাগি? স্বামীকে বুঝি ভালবাসতে পারিসনি?

অভয়া। কারও বউ তার সোয়ামীকে এত ভালবাসেনি মা। ভালবেসেই ত মরেছি। এক লহমা তাকে চোখের আড়াল করতে পারতুম না।

ফুল্লরা। তবে আবার কি? সে বুঝি তোকে আমল দিত না? চরিত্র খারাপ নাকি?

অভয়া। কোন দোষ নেই মা, কোন দোষ নেই। তবে বদ্ধ পাগল।

ফুল্লরা। পাগল! তাই বুঝি তাকে ছেড়ে চলে এসেছিস? ভাল করিসনি মা, ভাল করিসনি। তুই ছিলি, তাই হয়ত তার কোন অভাব ছিল না। আজ তাকে কে দেখবে, কে করবে সেবা? কে দেবে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল? স্বামী কি ফেলে দেবার জিনিস মা? পাগল হক, কুষ্ঠ রোগী হক, যা-ই হক না, তবু সে দেবতার সেরা দেবতা। সুখে দুঃখে জড়িয়ে থাকাই উচিত ছিল।

অভয়া। তাই ছিলুম মা; এক মুহূর্ত আমার পাগলকে আমি ছেড়ে দিইনি। হঠাৎ একদিন শুনলুম, আমার হারানো ছেলে আমায় ডাকছে। ছুটে বেরিয়ে এলুম। আর ফিরতে পারলুম না। আমি অষ্টপ্রহর তার কান্না শুনতে পাচ্ছি। ছুটে কাছে যেতে চাই,—কি যেন বাধা আমার চোখের সামনে পাষাণ-প্রাচীর তুলে দেয়। কথা বলতে চাই,—কার যেন অভিশাপ মুখে হাতচাপা দেয়।

ফুল্লরা। তোমার মাথায়ও বেশ ছিট আছে বাছা। যেদিন আস্তাবলের ধারে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলে, সেইদিন থেকেই আমি দেখছি, সংসারের মানুষ তুমি নও। এই কেঁদে ভাসিয়ে দিলে,—পরক্ষণেই হেসে লুটিয়ে পড়লে। উৎসবটা শেষ হক, বৈদ্য ডেকে ভাল করে চিকিৎসা করিয়ে দেখি। হঠাৎ আবার পালিয়ে যেও না যেন।

অভয়া।— গীত

আমি কি পালাতে পারি?
কঠিন নিগড়ে পড়িয়াছি বাঁধা, ভুলেছি আপন বাড়ি।

কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। তারপর?

অভয়া।—

পূর্বগীতাংশ

ভুলে গেছি বাপ, ভুলে গেছি মা
ভুলে গেছি ওগো যা কিছু গরিমা,
আপন ভাবিয়া তোমাদেরি কাছে আছি গো পাখি।

কালকেতু। বাঃ—

অভয়া।—

পূর্বগীতাংশ

বক মার আর নাহি দাও খেতে,
বলো না আমাকে শুধু চলে যেতে,
পড়েছি জড়ায়ে পরতে পরতে, যাব না এ গৃহ ছাড়ি।

কালকেতু। থাক বেটি, থাক। কে বলেছে তোকে চলে যেতে। ফুল্লরা বকেছে বুঝি? ও অমন বকে, আমাকেই দশটা কথা শুনিয়ে দেয়। তাবলে ও লোক খারাপ নয়। কিছুদিন থাকলেই টের পাবি। কোথায় যাবি? কচি খুকী ত নস্। সংসার বড় খারাপ জায়গা, বুঝলি?

অভয়া। বাবা!

কালকেতু। বাবা যখন বলেছিস তখন তুই আমার মেয়ে। থাক থাক, ওর কথা ধরিসনি।

ফুল্লরা। কি বলছ তুমি? আমি ত কিছু বলিনি।

কালকেতু। বলিনি বললে আমি শুনব কেন? ওই যে বললে, তুমি বক, মার, খেতে দাও না।

ফুল্লরা। এই কথা বললে?

কালকেতু। বললে না? তোমার কি মাথা আছে? মাথা থাকলে মা-চণ্ডীকে তুমি অপমান কর? বেটী সেই যে গেল, আর ত একবারও এল না। হয়ত মনের ঘেন্নায় গলায় দ'ড়ি দিয়ে মরেছে। সেদিন বলে গেল,—আমাদের ছেড়ে যাবে না। তবু আর ফিরল না।

ফুল্লরা। তুমি ভাবছ কেন? মা আমাদের ফেলে এক পাও যায়নি। গোটা বাড়ীটা গন্ধে ভুরভুর কচ্ছে টের পাচ্ছ না?

কালকেতু। তা পাচ্ছি বটে। তাহলে মা আমাদের কাছে কাছেই আছে, না ফুল্লরা? কিন্তু ধরা দিচ্ছে না কেন? কেন মা তুই লুকিয়ে রইলি? আমি বোকা-সোকা মানুষ, মন্তর-তন্তর জানিনে, কেমন করে তোর পূজো করতে হয় কিছু জানিনে। তবু ত তুই দেখা দিয়েছিলি। ওমা, বিত্তি-ব্যাসাত দিয়ে আমায় ভুলিয়ে রাখিসনি। তোর দুটি পায়ে পড়ি, তুই আয়, শুধু তুই আয়। [অভয়ার পায়ে পড়িল]

অভয়া। ও বাবা, কর কি?

ফুল্লরা। ওঠ ওঠ, তোমার কি বুদ্ধিবিবেচনা সব লোপ পেয়েছে? উৎসবের বাড়ী, চারদিকে লোক গিসগিস কচ্ছে, আর তুমি দাসীর পায়ে ধরছ?

কালকেতু। তাইত, মাথাটা কিরকম হয়ে গেল। তা হক, তুই ভাবিসনি মা, তোর কোন অকল্যাণ হবে না। বামুন হই আর যাই হই, আমি ত ব্যাধ; আমার চেয়ে ছোট ত আর কেউ নেই।

অভয়া। বড় হয়েও যে ছো'ট হয়, মা তার ঘরেই বাঁধা।

[প্রস্থান।

কালকেতু। ব্যস, ব্যস, বড হয়েও যে ছোট হয়, মা তার ঘরে বাঁধা। দেখ তোমার এই দাসীটি ভদ্রলোকের মেয়ে।

ফুল্লরা। তা যেন হল। কিন্তু টিয়ার কি করলে?

কালকেতু। কি হয়েছে টিয়ার? অসুখ-বিসুখ করেনি ত?

ফুল্লরা। কোথায় টিয়া? সেই যে গেছে, এখনও ত ফেরেনি।

কালকেতু। ফেরেনি? সে যে অনেকদিন হয়ে গেল। তা তুমি ত আমাকে বলনি।

ফুল্লরা। একবার নয়, হাজারবার বলে'ছি।

কালকেতু। শাঁটুলও ত সঙ্গে গেছে। সেই বা কচ্ছে কি? কেন তুমি মেয়েটাকে যেতে দিলে?

ফুল্লরা। আমি যেতে দিযেছি, না তুমি দিয়েছ? আমি ত বারণই করেছিলুম। তুমিই ত রাজপুত্রের কথা বলে এগিয়ে দিলে।

কালকেতু। যাক যাক, তাতে আর হয়েছে কি? টিয়া বোধহয় খুব জ'মিয়ে নিয়েছে। জানলে?

ফুল্লরা। বাজে কথা না বলে এথনি লোক পাঠিযে দাও, টিয়াকে নিয়ে আসুক। টিয়া না থাকলে কিসের উৎসব? হাসবে কে, নাচবে কে, আমায় জ্বালাবে কে?

কালকেতু। তা যা বলেছ। কিন্তু তু'মি শাঁটুলের কথা ত বলছ না। মেয়েজাতটাই এমনি! আজন্মকাল বাপ-মার রক্ত চুষে খায়, আর বিয়ের পর দুটো পান সুপুরি মায়ের হাতে দিয়ে সোজা বলে দেয়,—"এই তোমাদের দেনা শোধ করে গেলুম।" তারপর আর বাপ মা ভাই বোনের কথা মনেও থাকে না।

টিয়ার প্রবেশ।

টিয়া। বৌদি, ও বৌ—ওমা, এ কে গো? এই মানুষই হাটে হাটে মাংস বেচত? এ যে চেনা যাচ্ছে না।

ফুল্লরা। আর চিনে কাজ নেই। মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। আগে খেয়ে ঠাণ্ডা হও, তারপর সব শুনব। মর্ হতভাগি, ভাইয়ের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলি কেন? নতুন মানুষ দেখলি নাকি?

টিয়া। দাদা, সত্যি তুমি রাজা হয়েছ?

কালকেতু। সত্যি দিদি। আজ আমার অভিষেক।

টিয়া। আমার যে কান্না পাচ্ছে দাদা। কি বিশ্রী দেখাচ্ছে তোমায়, পর পর মনে হচ্ছে, দাদা বলে ডাকতে ভরসা হচ্ছে না। কেন তুমি রাজা হলে? কেন কুঁড়েঘর ছেড়ে কোঠাবাড়ীতে এলে? কোথায় গেল আমার থলপদ্মের গাছ, কোথায় রইল আমার শুকশারী, কোথায় হারিয়ে গেল আমার দুধসায়র? ফিরে চল দাদা, ফিরে চল।

কালকেতু। এত দেরী হল কেন দিদি? রাজকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

টিয়া। হুঁ।

কালকেতু। কেমন দেখতে বল দেখি নি, আর কি মিষ্টি কথা! লোকটা খুব ভাল, না রে দিদি?

ফুল্লরা। তোর সঙ্গে তাঁর কি কথা হল রে টিয়া?

টিয়া। কথা আবার কি হবে?

ফুল্লরা। তবে যে বলে গিয়েছিলি, দশটা কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে আসবি?

টিয়া। সেকি আমার মনে ছিল?

ফুল্লরা। তা ত থাকবেই না।

কালকেতু। তুই না হয় কিছু বলিসনি। সে তোকে বেশ করে ধমকে দিলে না? বললে না যে তোর হাতে মথা নেব?

টিয়া। তোমার মত গোঁয়ারগোবিন্দ কিনা। তারা ভদ্রলোক, সেকথাটা মনে রেখো।

কালকেতু। তা বটে, তা বটে। আমার মনে ছিল না। ফুল্লরা, তাহলে তুমি কাজে লেগে যাও, আর দেরী করো না। তুই কিছু ভাবিসনি বোন, তুই যেখানে যাবি, আমি দুধসায়র মাথায় করে সেখানে দিয়ে আসব। তোর থলপদ্মের গাছ তোর পিছে পিছে ছুটে যাবে। আর তোর শুকশারী সেখানে গিয়েও গাইবে—

"ওঠ রে জেগে টিয়া
কংসনদীর পারে তোর দাদার হবে বিয়া।"

ফুল্লরা। আঃ, কি পাগলামি কচ্ছ?. রাজা না তুমি?

কালকেতু। তা বটে। হ্যাঁ রে টিয়া, বাঁটুল কই?

টিয়া। সেই কথা বলতেই ত আমি ছুটতে ছুটতে এলুম। কত তাকে খুঁজলুম, কোথাও পেলুম না, কত ডাকলুম, সাড়াই দিলে না। কি যে হল, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

রঘুপতির প্রবেশ।

রঘুপতি। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমরা সে জানোয়ারটাকে বন্দী করেছি।

কালকেতু ও ফুল্লরা। বন্দী করেছে!

টিয়া। তুমি লোকটা কে?

রঘুপতি। আমি কলিঙ্গরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ, নাম রঘুপতি। [কাল-

কেতুর প্রতি] কিন্তু তুমি—তুমি কে বল দেখি! চেনা চেনা মনে হচ্ছে যে।

কালকেতু। তা ত হবেই। সেদিন রাজবাড়ীতে তুমিই ত আমায় বেশী আদর করেছিলে।

রঘুপতি। আজ আর একবার ভাল করে আদর করে যাব।

ফুল্লরা। তা করবে বই কি? তোমরা ভদ্রলোক, আমরা ছোট-লোক; আমাদের আবার মানসম্মান কি? তোমাদের লাথি খেতেই আমাদের জন্ম, তোমাদের পায়ের ধুলো মাথায় নিলেই আমাদের জন্ম সার্থক। এস নর-দেবতা, এস, আমরা পিঠ পেতে দিচ্ছি, তুমি যত পার লাথি মার, আমাদের স্বর্গের পথ খুলে দাও।

কালকেতু। ফুল্লরা!

ফুল্লরা। যার ভয়ে বাঘ সিংহ ছুটে পালিয়ে যায়, তার গায়ে হাত তুলে রেহাই পেয়েছ বলে মনে করো না যে চিরদিনই আমরা মুখ বুজে সহ্য করব। বল গিয়ে তোমাদের রাজাকে, আমার ভাইকে যদি ছেড়ে না দেয়, তাহলে আমরাও তাকে জানিয়ে দেব যে আমরা ব্যাধ,—চিরদিন পশু শিকার করি, পশু কখনও আমাদের শিকার করেনি।

রঘুপতি। যা বলতে হয় নিজে গিয়ে বলবে চল।

কালকেতু। দেখে ভাল লেগেছে বুঝি?

ফুল্লরা। যা ত টিয়া, শিবেকে ডেকে নিয়ে আয়।

টিয়া। কি বলব?

ফুল্লরা। বলবি, আমাদের ঘরে একটা ফেউ এসেছে, মাথাটার যদি দরকার থাকে, নিয়ে যেতে পারে।

টিয়া। মাথাটা নিয়েই যাই না। শিবে আবার কষ্ট করতে আসবে?

ফুল্লরা। না না, তুই ডাক।

[টিয়ার প্রস্থান।

কালকেতু। ভদ্রলোকের মাথা নিয়ে কি করবে ফুল্লরা? ঘণ্ট হবে না, কালিয়াও হবে না। এ মাথায় শুধু জিলিপীর প্যাঁচ। এ দামী জিনিষ যেখানে রাখবে, সেখানকার মাটিশুদ্ধ জ্বলে যাবে। যাও বন্ধু, পালাও। জলে আগুন ধরে গেছে, সাবধান, কাছে এস না। তাহলে হয়ত—

রঘুপতি। চুপ, আমাদের বিগ্রহ কই?

কালকেতু। কি গ্রহ বললে?

রঘুপতি। বিগ্রহ। কোথায় আমাদের চণ্ডী? তুমি তাকে চুরি করে নিয়ে এসেছ।

কালকেতু। তোমার গুষ্ঠীর মাথা করেছি। দোর রইল বন্ধ, ঠাকুর রইল ভেতরে, আমি তাকে চুরি করলুম কি করে?

রঘুপতি। কি করে তা তুমিই জান। অস্বীকার করতে পার তুমি যে হঠাৎ চণ্ডীকে পেয়েই তোমার এত ধন-দৌলত? তোমার ঘরে চণ্ডী নেই?

ফুল্লরা। আছে; সে ছোটলোকের চণ্ডী।

কালকেতু। ব্যস, ব্যস, ভদ্রলোক চণ্ডী তোমাদের ঘরেই আছে দেখগে যাও। এসেছ ভালই করেছ। ওরে ও টিয়া, ভদ্রলোককে ভোজসভায় নিয়ে যা। কিছু মনে করো না। পায়ের ধুলো দিয়েছ যখন, তুমি ত নারায়ণ। যাও, খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হও, তারপর ভোজন-দক্ষিণা বলে যদি মাথাটা চাও, তাই দেব। যাও—

রঘুপতি। আমরা ছোটলোকের অন্ন গ্রহণ করি না।

কালকেতু। আমার অন্ন নয়, সব মা চণ্ডীর। এই সব বাড়ী-

ঘর হাতী ঘোড়া কিছুই আমার নয়, সব মায়ের দেওয়া। বুঝলে না কথাটা?

রঘুপতি। খুব বুঝেছি। শোন ব্যাধ—

ফুল্লরা। শুনব না। তুমি যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে থাক, অতিথিশালায় যাও, নারায়ণের মত ষোড়শোপচারে পূজো দেব। আর যদি চোখরাঙাতে আর হাসিমস্করা করতে এসে থাক, তাহলে আমিই তোমায় যমের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দেব, বুঝিয়ে দেব তোমাকে আর তোমার রাজাকে যে, বেশী বাড়াবাড়ি করলে বসুমতীও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কালকেতু। শান্ত হও ফুল্লরা; হাল্কা মেঘে বাজ ডাকছে কেন? যার চোখের আগুনে পৃথিবী ছাই হয়ে যায়, তার কি এত সহজে রাগ করা চলে?

ফুল্লরা। অসভ্য লোকটার কথা শুনলে না? বলে,—নিজে গিয়ে বলবে চল।

কালকেতু। ছাড়ান দাও। ওরা ছত্রিশ পুরুষ ধরে আমাদের গাল দিয়ে এসেছে; ছোটলোকদের গাল না দিলে ওদের জাত যায়, মান থাকে না যে। এতদিনের রীত কি একদিনে যায়? বলুক বলুক; তাবলে আমরা কি পাল্টা গাল দিতে পারি? সমাজে এক-ঘরে করবে যে!

ফুল্লরা। করুক। তবু আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমি কোন ভদ্র-লোককে চোখরাঙাতে দেব না। হতভাগাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দাও।

কালকেতু। না রে, ভেবে দেখ ফুল্লরা,—ওরা আমাকে মেরেছিল বলেই মা আমার ঘরে এসেছে; তাইত আমি রাজা, তাইত হাজার

রাজার লোকের পায়ের ধুলো পড়েছে আমার ঘরে। তুমিই ত বলেছিলে,—যে সয়, তারই জয়।

ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ।

ভাঁড়ুদত্ত। অভিষেকের সময় হয়েছে রাজা। এখনি না গেলে সোমাই ঠাকুর সব ছড়িয়ে ফেলে চলে যাবে। কেন আপনারা দেরী কচ্ছেন ?

কালকেতু। না না, আর দেরী কি ? ফুল্লরা।

রঘুপতি। দাঁড়াও। কিসের অভিষেক ? কে রাজা ? আগে নজর নিয়ে এস, রাজকর দাও, তারপর কর অভিষেক।

ফুল্লরা। কাকে নজর দিতে হবে ? কে নেবে রাজকর ?

রঘুপতি। কলিঙ্গরাজ ময়ূরধ্বজ।

ফুল্লরা। কেন ?

রঘুপতি। কারণ, এ দ্রাবিড়বন কলিঙ্গরাজ্যের মধ্যে।

ভাঁড়ুদত্ত। কবে কার কাছে খাজনা পেয়েছ হে ? দুর্গম বন, বাঘ ভালুক বাস করত। বন্য ভালুকে নিশ্চয়ই খাজনা দিত না। আমরা বন কেটে নগর বসিয়েছি, আর অমনি তোমরা দখল করতে এসেছ ? এত লোভ ত ভাল নয়।

রঘুপতি। তুমি ব্যাটা কে ?

ভাঁড়ুদত্ত। আমি ব্যাটা দত্ত কায়েত নাম ভাঁড়ুদত্ত।

রঘুপতি। তুমিই বুঝি আমাদের প্রজাগুলোকে ভুলিয়ে এখানে আনবার চেষ্টা কচ্ছ ?

ভাঁড়ুদত্ত। হ্যাঁ, অনেক এনেছি, আরও আনবার ইচ্ছে আছে ; আর আনবোও।

রঘুপতি। আমি তোমাকে হত্যা করব। [তরবারি নিষ্কাসন]

[কালকেতু বামহাত দিয়া তরবারি ছিনাইয়া লইল]

ভাঁড়ুদত্ত। যা পার করো, এখন বিদেয় হও। আসুন আপনারা, কুকুর ছাগলের সঙ্গে কথা বলে লগ্ন পার করবেন না।

[প্রস্থান।

রঘুপতি। খাজনা দেবে না তুমি?

কালকেতু। কেন দেব না? জমি নিয়েছি, খাজনা দেব না? এ মা চণ্ডীর জমি, খাজনা তাকেই দেব; তোমাকেও নয়, তোমার রাজাকেও নয়। চল ফুল্লরা। [প্রস্থানোদ্যোগ, ফিরিয়া তরবারি প্রত্যর্পণ]

রঘুপতি। কালকেতু!

ফুল্লরা। 'মহারাজ' বল।

কুণ্ডলের প্রবেশ।

কুণ্ডল। তা কি বলতে পারে মহারাণি? আভিজাত্যের বিষ অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। চিরদিন যাদের 'তুই' ছেড়ে 'তুমি' বলেনি, আজ তাদের কাছে মাথা নত করলে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হবে যে! রাজা হওয়ায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের জন্মগত অধিকার। বৈশ্য আর শূদ্রের মাথায় যদি রাজমুকুট ওঠে, পৃথিবীতে মহাপ্রলয় নেমে আসবে। কি বল রঘুপতি?

রঘুপতি। আপনি আবার এখানে কেন?

কুণ্ডল। তুমি এসেছ বলেই আমায় আসতে হল। আমি ত জানি, তোমার অতবড় মাথাটার মধ্যে মস্তিষ্ক বলে কোন পদার্থ নেই, আর তোমার শাস্ত্রে সৌজন্য বলে কথাও নেই।

রঘুপতি। কি বলছেন আপনি?

কুণ্ডল। ত্রেতায় রঘুপতি রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে কোল দিয়েছিলেন, আর তুমি কলির রঘুপতি—বিনা কারণে এক নিষাদ দম্পতিকে অপমান করতে এসেছ।

কালকেতু। তুমি সেই রাজপুত্র না?

ফুল্লরা। কোন রাজপুত্র?

কুণ্ডল। কলিঙ্গ দেশের।

কালকেতু ও ফুল্লরা। যুবরাজ! [নতজানু]

কুণ্ডল। উঠুন মহারাজ কালকেতু, ওঠ কল্যাণময়ী,—আমায় অপরাধী করো না।

রঘুপতি। যুবরাজ!

কুণ্ডল। ফিরে যাও রঘুপতি, ফিরে যাও। খাজনা চাইছ কার কাছে? মন্ত্রবলে যার জন্য এতবড় কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী নগরী গড়ে উঠল, সে কি তোমার আমার মত সাধারণ জীব? এখানে দাঁত ফোটাতে এস না রঘুপতি, দাঁত ভেঙে যাবে। এ বন কোনদিন আমাদের অধিকারে ছিল না,—এর রাজস্ব কারও প্রাপ্য নয়।

রঘুপতি। আমি কারও কথা শুনব না, আপনার পিতাই আমাকে পাঠিয়েছেন রাজস্ব নিয়ে যেতে।

কুণ্ডল। আমার মা আমাকে পাঠিয়েছেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

কালকেতু। রাণী-মা পাঠিয়েছে? শুনছ ফুল্লরা?

কুণ্ডল। মহারাজ কালকেতু, মা আপনাকে এই রাজদণ্ড উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন, আপনি রামের মত রাজা হন, আর মহারাণীকে এই একজোড়া শাঁখা পাঠিয়ে প্রার্থনা করেছেন,—বৈধব্য যেন তাঁকে স্পর্শ না করে।

কালকেতু ও ফুল্লরা। আমরা তাঁর দান মাথা পেতে নিলুম।

কুণ্ডল। এইবার দাও বোন, কি আছে তোমার ভাণ্ডারে। আমি বড় ক্ষুধার্ত, অন্ন দাও অন্নপূর্ণা।

ফুল্লরা। এস ভাই, এস। ওগো দেখ, আমার মাটির ঘরে চাঁদ নেমে এসেছে, গুহক চণ্ডালের ভাঙা ঘরে রামরঘুমণি এসেছে, আমি কাকে বলব, কাকে দেখাব?

কালকেতু। টিয়াকে দেখাওগে।

রঘুপতি। যুবরাজ!

কুণ্ডল। চলে যাও রঘুপতি, তোমার কলুষিত স্পর্শে এদের উৎসব-প্রাঙ্গণ আর অপবিত্র করো না।

রঘুপতি। আমায় কি তবে এই বুঝতে হবে যে, যুবরাজ রাজদ্রোহী?

কুণ্ডল। তোমার মত জানোয়ার কি বুঝবে আর না বুঝবে, তা আমার জানবার কথা নয়, তবে আমার এই শেষ কথা, এদের যদি আর একটাও অসম্মানের কথা বল, তাহলে তোমাকে এই প্রাসাদের মধ্যেই জীবন্ত সমাধি দেব।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। দাঁড়িয়ে ভাবছ কি? কুকুরটাকে বের করে দিয়ে তুমি চলে এস।

[প্রস্থান।

কালকেতু। যদি অনুমতি কর, তাহলে আমি এখন আসি।

রঘুপতি। কর দেবে না তুমি?

কালকেতু। না দাদা।

রঘুপতি। তাহলে যমালয়ে যাবার জন্য তৈরী হও।

কালকেতু। তৈরি হয়েই আছি, ডাক এলেই যাব। ভয়ও নেই, দুঃখও নেই।

[প্রস্থান।

রঘুপতি। দেখব আমি, তুমি কেমন যুবরাজ, আর আমিই বা কেমন সৈন্যাধ্যক্ষ।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য

কলিঙ্গ-প্রাসাদ

গীতকণ্ঠে কংকণের প্রবেশ।

কংকণ।—

গীত

এত যে তোমারে ডাকি,
শুনিতে কি তুমি পাও না শ্রবণে মঙ্গলপিনাকি?
তুলিয়াছি ফুল গাঁথিয়াছি মালা,
আরতি-প্রদীপ হয়ে গেছে জ্বালা,
ভোর হল নিশি জাগিয়া জাগিয়া, কত আর বসে থাকি?
দুঃখের শেষ নাহি গো,
আশাপথ আছি চাহি গো,
আঁখি মেলি তোমারি লাগিয়া ঝরিছে লক্ষ আঁখি।

ময়ূরধ্বজের প্রবেশ।

ময়ূরধ্বজ। বেঁচে আছিস কংকণ? দেশজোড়া দুর্ভিক্ষ মহামারীর মধ্যে এখনও আছিস তুই? কেউ থাকবে না। কুক্ষণে এই নাস্তিককে যুবরাজ বলে স্বীকার করেছিলুম; দুদিন গেল না, চণ্ডী উধাও হয়ে গেল, মঙ্গল তার পিছে পিছে ছুটে গেল; সমগ্র দেশে অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এল। কোথায় গেছে সে নাস্তিকটা?

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রুমতী। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছে।

ময়ূরধ্বজ। কার নিমন্ত্রণ?

অশ্রুমতী। ব্যাধরাজ কালকেতুর নিমন্ত্রণ।

ময়ূরধ্বজ। কি? ব্যাধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছে কলিঙ্গের যুবরাজ?

অশ্রুমতী। আর কে যাবে? নিমাই ঠাকুর নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ, তুমি ত মঙ্গলচণ্ডীর শোকেই পাগল।

ময়ূরধ্বজ। কে. তাকে যেতে বললে?

অশ্রুমতী। আমি বলেছি।

ময়ূরধ্বজ। তুমি বলেছ? আর আমি যে এদিকে রঘুপতিকে রাজকর আনতে পাঠিয়েছি।

অশ্রুমতী। তুমি যদি আকাশটার জন্য রাজকর দাবি কর,—সে দাবি কেউ পূরণ করবে না।

ময়ূরধ্বজ। আকাশ আর দ্রাবিড়ের বন এক নয়।

অশ্রুমতী। আমি ত দেখছি একই।

ময়ূরধ্বজ। বিস্ময়ে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। এত সাহস তোমার যে. আমি যার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছি, তুমি তারই ঘরে যুবরাজকে পাঠিয়ে দিয়েছ অস্পৃশ্যের অন্ন গ্রহণ করতে!

অশ্রুমতী। শুধু অন্ন গ্রহণ করতে নয়, আমি সেই ব্যাধরাজকে আমার আশীর্বাদের সঙ্গে একটি রাজদণ্ডও পাঠিয়ে দিয়েছি।

কংকণ। এ তুমি কি করেছ মা? জেনে শুনে তুমি বাবার অপমান করলে?

ময়ূরধ্বজ। আর সেই পিতৃদ্রোহী পাষণ্ড উপহার নিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেছে। একবার ভাবলে না যে এতে তার পিতার অপমান; আর তুমিও একবার চিন্তা করনি যে রাজশক্তি এ রাজদ্রোহ সহ্য করতে পারে না। কি করব আমি তোমাদের, ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছি না।

অশ্রুমতী। আমি ঠিক করেছি। এ রাজ্যে আর তোমার প্রয়োজন নেই; তুমি রাজ্যরশ্মি ধারণে অক্ষম। তুমি থাকলে দেশ-ব্যাপী এই দুর্ভিক্ষ মহামারী কখনও দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে না। সিংহাসনটা কুণ্ডলকে ছেড়ে দিয়ে তোমাকে বানপ্রস্থে যেতে হবে।

কংকণ। এ তুমি বাড়াবাড়ি কচ্ছ মা। বাবা যাবে বানপ্রস্থে।

ময়ূরধ্বজ। অর্থাৎ রাণী হয়ে তোমার সাধ মেটেনি, রাজমাতা হয়ে তুমি রাজ্যশাসন করতে চাও।

অশ্রুমতী। এতদিনে কি আমার এই পরিচয়ই পেয়েছ? তুমি যাবে বনে, আর আমি ঘরে বসে রাজভোগ খাব? না মহারাজ আমিও তোমার সঙ্গেই যাব।

ময়ূরধ্বজ। তোমার মত পতিদ্রোহিণী নারীর সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কংকণ। বাবা, তুমি কাঁপছ কেন বাবা? আমার যে ভয় হচ্ছে। মাকে ক্ষমা কর বাবা, মা বুঝতে পারেনি যে তোমার এতে অপমান হবে। মা, বাবার কাছে ক্ষমা চাও। দাদা এলে তাকেও ক্ষমা চাইতে বলব।

অশ্রুমতী। যা যা, খেলগে যা।

ময়ূরধ্বজ। না, দাঁড়াও। পিতৃদ্রোহী নাস্তিককে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে আমি মহাভুল করেছি। সে ভুল আমি সংশোধন করব।

অশ্রুমতী। কি করবে?

ময়ূরধ্বজ। আমার এ রাজ্য পিতৃদ্রোহী—রাজদ্রোহীর জন্য নয়। আকাশের চন্দ্রতারকাকে সাক্ষী রেখে আমি ঘোষণা কচ্ছি: এ রাজ্যের যুবরাজ কুণ্ডল নয়, কংকণ।

কংকণ। বাবা, এ কি করলে বাবা? এখনও আর কেউ শুনতে পায়নি, তোমার কথা ফিরিয়ে নাও। যা বলেছ, আর তা বলো না।

ময়ূরধ্বজ। সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে, কিন্তু আমার একথা মিথ্যা হবে না। তুমিই এ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী।

অশ্রুমতী। তুমি নিজে যেমন উপযুক্ত রাজা, তোমার এই ছেলেও হবে তেমনি। রাজ্যটাকে ত ধ্বংসের পথেই নিয়ে এসেছ। বাকি যেটুকু ছিল, এইবার তা সম্পূর্ণ করলে। কিন্তু তুমি মনে করো না যে তোমার অসার সিংহাসনের উপর কুণ্ডলের কোন লোভ আছে। মনে রেখো রাজা, এরপর তুমি অনুরোধ করলেও আর তাকে সিংহাসনে বসতে দেব না।

ময়ূরধ্বজ। দেখ ত কংকণ, রঘুপতি এসেছে কিনা। এলেই এখানে পাঠিয়ে দেবে।

[কংকণের প্রস্থান।

অশ্রুমতী। কি আর তোমাকে বলব রাজা? দুষ্টা সরস্বতী তোমার কাঁধে চেপেছে। তোমার যে অপরাধের জন্য দেশের মঙ্গল অন্তর্হিত হয়েছে, আমি চেয়েছিলুম তা সংশোধন করতে; চেয়েছিলুম—যারা চলে গেছে, তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে। হবার নয়, হবার নয়। মহামারীতে দেশ উজোড় হয়ে গেল, প্রজারা দেশ ছেড়ে হাজারে হাজারে চলে যাচ্ছে, তবু তোমার চৈতন্য হল না। এ যে

কি দুঃসহ বেদনা, বলে তা বোঝাবার নয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার মৃত্যু হক।

ময়ূরধ্বজ। আমি মরব, আর তুমি কুণ্ডলকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যশাসন করবে, তা আমি হতে দেব না। তার আগেই তোমাকে আর সে কুলাঙ্গারকে আমি চরম শাস্তি দিয়ে যাব। কে আছ জল্লাদ।

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। জল্লাদকে কেন মহারাজ? কাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন?

ময়ূরধ্বজ। এই রাজদ্রোহিণীকে।

নিমাই। বলেন কি মহারাজ? আপনি কি পাগল হয়েছেন? ছি-ছি-ছি, রাণী বলে কথা, তাকে আপনি হত্যা করতে চান? কেন, কি করেছেন মহারাণী?

ময়ূরধ্বজ। ব্যাধরাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কুণ্ডলকে পাঠিয়েছে; আর উপঢৌকন কি দিয়েছে জান? রাজদণ্ড।

নিমাই। তা কাজটা অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে বটে।

অশ্রুমতী। তুমি চুপ কর।

নিমাই। আপনি ত জানেন, ন্যায্য কথা বলতে আমি কাউকে ছাড়ি না। যতই অপরাধ করুন আপনি, তাবলে একটা সাধারণ প্রজার মত ঘাতকের হাতে আপনার প্রাণ যাবে, আর আমরা তাই দাঁড়িয়ে দেখব! তা হয় না। আর কেউ যদি প্রতিবাদ না করে, আমি একাই বাধা দেব।

অশ্রুমতী। কোন প্রয়োজন নেই। তুমি ঘাতককে ডাক রাজা,—আমি প্রস্তুত হয়ে আসি। [প্রস্থান।

ময়ূরধ্বজ। তুমি মুর্খ। এতবড় রাজদ্রোহিতা কোন রাজা ক্ষমা করতে পারে ?

নিমাই। তা কি হয় ?

ময়ূরধ্বজ। তবে ?

নিমাই। মহারাজ, আজ যদি আপনি রাণীকে হত্যা করেন, কাল আপনার ছেলে আপনাকেই হত্যা করবে।

ময়ূরধ্বজ। তারও শাস্তি মৃত্যু।

নিমাই। একথা ভুলেও উচ্চারণ করবেন না মহারাজ। তাহলে প্রজারা আপনাকে টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

ময়ূরধ্বজ। হেঁয়ালী রেখে বল, এতবড় অপরাধের পরও কি এদের বাঁচিয়ে রাখা চলে ?

নিমাই। তাহলে চণ্ডীও ফিরবে না, মঙ্গলও আসবে না। আপনাকে বলতে অবশ্য আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু আপনার মঙ্গলের জন্য সত্য কথা বলতে আমি যমকেও ভয় করি না। আপনার প্রাসাদ থেকে এই অনাচার যতদিন না দূর হবে, ততদিন দেশের কল্যাণ নেই।

ময়ূরধ্বজ। কি বলছ তুমি ?

নিমাই। বলছি এই যে, আপনার ছোট রাণী আর বড় ছেলে ষড়-যন্ত্র কচ্ছেন, আপনাকে হত্যা করে এখনি সিংহাসনটা অধিকার করতে।

ময়ূরধ্বজ। এতবড় কথা বলতে তুমি সাহস কর ? আমি আগে তোমারই শিরচ্ছেদ করব।

নিমাই। করুন, কিন্তু মনে রাখবেন, তারপর আপনি আর একদিনও জীবিত থাকবেন না। আপনাকে রক্ষা করে আসছি আমি, আর আপনার শত্রুদমন করতেও একমাত্র আমিই জানি।

ময়ূরধ্বজ। কেমন করে?

নিমাই। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। অবশ্য পুত্রস্নেহ যদি আপনার প্রবল হয়ে থাকে—

ময়ূরধ্বজ। না না; যে পুত্র বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা করতে চায়, তুচ্ছ একটা ব্যাধের কাছে পিতার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে দেয়, তার উপর আমার কিছুমাত্র স্নেহ নেই। সে মরুক, আমি তাই চাই, আমি তাই চাই।

নিমাই। তবে তার মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না। আমি যেদিন বলব, সেদিন আপনার শয়ন কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত রাখবেন।

ময়ূরধ্বজ। কেন?

নিমাই। চণ্ডী আসবে নকল চণ্ডী।

[প্রস্থান।

ময়ূরধ্বজ। এও কি সম্ভব? কুণ্ডল আর অশ্রুমতী করবে আমাকে হত্যা! না—না, এ হতে পারে না। আমি এ বিশ্বাস করি না। কিন্তু—

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ, বন্দী নিষাদ পালিয়ে যাচ্ছিল, আমরা তাকে বহুকষ্টে আবার শৃংখলিত করেছি।

ময়ূরধ্বজ। নিয়ে এস পাষণ্ডকে। বলি দেব, বলি। [রক্ষীর প্রস্থান] ভক্তি, বিশ্বাস, পবিত্রতা কি অতীতের কাহিনীতে পরিণত হল? পুত্র কি আর পিতাকে পিতা বলে ডাকবে না? স্ত্রী কি আর স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করবে না?

বন্দী বাঁটুলসহ রক্ষীর প্রবেশ।

ময়ূরধ্বজ। বাইরে অপেক্ষা কর রক্ষি। [রক্ষীর প্রস্থান] নিকৃষ্ট ব্যাধ,—

বাঁটুল। ব্যাধ নিকৃষ্ট নয়, নিকৃষ্ট আপনি। আপনার মত এমন নরাধমের ঘরে অমন দেবতার মত ছেলে কি করে এল, তাই আমি ভাবছি।

ময়ূরধ্বজ। তোমার সঙ্গে তোমাদের সে দেবতাকেও যমালয়ে পাঠাব।

বাঁটুল। তা ত পাঠাবেনই। শয়তান কখনও দেবতার ছায়াও সহ্য করতে পারে না।

ময়ূরধ্বজ। ভেবেছিলুম, তোমাকে আজীবন কারারুদ্ধ করেই রাখব; কিন্তু তা হবে না। এতবড় স্পর্ধা তোমার যে তুমি আমাব দেবমন্দিরে অগ্নি সংযোগ কর?

বাঁটুল। দেবমন্দির নয়, ও আভিজাত্যের লীলাভূমি। পৃথিবীর বুক থেকে এইসব কুলীন দেবতার ঠাট যত শীঘ্র উঠে যায়, ততই মানবজাতির মঙ্গল।

ময়ূরধ্বজ। এই দণ্ডেই আমি তোমাকে বলি দেব।

বাঁটুল। দাও; কিন্তু আগুন তাতে নিভবে না রাজা, মূক জাতি আজ মুখর হয়েছে। তারা জেনেছে, পৃথিবীর কলে জলে তোমাদের সঙ্গে তাদেরও সমান অধিকার, তোমাদের ভোজসভায় তারা বরাহূত কাঙ্গাল অতিথি নয়। হাতী আজ দেখতে পেয়েছে নিজের অসাধারণ শক্তি; এর পরেও যদি তাকে অংকুশের আঘাত কর, সে তোমাকে পায়ের তলায় ফেলে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে চলে যাবে।

ময়ূরধ্বজ। হাতির বংশ আমি ধূলিসাৎ করব। তোমার মৃত্যু দিয়ে তার সূচনা হক। [তরবারি নিষ্কাসন]

কুণ্ডলের প্রবেশ।

কুণ্ডল। ক্ষান্ত হন পিতা। এ অন্যায় প্রকৃতি সহ্য করবে না।

ময়ূরধ্বজ। কত অনাচার ত প্রকৃতি সহ্য কচ্ছে, আর অপরাধীর শাস্তি সইবে না? যাও যুবক, ঘরে বসে নিজের শাস্তির কথা চিন্তা করগে।

কুণ্ডল। আমাকে শাস্তি দিতে হয় দিন পিতা। কিন্তু অকারণ এই যুবকের প্রাণ নেবেন না। একেই প্রজারা দুর্ভিক্ষ মহামারীতে জর্জরিত, তার উপর দেশে যুদ্ধের বিভীষিকা আর টেনে আনবেন না। নিষাদরাজ্যকে কেন্দ্র করে অন্ত্যজ জাতি আর চিরঅবজ্ঞাত মেহনতী জনতার যে বিপুল উদ্দীপনা দেখে এলুম, তাকে মর্যাদা দিলে আপনার রাজ্যেও শান্তির বাতাস বইবে। এ বিরাট শক্তিকে ক্ষেপিয়ে তুলবেন না পিতা, তাহলে আপনি শুধু নিজের সর্বনাশ করবেন না, সমগ্র দেশটাকেই সর্বস্বান্ত করবেন।

রঘুপতির প্রবেশ।

রঘুপতি। তাই বুঝি আপনি তাদের রাজদণ্ড উপহার দিয়ে এসেছেন? এই কুকুরের জাত—

বাঁটুল। খবরদার পাষণ্ড। দ্বিতীয়বার একথা উচ্চারণ করলে আমি তোমার ভবলীলা ঘুচিয়ে দেব। হাত আমার বাঁধা হলেও পা-দুটো খোলাই আছে।

কুণ্ডল। আমার হাতও খোলা, পা-ও খোলা।

রঘুপতি। কুমার!

কুণ্ডল। চুপ্। কুকুরের কাজ পাহারা দেওয়া আর উচ্ছিষ্ট খাওয়া। মনিবের রাজনীতির মধ্যে মাথা গলাতে এলে তার মাথাটাই মাটিতে গড়াগড়ি যাবে।

ময়ূরধ্বজ। তোমার নিজের মাথাটা কোথায় থাকবে, সে কথাটা ভাবনি?

কুণ্ডল। না পিতা। আমি সবার কথা ভাবতে গিয়ে নিজের কথা ভুলে গেছি। দুঃস্থ নির্যাতিত অবহেলিত মানুষের জন্য আমার যে বেদনা, ভাষা তাকে রূপ দিতে পারে না। এদের মঙ্গলে আপনারও মঙ্গল; আপনার মঙ্গলের জন্যই আমি আপনার অবাধ্য হয়েছি। বলি দিতে হয় আমাকে দিন, একে ছেড়ে দিন পিতা। [পদ ধারণ]

ময়ূরধ্বজ। সরে যাও পিতৃদ্রোহি বর্বর! [পা দিয়া ঠেলিয়া দিলেন] রঘুপতি!

রঘুপতি। মহারাজ!

ময়ূরধ্বজ। এই মুহূর্তে এই অস্পৃশ্য ব্যাধের শিরশ্ছেদ কর।

রঘুপতি। মহৎ কাজে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। [তরবারি নিষ্কাসন]

কুণ্ডল। [তরবারি ধারণ]

বাঁটুল। [সবলে শৃংখল ছিন্ন করিয়া] এমনি করে জগতের পদানত জাতির দাসত্ববন্ধন ছিন্ন হক। [প্রস্থান।

রঘুপতি। কুমার!

কুণ্ডল। পদলেহন কর, ভাল করে মনিবের পদলেহন কর; ধর্ম, বিবেক, বুদ্ধি—সব রসাতলে যাক, দাসত্ব বজায় থাকলেই চতুর্বর্গ লাভ হবে। সংসারে আর সবই ফাঁকা, সার শুধু টাকা, শুধু টাকা।

[প্রস্থান।

রঘুপতি। এখন কি করব মহারাজ ?

ময়ূরধ্বজ। গলায় দড়ি দাওগে। তোমার মত অকর্মণ্য সৈন্যাধ্যক্ষ যার, তার রাজ্য ছেড়ে বনে যাওয়াই উচিত।

রঘুপতি। আপনার হাতেও ত তরবারি ছিল, কিছুই ত করতে পারলেন না। আমাকে না হয় কুমার বাধা দিয়েছিলেন, আপনাকে ত কেউ বাধা দেয়নি।

ময়ূরধ্বজ। থাক্ থাক্, খুব বুঝেছি। কি করে এলেছ তাই বল। কালকেতু রাজকর দিলে না ?

রঘুপতি। না।

ময়ূরধ্বজ। কি বললে ?

রঘুপতি। বললে এ রাজ্য মা চণ্ডীর, কর তাকেই দেব।

ময়ূরধ্বজ। একি সেই ব্যাধ, যাকে তোমরা প্রহার করেছিলে ?

রঘুপতি। হ্যাঁ মহারাজ। যাবার সময় সে আমাদের চণ্ডীকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

ময়ূরধ্বজ। মন্দির বন্ধ ছিল না ? কেমন করে চুরি করে নেবে ?

রঘুপতি। তা জানি না। হয়ত সে মায়াবী। আমি সে চণ্ডীর বিগ্রহ স্বচক্ষে দেখে এসেছি। সেই মুখ, সেই চোখ, সব সেই। কোথাও এতটুকু প্রভেদ নেই।

ময়ূরধ্বজ। সৈন্য-সমাবেশ কর; আমরা নিষাদরাজ্য আক্রমণ করব। আমার রাজকরও চাই, চণ্ডীর বিগ্রহও চাই, আরও চাই কালকেতুর ছিন্ন মস্তক। [প্রস্থান।

রঘুপতি। ওই সঙ্গে আরও একটা জিনিষ চাই, তার নাম টিয়া।
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভাঁড়ু দত্তের গৃহ

গীতকণ্ঠে রামসাগরের প্রবেশ।

রামসাগর—

গীত

ওরে চাঁদবদনি রাই।
তোর তবে যে আমি প্রিয়া, দিবানিশি খাবি খাই।
যেদিন তোরে প্রথম দেখি রে
সেদিন থেকেই আমি গেছি রে,
রামসাগর বলে, আর দেরী কত, মালাটা গলায় দে না ছাই।

সোনাবৌয়ের প্রবেশ।

সোনা। ওরে থাম্, থাম্; কি সর্বনাশ, তুই গান গাইছিস কি রে?

রামসাগর। গানটা কি রকম লাগল রে দিদি?

সোনা। বেশ লাগল, তবে তালমান সব উচ্চাঙ্গের, সবাই বুঝবে না।

রামসাগর। বয়ে গেল। একজন ত বুঝবে? তাহলেই হল; আর আমার দরকার নেই। জানিস দিদি, এ গান আমার নিজের রচনা।

সোনা। বলিস কি রে? তুই লিখতে শিখলি কবে?

রামসাগর। এর মধ্যেই শিখে নিয়েছি। লেখাপড়া না শিখলে চলে

কখনো? সবাই ঠাট্টা করে। গান আমি দশ বারো খানা বেঁধে ফেলেছি। বিশ্বাস হল না বুঝি? তবে শোন—

"মাথায় করে রাখব তোরে
একটুখানি নজর দে সই!"

সোনা। থাক থাক, আর দরকার নেই; ওতেই আমি বুঝে নিয়েছি। কিন্তু আমি একটা কথা বুঝতে পাচ্ছি না। বাবা তোকে দশ বছর চেষ্টা করেও 'ক' শেখাতে পারেনি, আর আজ এত অল্প সময়ের মধ্যে তুই সব শিখে ফেললি? গান পর্যন্ত বেঁধে ফেলেছিস? কেন বল ত ভাই? কার জন্যে এ সাধনা?

রামসাগর। জানিস ত সব, আর কেন লজ্জা দিস? টিয়া খুব গান শুনতে ভালবাসে। নিজের একখানা গান তাকে শুনিয়ে দেব।

সোনা। এখনও টিয়াকে ভুলিসনি তুই?

রামসাগর। সে কি ভোলবার জিনিষ?

সোনা। সে যে ব্যাধের মেয়েরে হতভাগা।

রামসাগর। তোদের ওই এক দোষ,—তোরা খালি দত্ত কায়েতের অহংকার নিয়েই মলি। একই মহাদেব ওদেরও গড়েছে, আমাদেরও গড়েছে।

সোনা। টিয়া তোকে কিছু বলেনি ত?

রামসাগর। বলবে? আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ঢিল মারে, নয় ত থুথু দেয়। সেদিন একটা আধলা ইট ছুঁড়ে মেরেছিল, পায়ে লেগে মরি আর কি?

সোনা। তবু তার জন্যে তোর গান শিখতে হবে?

রামসাগর। বড় সুন্দর দিদি, বড় সুন্দর; দেখলে মনে হয়, মা দুগ্‌গা দাঁড়িয়ে আছে। দিদি, আমায় একটা পয়সা দিবি?

সোনা। কেন?

রামসাগর। দে না; টিয়াকে একটা টিপ কিনে দেব। টিপ পরলে ওকে ভারী মানায়!

সোনা। বেল পাকলে কাকের কি রে হতভাগা? একে ত অন্ত্য জাত, তার উপর এখন সে রাজার বোন। হয়ত কলিঙ্গরাজের ছেলেই তাকে লুফে নিয়ে যাবে।

রামসাগর। টিয়াকে আমি বলে দিয়েছি, এসব বেয়াদবি আমি সইব না। দত্তজাও প্রায়ই টিয়ার কাছে গিয়ে ঘুরঘুর করে। তুই তাকে বলে দিস, এসব ভাল কথা নয়।

সোনা। কোথায় তোর দত্তজা?

রামসাগর। কি জানি কার মাথায় হাত বুলুতে গেছে। দিন রাত খালি ওই এক ভাবনা, কি করে পয়সা রোজগার করবে। তাতে কারও গলা কাটাই যাক, আর ভবাডুবিই হক, সে সব দেখবার দরকার নেই। এখনও সাবধান করে দি দিদি, রাজা টের পেলে কিন্তু দু ঠ্যাং ধরে চিরে ফেলবে।

সোনা। কিছুতেই কি স্বভাব শোধরাবে না? এক রাজ্য থেকে তাড়া খেয়ে আর এক রাজ্যে এসেছি, এখানেও তিষ্ঠুতে পারব না? কার কি করেছে বল দেখি।

রামসাগর। কার কি না করছে, সেটা বলা বরং সোজা। একই জমি সাতজনকে বিক্রি কচ্ছে, বাজার থেকে অন্যায ভাবে তোলা আদায় কচ্ছে যে না দেবে, তার জিনিষপত্তর টেনে নদীতে ফেলে দিচ্ছে।

সোনা। এতদিন ত ওসব আমায় বলিসনি।

রামসাগর। বললে আমায় কান ধরে তাড়িয়ে দিত। তা দেয় দিক, অমন বোনাইয়ের ভাত না খেলে আমার কিচ্ছু এসে যাবে না।

কলিঙ্গের রাণী-মা বলেছে, "তুই যদি আসিস, তোকে লুকে নেব।" কবে চলে যেতুম, কিন্তু টিয়াকে যে দেখতে পাব না।

সোনা। তুই মিছে কথা বলছিস না ত?

রামসাগর। মিথ্যে কি সত্যি তোর ঘরেই ত তার প্রমাণ আছে। এত কাপড় কোত্থেকে এল বল দেখি। বোনাই কি দশ বছরের কাপড় এক সঙ্গে কিনে রেখেছে? ফুঃ। মাইনে ত পায় আট টাকা।

সোনা। এসব কিসের কাপড়? কেনা নয়?

রামসাগর। না রে, স্রেফ চুরি, চ'য়ে আক'র রয়ে দীর্ঘ ঈকার! রাজা ক্যাঙালীদের দুখানা করে কাপড় দিতে বলেছিল না? বোনাই তার একখানা মেরে দিয়েছে।

সোনা। কাঙালীর কাপড় এনে ঘর বোঝাই করছে! আমি বলি রাজার কাছে দান পেয়েছে। নরকেও স্থান হবে না যে।

রামসাগর। হবে; তবে এ নরক নয়, দত্ত কায়েতের জন্যে আলাদা নরক তৈরী হচ্ছে।

সোনা। এ মড়াকে নিয়ে আমি কি করি বল দেখি?

রামসাগর। তোকে কিছু করতে হবে না, প্রজারাই ওকে ঢিট করে দেবে। দুবার তারা রাজার কাছে গেছল। বোনাই তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এবার যেদিন যাবে, সেদিন কেউ রুখতে পারবে না।

ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ।

ভাঁড়ুদত্ত। কিসের কথা রে রামছাগল?

রামসাগর। দেখ্ দিদি, দেখ্; যখন তখন খালি 'রামছাগল'!

ঘরে বলে, তা সহ্য হয় ; রাজার কাছে পর্যন্ত নামটা বলে এসেছে, "রামছাগল নন্দী।" এ সবই তবু তুচ্ছ করা যায়, কিন্তু টিয়ার কাছে যে বলে, এ কি কেউ সইতে পারে?

ভাঁড়ুদত্ত। অত রাগিস কেন?

রামসাগর। রাগব না? তুমি বোনাই বলে মাথা কিনে নিয়েছ নাকি? দিদি বিধবা হবে তাই, নইলে তোমার মুণ্ডুটা কবে আমি পাঁকের মধ্যে পুঁতে ফেলতুম।

ভাঁড়ুদত্ত। তোমার দিদি যখন রেগে উঠে রামছাগল বলে, তখন ত চটো না মানিক।

রামসাগর। দিদি হচ্ছে গুরুজন।

ভাঁড়ুদত্ত। আমি গুরুতর জন।

সোনা। হ্যাঁগা, ঘরবোঝাই অত কাপড় কিসের?

ভাঁড়ুদত্ত। কাপড়ের দোকান করব ; দর চড়ে যাচ্ছে, শুধু এই কাপড় বেচেই লাল হয়ে যাব।

সোনা। কি দিয়ে কিনেছ?

ভাঁড়ুদত্ত। এই ধার টার করে কিনেছি আর কি?

সোনা। মিছে কথা বলো না বলে দিচ্ছি। তাহলে আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। এসব কাঙালী বিদায়ের কাপড় না?

ভাঁড়ুদত্ত। এ তুমি কি বলছ সোনাবৌ?

সোনা। কি বলছি? তোমার গলায় দড়ি জোটে না? যত বলি চুরি-চামারি করো না ; হকের পয়সায় যা জোটে তাই খাব, না হয় না খেয়ে মরব। তবু তোমার আক্কেল হল না? এক রাজ্যি থেকে গলাধাক্কা খেয়ে আর এক রাজ্যে এসেছ, এখানে এসেও সেই চুরি!

ভাঁড়ুদত্ত। এসব বাজে কথা কোন শুয়োর বলছে তোমাকে? আমি করব কাঙালী বিদায়ের কাপড় চুরি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে সোনাবৌ? আমার কথা বিশ্বাস না হয়, এই রামছাগলকে জিজ্ঞেস কর না।

রামছাগল। দেখলি দিদি? দেখলি ত? আর আমি মুখ বুজে থাকব না। তোর সোয়ামী চোর, ডাকাত, মহাপাপী। ক্যাঙালীর কাপড় মেরে দিয়েছে, পাঁচীর মা'র জমি কেড়ে নিয়েছে, বিলের ধারের জমি সাত জনকে বিক্রি করেছে, বংশী কামারের আট-চালায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

সোনা। এত বাড় বেড়েছে তোমার?

ভাড়ুদত্ত। মিছে কথা সোনাবৌ। রামছাগল মিছে কথা বলছে।

রামছাগল। আরও আছে দিদি। ফুলটুসীর মাকে—

ভাঁড়ুদত্ত। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে।

রামছাগল। যাবই ত। ক্যাঙালীর কাপড় যে চুরি করে, তার ঘরে রামসাগর নন্দী থাকে না। [প্রস্থান।

সোনা। শোন যা বলছি। আমি নন্দীর মেয়ে, চোরাই মাল আমি ঘরে রাখব না।

ভাঁড়ুদত্ত। আমি দত্ত কায়েত, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি; ওর একখানা কাপড়ও চোরাই নয়। সব না বলে চেয়ে নেওয়া।

সোনা। কার কাছে?

ভাঁড়ুদত্ত। রাণীর কাছে।

সোনা। যাচ্ছি আমি রাণীকে জিজ্ঞেস করতে।

ভাঁড়ুদত্ত। অ'রে রামোঃ! দত্ত কায়েতের স্ত্রী হয়ে তুমি ব্যাধরাণীকে দেখতে যাবে?

সোনা। তোমার মত দত্ত কায়েতের চেয়ে ব্যাধ অনেক ভাল। নন্দী হলে না হয় কথা ছিল।

ভাঁড়ুদত্ত। তুমি ঠিকই আজ্ঞা করেছ সোনাবউ। তাইত বলছি নন্দীর মেয়ে তুমি, তোমার কি সাজে ব্যাধের বাড়ী যাওয়া! গেলেই গোসাপের মাংস খাইয়ে দেবে।

সোনা। গোসাপের মাংস।

ভাঁড়ুদত্ত। তার উপর কেঁচোর অম্বল, আর ইঁদুরের কালিয়া। যে-কেউ রাজার অন্দর মহলে যায়,—এইসব খাইয়ে তার জাত মারে। বাচস্পতি ঠাকুরের স্ত্রী আশীর্বাদ করতে গেছল, কি দিয়েছে জান? একটি ব্যাঙ-ভাজা আর একখানা মোহর। যেও না, কখখনো যেয়ো না।

সোনা। তবে কাঙালীদের খবর দাও, আমি এক্ষুনি সব বিলিয়ে দেব।

ভাঁড়ুদত্ত। খবর দিয়ে এসেছি। তারা এল বলে। তুমি এখন রান্নাঘরে যাও, এলেই আমি ডাকব। যাও যাও, শিরোমণি আসছে। আসুন, আসুন, শিরোমণি মশায় আসুন।

সোনা। ঘাটের মড়ার আর আসবার সময় ছিল না। দূর—দূর।

[প্রস্থান।

ভাঁড়ুদত্ত। নন্দী আবার কায়েত! আরশোলা আবার পাখী! হুঃ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কালকেতুর প্রাসাদ

হুঁকাহাতে সঞ্জয়কেতুর প্রবেশ।

সঞ্জয়। কই রে, ও অভয়া.—কল্কে নিয়ে ভাগলি নাকি? মেয়েটা যেন আধপাগলা। কিন্তু দেখতে শুনতে বেশ। বাঁটুলের বিয়ে না হয়ে থাকলে ওর সঙ্গেই বেটীকে ঝুলিয়ে দিতুম।

অভয়া কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে প্রবেশ করিল।

অভয়া। এই নাও কল্কে।

সঞ্জয়। এতক্ষণ কি কচ্ছিলি? দু-এক টান মেরেছিল বুঝি?

অভয়া। কি পাগলের মত বকছ?

সঞ্জয়। তাতে আর কি হয়েছে? আমার পরিবার তো হামেশাই ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানছে। আমার হাতে হুঁকো দেখলে ভাত খেতে খেতেও এক টান টেনে নেবে। ফুলিকে কত চেষ্টা করলুম, কিছুতেই হুঁকো ধরলে না। রাণী হলে কি হয়? মেয়েটার বুদ্ধি নেই।

অভয়া। তোমার মেয়ে কিনা!

সঞ্জয়। শোন অভয়া. তোকে একটা কথা বলি। আজ আমি চলে যাচ্ছি। আজ না বললে আর বলা হবে না। আচ্ছা, তোর বাপ ত বলছিল গিরিরাজ, কি জাত তোরা?

অভয়া। আমি অজাত।

সঞ্জয়। ও লোকটাও অজাত। দেখ—তোর ভালর জন্যেই

বলছি। ঘর ছেড়ে যখন চলে এয়েছিস, আর যে তোকে নেবে, তা মনে হয় না। এই বয়সে পরের বাড়ী ঝিগিরি করবি, সে কি ভাল? তার চেয়ে তুই বিয়ে কর।

অভয়া। তোমাকে নাকি?

সঞ্জয়। আরে ধেৎ আমাকে কেন? কি যে বলে? আমার ত পরিবার আছে।

অভয়া। আমারও তো সোয়ামী আছে।

সঞ্জয়। সে শালা কি আর তোকে নেবে? তার চেয়ে তুই মংলাকে বিয়ে কর।

অভয়া। মংলা কে?

সঞ্জয়। ওই যে দেউড়ীর দারোয়ান, দিন রাত খালি গান গায় আর কাঁদে। ওরও বউ হারিয়েছে, আর তোরও সোয়ামী হারানোর মধ্যে। তুই রাজি হয়ে যা, আমি 'ফুলিকে বলে যাই, তোদের বিয়ে দিয়ে দেবে।

অভয়া। না।

সঞ্জয়। 'না' কেন? সেও অজাত, তুইও অজাত। সে চাকর, তুই ঝি। বেশ হবে, তুই রাজি হয়ে যা।

অভয়া। আমার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? তুমি যাচ্ছ যাও না, আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।

সঞ্জয়। ভাবতে হবে না বললেই হল? একশো বার ভাববো, এ আমার কর্তব্য। এই বয়সে আর এত রূপ নিয়ে তুই আমার মেয়ের ঘরে থাকবি, আর জামাই যদি—মানে, কি যে বলি?—ব্যাটাছেলের মন না মতি। ফুলিটা বোকা বলে তোকে ঠাঁই দিয়েছে। ওর মা হলে কখখনো দিত না। এখন যে বুড়ো হয়েছি,

তবু যদি দেখে আমি কোন ডাগর মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি, অমনি আমায় হুঁকোপেটা করবে।

অভয়া। তোমার কোন ভয় নেই মোড়ল। তোমার মেয়ে আমার মা, তোমার জামাই আমার বাবা।

সঞ্জয়। তবে তুই তোর সোয়ামীর কাছে চলে যা, আজই যাবি, এক্ষুনি যাবি।

অভয়া।—

গীত

যেতে যে পারি না কাছে, বুক ফাটে বেদনায়,
বহালে ধরায় নদী আঁখিজল বরষায়।
কি জানি কিসের বাধা টানিছে ধরিয়া পা,
শাসন ছুটিয়া আসে; বলে, 'যা রে ফিরে যা,'
রাতি কি হবে না ভোর?
এ কি এ কুহেলী ঘোর!
পারি না সহিতে আর, হে মরণ, কাছে আয়।

[প্রস্থান।

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। কে? কে? বউ এসেছিস, বউ?

সঞ্জয়। দুর ব্যাটা, যেখানে সেখানে বউ পড়ে আছে নাকি? আমাকে পেলে যদি হয়ত বল্,—ঘোমটা দিয়ে দাঁড়াই। কি নাম তোর বৌয়ের?

মঙ্গল। যত নাম আছে, সবই তার নাম, যত রূপ আছে, সবই তার রূপ।

সঞ্জয়। আর, যত বউ আছে, সবই তোর বউ, হেঃ-হেঃ-হে। মাথাঃ

ঠাণ্ডা করে বে'-থা করিস ত বল,—আমি ব্যবস্থা করে যাই। ছুঁড়ীটা একটু কেঁড়েলি কচ্ছে, তা ও ঠিক হয়ে যাবে। তুই রাজি আছিস কি না বল।

মঙ্গল। অ্যাঁ!

সঞ্জয়। 'অ্যাঁ' কি? চারিদিকে তাকাচ্ছিস কেন?

মঙ্গল। কত্তা, এত গন্ধ কিসের? এযে আমার বোয়ের গায়ের গন্ধ!

সঞ্জয়। সাধে কি আর লোকে পাগল বলে? নে, তৈরী হয়ে নে; আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবি।

মঙ্গল।—

গীত।

বঁধু রে, এ জীবনে কূল ত পেলাম না।
উজান গাঙে বেয়ে মলাম, আধাপথও এলাম না।
ঝড়ের দোলায় ঢেউ দিয়ে যায় দোল,
ঝাপসা দেখি দুনয়নে, মরণ দিতে আসে কোল,
ভাঙ্গা তরী বাইব কত?
ঢেউযেব মাতন অবিরত,
যাওয়ার তরে গেলি যদি, আমি কেন গেলাম না?

ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। এই যে মংলা এসেছে দেখছি। কাঁদছিস কেন বাবা? কেউ কিছু বলেছে?

মঙ্গল। আমার বউকে দেখেছ? কাছেই কোথাও আছে সে! আমি তার গায়ের গন্ধ টের পাচ্ছি। বল, বল, কোথায় সে? এত যে ডাকছি কেন সাড়া দিচ্ছ না?

সঞ্জয়। কে সাড়া দেবে রে ব্যাটা? তোর বউ অক্কা পেয়েছে। কেঁদে আর কি করবি? সোংসারের এই নিয়ম। নে ধর,—তোল্ মাথায়। [বোচকা মাথায় তুলিয়া দিল] ফেলে দিসনি যেন, তাহলে তোকেও তোর বোয়ের কাছে পাঠিয়ে দেব।

মঙ্গল। বউ নেই? হ্যাঁগা, তুমিও বলছ, বউ মরে গেছে?

ফুল্লরা। না বাবা,—তোমার বউ মরেনি। আমি বলছি, তুমি তাকে ফিরে পাবে।

মঙ্গল। পাব? তুমি বলছ পাব? তোমাকে যেন চেনা মনে হচ্ছে। হ্যাঁগা, তুমি কোন দেশের? তোমাকে ত মাটির মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। পাব, পাব, তুমি যখন বলছ, তখন ঠিক পাব। [আনন্দে হাততালি দিল; মাথার বোচকা পড়িয়া গেল]

সঞ্জয়। তবে রে ব্যাটা পাগলা,—[লাঠি দ্বারা এক ঘা বসাইয়া দিল]

ফুল্লরা। মেরো না বাবা। কাকে মাচ্ছ? এ যে শিশুর মত সরল!

মঙ্গল। মারুক, মারুক, ওতে কিছু যায় আসে না। বউ যখন পাব তুমি বললে, তখন ক'সে চাবুক মারলেও আমি কিচ্ছুটি বলব না, কিচ্ছুটি বলব না।

[প্রস্থান।

সঞ্জয়। তোরা এ জবরজঁাই পোষাক পরে কি করে চলিস, আমি বুঝতে পাচ্ছিনি। আমার ত সেই থেকে গা কুটকুট কচ্ছে, ও ফুলি, এটা রেখে আমার নিজের পোষাক দেনা। এযে বড্ড গরম লাগছে। আর কি বিশ্রী গন্ধ!

ফুল্লরা। কি বলছ বাবা? রাজার শ্বশুর তুমি, রাজপথ দিয়ে যাবার

সময় লোকে নমস্কার করবে, তোমার কি এখন ছেঁড়া ময়লা পোষাক পরা চলে ?

সঞ্জয়। লোকে নমস্কার করবে! আমাকে। সে যে বড় বিশ্রী দেখাবে ফুলি। তা হবে না; আমি ছুটতে ছুটতে যাব। [জুতা খুলিয়া হাতে লইল]

ফুল্লরা। জুতো খুললে কেন? পায়ে দাও।

সঞ্জয়। বাড়ীর ঘাটে গিয়ে পায়ে দেব।

ফুল্লরা। [প্রণাম করিয়া] বাঁটুলের কথা মাকে গিয়ে কি বলবে ?

সঞ্জয়। বলব, বাঁটুল তার দিদির ইয়ে হয়েছে; সৈন্য—সৈন্য—কি যেন বললি?

ফুল্লরা। সৈন্যাধ্যক্ষ।

সঞ্জয়। ব্যস, ব্যস, আমি তাহলে চললুম। জয় মা চণ্ডি!

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। জয় মা চণ্ডি!

কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। বাঁটুল কি চলে গেছে ফুল্লরা?

ফুল্লরা। চলে যেতে দিলে ত যাবে। হঠাৎ যদি একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়, কে তোমার সৈন্যচালনা করবে?

কালকেতু। যুদ্ধ হবে? কার সঙ্গে? কই, আমি ত কিছুই শুনিনি।

ফুল্লরা। হয়ত দুচার দিনের মধ্যেই শুনবে যে, কলিঙ্গরাজ তোমার রাজ্য আক্রমণ করছে।

কালকেতু। আমার রাজ্য আক্রমণ করবে কলিঙ্গরাজ? কেন?

আমি ত তার কোন অনিষ্ট করিনি। আর কেউ না জানলেও সে নিজে ত জানে, এ দ্রাবিড়বন কখনও তার ছিল না।

ফুল্লরা। কিন্তু তারা যে বলছে, তাদের চণ্ডীকে তুমি চুরি করে নিয়ে এসেছ।

কালকেতু। যে চণ্ডীকে চুরি করে আনা যায়, সেকি দেবতা না পাথরের পুতুল? তার মুখের কথায় কি ডালিমগাছের তলায় সোনার কলসী মেলে, তার দয়ায় কি দেখতে দেখতে এতবড় বনটা সহর হয়ে যায়? এই সোজা কথাটা এই ভদ্রলোকেরা কিছুতেই বুঝবে না যে, মা সবার মা, তাকে চুরি করতে হয় না; আর যে চুরি হয়, সে মা নয়—ডাইনী।

বাঁটুলের প্রবেশ।

বাঁটুল। তোমার মত সহজ বুদ্ধি ত তাদের নয়। তারা ভদ্র-লোক, সোজাসুজি বুঝলে তাদের জাত যায়, সোজা কথা বললে অপমান হয়। তোমাকে তারা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, মন্দিরের দরোজা তখন বন্ধ ছিল। তবু তাদের চণ্ডী যখন নেই, আর তোমার ঘরে চণ্ডীর আবির্ভাব রয়েছে, তখন তুমি তাকে নিশ্চয়ই চুরি করেছ।

কালকেতু। সত্যিই চণ্ডী পালিয়ে গেছে বাঁটুল?

বাঁটুল। চণ্ডী ত গেছেই, সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলও চলে গেছে।

কালকেতু। আহা, তবে ত তাদের বড় ক্ষতি হয়েছে। ওরে, সে দেশে চন্দ্রসূর্য উঠছে ত? বাতাস বইছে ত? ঠাকুর পালিয়ে গেছে, এ ত বড় সোজা কথা নয়।

ফুল্লরা। পালাবে না? তুমি পুজোর ফুল নিয়ে গেলে, তারা ফুল ত নিলেই না, তার উপর তোমাকে চোরের মার মারলে!

বাঁটুল। এখন তার ফল ভোগ কচ্ছে। দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে দেশটা উজোড় হয়ে গেল।

কালকেতু। তুমি দেখে এলে?

বাঁটুল। দেখলুম না? ভাতের জন্য মানুষগুলো কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি কচ্ছে, একটুখানি ফ্যানের জন্য কি করুণ অনুরোধ, শুনলে চোখ ফেটে জল আসে। তার উপর যমের অত্যাচার। অসংখ্য পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যারা আছে, তারা চোর ডাকাতের অত্যাচারে জর্জরিত।

কালকেতু। শুনছ ফুল্লরা? মানুষ পশুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি কচ্ছে দুটো ভাতের জন্যে। তুমি যাবে?

ফুল্লরা। কোথায়?

কালকেতু। তাদের মুখে ভাত দিতে? আমাদের ত অনেক আছে। তুমি যাও, টিয়াকে সঙ্গে নাও, চাল ডাল তেল নুন যত পার নৌকো ভর্তি করে নিয়ে যাও। যারা গেছে, তারা ত গেছেই। যারা আছে, তারা যেন আর না মরে।

ফুল্লরা। তুমি ভুল বুঝেছ। তুমি ত তুমি, দশটা রাজা তাদের সব সম্পদ নিয়ে এগিয়ে গেলেও কলিঙ্গের অভাব দূর করতে পারবে না।

কালকেতু। কেন?

বাঁটুল। কেন, বুঝতে পাচ্ছ না? অভাব ত চাল ডাল তেল নুনের নয়, অভাব হচ্ছে চণ্ডীর। তুমি যত খুশী নিয়ে যেতে পার, কিন্তু তোমার নৌকা হয়ত কংস নদীতে ডুবে যাবে।

কালকেতু। তাহলে উপায়?

বাঁটুল। উপায় আছে। আমি দেখে এসেছি, কলিঙ্গের সব শক্তি শেষ হয়ে গেছে। আমাকে শুধু দশ হাজার সৈন্য দাও; আমি দশ

দিনের মধ্যে কলিঙ্গ জয় করে তোমার হাতে তুলে দেব, আর কলিঙ্গের সেই অত্যাচারী অপদার্থ রাজাটাকে বেঁধে এনে দ্রাবিড়ের শ্মশানে বলি দেব।

কালকেতু। না বাঁটুল, তা হয় না। যম যাদের মারছে, আমি আর তাদের মারতে পারব না। হয়ত তুমি—দশদিনে কেন, পাঁচ দিনেই কলিঙ্গ জয় করে দ্রাবিড়ের সঙ্গে মিশিযে দিতে পার, কিন্তু কি হবে রাজ্য জয় করে? আমি মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া জানিনে, রাজনীতি বুঝিনে, অতবড় রাজ্য নিয়ে করব কি? প্রজারা দুঃখ পাবে, চোখের জল ফেলবে, অভিশাপ দেবে। কাজ নেই বাঁটুল, কাজ নেই। এত জমি নিয়ে করব কি? মরে গেলে সাড়ে তিন হাতের বেশী জমি ত তোমরা দেবে না।

ফুল্লরা। সব বুঝি। কিন্তু তুমি যুদ্ধ না করলেও তারা ত তোমায় ছেড়ে দেবে না। কলিঙ্গরাজ নিশ্চয়ই তোমার রাজ্য আক্রমণ করবে।

কালকেতু। না, করবে না।

বাঁটুল। আমি শুনে এসেছি, তারা এল বলে।

কালকেতু। যদিই আসে তুমি ত খুব বীর শুনতে পাই, তুমি পারবে না তাদের হটিয়ে দিতে?

বাঁটুল। শুধু হটিয়ে দেব? তাদের একজনকেও আমি ফিরে যেতে দেব না; সবাইকে এই দ্রাবিড়ের মাটিতে কবর দেব।

কালকেতু। তবু এ কটা দিন তারা বেঁচে থাক।

ফুল্লরা। তোমার দ্বারা রাজ্য রক্ষা হবে না।

কালকেতু। আমারও তাই বিশ্বাস। এ আমার ভাল লাগে না ফুল্লরা। মা আমায় একি বাঁধনে বাঁধলে? মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করি। এ কোঠাবাড়ীর চেয়ে সেই কুঁড়েঘর

অনেক ভাল ছিল। রাজ্যটা তুমি নেবে বাঁটুল? এখনি তামাতুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে দিয়ে দেব। তারপর কলিঙ্গরাজকে বেঁধে নিয়ে এস, কলিঙ্গের মাটিশুদ্ধ উপড়ে এনে দ্রাবিড়ের মাঠে ফেলে দিও, আমি কিচ্ছু বলব না।

বাঁটুল। তুমি যেমন কাপুরুষ, তেমনি অসভ্য।

কালকেতু। আমি ত বলিনি আমি সভ্য।

বাঁটুল। তোমার ছোট ভাই থাকলে তাকে তুমি একথা বলতে পারতে? পারতে তামাতুলসীগঙ্গাজল নিয়ে তাকে রাজ্যদান করতে? দিদির সম্পত্তি আমি নেব? আমি কি শিক্ষিত মার্জিত ভদ্রলোক যে, সম্পত্তির জন্য ভাইবোনকে শত্রু মনে করব? আমি ছোটলোকের ছেলে, টাকার চেয়ে ধর্মের দাম আমার কাছে অনেক বেশী। তুমি নূতন ভদ্রলোক হয়েছ, এসব কথা তুমি বুঝবে না, বুঝবে তোমার স্ত্রী।

[প্রস্থান।

কালকেতু। তুমি বলতে পার ফুল্লরা, মা চণ্ডীর গলায় আমার নীল গন্ধরাজের মালা কেন দেখলুম?

ফুল্লরা। যে ফুল তুমি মাকে দিতে চেয়েছিলে, মা সেই ফুলেই মালা গেঁথে গলায় পরেছেন।

কালকেতু। তবে কি এ মা সে-ই মা?

ফুল্লরা। কথাটা কি এখনও তুমি বোঝনি? তুমি মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাকে ডেকে বেরিয়ে এসেছ, তাই মা মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন।

কালকেতু। তবে ত তারা মিছে কথা বলেনি। সত্যিই আমি তাদের মাকে চুরি করে এনেছি ফুল্লরা।

ফুল্লরা। পাগল নাকি? তুমি কি করে চুরি করলে?

কালকেতু। হাত দিয়ে চুরি করিনি, মন দিয়ে চুরি করেছি।

ফুল্লরা। যাও যাও, নিজের কাজে যাও।

কালকেতু। ফুল্লরা!

ফুল্লরা। কি বলছ?

কালকেতু। আমরা ত বেশ ছিলুম। কুঁড়েঘরে মাটির বিছানায় আমাদের ত ঘুম কম হত না, এ রাজভোগের চেয়ে তোমার হাতের পুঁইশাকের চচ্চড়ি যে আরও বেশী মিষ্টি ছিল, এ দামী পোষাকের চেয়ে সেই ছেঁড়া ডুরেল শাড়ীতে তোমাকে যে ঢের বেশী সুন্দর দেখাত।

ফুল্লরা। সব সত্য। কিন্তু এমন দুহাত ভরে দান ত করতে পারতুম না, কাঙালীদের ডেকে এনে এমনি করে কাছে বসে খাওয়াতে ত পারতুম না। পেটে না ধরেও এমন লক্ষ লক্ষ ছেলের মা ত হতে পারতুম না।

কালকেতু। কিন্তু সে দেশটা যে মরে হেজে শেষ হয়ে গেল। একজনের দোষে এতগুলো লোক শাস্তি পাবে?

ফুল্লরা। আমরা তার কি করব?

কালকেতু। ফুল্লরা! তুমি দুঃখ করো না ফুল্লরা। আমরা গরীব হয়ে জন্মেছি, গরীব হয়েই মরব। তবু চোখের উপর একটা দেশকে এমনি করে শ্মশান হতে দেব না।

ফুল্লরা। কি করবে?

কালকেতু। তাদের চণ্ডী তাদের ফিরিয়ে দেব।

ফুল্লরা। কি, মা চণ্ডীকে বিলিয়ে দেবে? কথাটা বলতে তোমার মুখে বাধল না? মা কি তোমার একার? মা আমার নয়? মা এই হাজার হাজার প্রজার সম্পত্তি নয়? তুমি মাকে বিলিয়ে দেবার কে?

কালকেতু। কথা শোন ফুল্লরা।

ফুল্লরা। না না, শুনব না। দিতে হয় আমি রাজ্যটা দেব, তবু মাকে দেব না। উঃ, কেন একথা বললে? আমার বুকের ভেতরটা কেমন কচ্ছে। মা, মা,—

গীতকণ্ঠে অভয়ার প্রবেশ।

অভয়া।—

গীত

ভয় কি রে তোর মেয়ে?
যা আছে তোর দিবারাতি সর্বদেহ ছেয়ে!
দুঃখে সে তোর সঙ্গে কাঁদে, মিশিয়ে আছে হাসিতে,
উৎসবে সে জড়িয়ে আছে শংখ ঘণ্টা বাঁশীতে,
তুমি যে তার গলার হার,
তাড়ালেও যায় না আর,
তোরই তরে এল রে সে আকাশ-গাঙে তরী বেয়ে।

ফুল্লরা। আমি দেব না, আমি মাকে যেতে দেব না। [অভয়াকে জড়াইয়া ধরিল]

টিয়ার প্রবেশ।

টিয়া। তাবলে ঝিটাকে জড়িয়ে ধরছ কেন?

ফুল্লরা। তাইত, আমি কি পাগল হয়ে গেলুম?

অভয়া। কে বলে মা তোমায় পাগল? ঝি আর মা, মা আর ঝি—একই। কিচ্ছু ভয় নেই রাণি-মা। তোমার মা তোমারই থাকবে। এক প্রদীপ থেকে হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেও আসল প্রদীপ ঠিকই থাকবে।

টিয়া। তোমায় আর সব কথায় পণ্ডিতি করতে হবে না। তুমি চুপ কর। যাও বৌদি, সোমাই ঠাকুর পুজোয় বসেছে।

ফুল্লরা। দেখ, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এ সর্বনেশে কথা আর কখনও মুখেও এনো না। মা গেলে শুধু আমি মরব না, গোটা রাজ্যটাই শ্মশান হয়ে যাবে। একটা রাজাকে বাঁচাতে গিয়ে আর একটা রাজ্য শ্মশান করো না। [প্রস্থান।

অভয়া। বাবা! [হাত ধরিলেন]

কালকেতু। একি! কে আমি? কোথায় আমি? এ কি শিবলোক? কোথায় দেবাদিদেব মহেশ্বর? ছায়া কই, ছায়া মরে গেছে? নিষ্ঠুর ভোলানাথ, আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি—

টিয়া। দাদা, ও দাদা,—অমন কচ্ছ কেন? কি যা তা বলছ? [কালকেতুকে ঠেলিয়া দিল]

কালকেতু। আঁ্যা—না না, ঠিক আছে। মাথাটায় কেমন মাঝে মাঝে গোলমাল হয়ে যায়। আকাশ আমায় ডাকে, বাতাস বাঁশী বাজায়, দূর থেকে একটা গান ভেসে আসে,—"আয় আয়।" ও কিছু না, তুই ভাবিসনি। আগে তোর বিয়ে দিই, তবে ত আমার ছুটি। [প্রস্থান।

টিয়া। কার মেয়ে তুমি? ভেল্কি-টেল্কি জান নাকি?

অভয়া। কিছুই জানিনে মা, আমি নেহাৎ শাদা-সিধে মানুষ।

টিয়া। আহা-হা-কিচ্ছু জান না, নেকা! সেদিন পুকুরধারে বাসন মাজতে গিয়ে দশটা হাত বার করেছিলে কেন?

অভয়া। ওমা, তুমি কি বলছ পিসিমা! তোমার বাপু ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়েছে।

টিয়া। কার জন্যে ভাবরে চুলোমুখি? ভাববার মানুষ তোর হাজার গণ্ডা থাকতে পারে আমার আছে কেউ বলতে পারবে?

অভয়া। কেন পারবে না? তুমি ত দিনরাত তার জন্যে ভাব পিসীমা।

টিয়া। কার জন্যে ভাবি হতচ্ছাড়ি?

অভয়া। কেন, পিসেমশায়েব জন্যে।

টিয়া। মব, বিয়ে হল না, এর মধ্যে কোন্ শূয়ার তোর পিসে-মশায় হল?

অভয়া। ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?

টিয়া। নির্ভ.য়ই বল্, শোনা যাক।

অভয়া। তাব নাম হচ্ছে কুণ্ডল।

টিয়া। মারব এক থাপ্পড়।

অভয়া। তবু হক কথা বলতে আমি ছাড়ব না। তার কথা ভেবে ভেবে তোমাব মুখের আহার গেছে, চোখের ঘুম গেছে, জগতের রঙই বদলে গেছে।

টিয়া। সব মিছে কথা।

অভয়া। কাল রাত্রে ঘর ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিলে কেন? পায়ের শব্দ পেয়েছিলে বুঝি? পরশু চিনির বদলে এক খাবলা নুন খেয়েছিলে কেন? মনটা বুঝি কাছে ছিল না? হয় পিসীমা, অমন হয়। আমি যে বুড়োর প্রেমে পড়েছিলুম আমারই দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকত না। তুমি কিছু ভেবো না। খুব ভক্তি করে চণ্ডীকে একটি প্রণাম কর, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

টিয়া। ধুত্তোর চণ্ডীর নিকুচি করছে। আমি বরং বৌদিকে

তিনটে প্রণাম করতে রাজি আছি; তাতে যদি হয়ত হক। কিন্তু একি জ্বালা রে বাবা? উঠতে বসতে খেতে শুতে কেবলি লোকটা এসে সামনে দাঁড়ায়! কুকুর ডাকলেও মনে হয় সে ডাকছে।

ফুল্লরা আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

ফুল্লরা। টিয়া,—

টিয়া। ওমা, তুমি! [ফুল্লরাকে জড়াইয়া ধরিল]

ফুল্লরা। ওরে, আমি রে আমি, কুণ্ডল নই, আমি ফুল্লরা।

টিয়া। [ফুল্লরাকে ছাড়িয়া দিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল] তুমি যখন তখন পেছন থেকে ডাক কেন?

ফুল্লরা। ডাকলেই তুই জড়িয়ে ধরবি? রামছাগল এসে যদি ডাকে? প্রেম অনেকেরই হয়, কিন্তু তোর মত এমন মরে ভূত হয় না কেউ। চলে আয়, মায়ের নির্মাল্য নিয়ে যা।

টিয়া। মায়ের নির্মাল্য দাদাকে দাও, আর তুমি নাও। আমার মা বোন সব তুমি। বসো বৌদি, এইখানে একটু বসো। [ফুল্লরাকে আসনে বসাইয়া ভক্তি ভরে প্রণাম] দেবি, বর দাও।

ফুল্লরা। দেব, বর দেব, মুখের বর নয়, রক্তমাংসের বর।

[টিয়ার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির

তরবারি হস্তে অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রুমতী। কি বললি, কি বললি রাক্ষসি? যুবরাজের রক্তে তোর শূন্যবেদী ধুয়ে দিলে তুই ফিরে আসবি? কেন মা, কেন? কি অপরাধ করেছে সে তোর কাছে? সে যে কখনও অপরাধ করতে জানে না। গোটা রাজ্যটার মধ্যে এই একজনই মানুষের মত মানুষ, তার প্রাণটাও চাই পাষাণি? হাজার হাজার নিরীহ প্রজা প্রাণ দিয়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল, তবু তোর অভিমান গেল না? যুবরাজের রক্ত না নিয়ে তুই আমার রক্ত নে।

কংকণের প্রবেশ।

কংকণ। একি মা? এত রাত্রে তুমি এখানে ছুটে এলে যে? তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন? কি হয়েছে মা?

অশ্রুমতী। তুই দেখেছিস কংকণ?

কংকণ। কাকে?

অশ্রুমতী। মা চণ্ডীকে।

কংকণ। কি বলছ তুমি! কোথায় চণ্ডী?

অশ্রুমতী। ওরে, সে এসেছিল; আমি স্পষ্ট দেখেছি। সে কি সুন্দর মুখ। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। আমি পিছে পিছে ছুটে এসেছি; এখানে এসে কোথায় মিলিয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছি না।

কংকণ। তুমি স্বপ্ন দেখেছ।

অশ্রুমতী। স্বপ্ন! না—না, স্বপ্ন হলে আমার হাতে এ তরবারি এল কোথা থেকে?

কংকণ। সেকি মা? মা চণ্ডী তোমাকে তরবারি দিয়ে গেল? কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে তুমি?

অশ্রুমতী। যুদ্ধ নয়, ওরে যুদ্ধ নয়; সর্বনাশী কি বললে জানিস? বললে,—মহাপাপী এ রাজবংশ; এরা আমার সন্তানকে অপমান করে আমারই অমর্যাদা করেছে। তাই দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা! আমি ফিরে না এলে এ ধ্বংসলীলার অবসান হবে না। আমি ফিরে আসতে পারি শুধু এক সর্তে। এই তরবারি নে। আমার শূন্যবেদী যদি যুবরাজের রক্তে ধুয়ে দিতে পারিস, তবেই আমি ফিরব।

কংকণ। তুমি ঠিক শুনেছ মা?

অশ্রুমতী। ঠিক শুনেছি বাবা; তোর কথা যেমন শুনছি, ঠিক এমনি স্পষ্ট শুনেছি।

কংকণ। যদি তাই তুমি মনে কর, তবে আর দেরী করো না মা। আর একটু পরেই প্রাসাদটা জেগে উঠবে,—বাবা ঘুম ভেঙে ছুটে আসবেন। তার আগেই তুমি কাজ শেষ কর।

অশ্রুমতী। না না,—ধ্বংস হক রাজ্য, না ই এল চণ্ডী; চিরশূন্য থাক দেবতার মন্দির, তবু এমন একটা জলজ্যান্ত মানুষকে আমি অকালে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারব না। যে মা এমন একটা নিষ্পাপ মানুষের রক্ত চায়, সে মা নয়, রাক্ষসী। আমি চাই না তার করুণা,—চাই না তাকে মন্দিরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। [তরবারি ফেলিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

কংকণ। [মায়ের আঁচল চাপিয়া ধরিল] আমি যে চাই মা!

অশ্রুমতী। কি বললি হতভাগা? এমন কুসন্তান আমি পেটে

ধরেছি? যে ভাই তোকে নিজের চেয়ে সহস্রগুণ বেশী ভালবাসে, তোর মুখ মলিন হলে যে পৃথিবী অন্ধকার দেখে, তুই সেই সরল নিষ্কলংক স্নেহময় যুবরাজের মৃত্যু চাস?

কংকণ। যুবরাজ কে মা? যুবরাজ ত আমি। সেদিন বাবা তোমার সাক্ষাতেই ত আমায় যৌবরাজ্য দান করেছেন। এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

অশ্রুমতী। তা সত্য; তুমিই যুবরাজ। এতক্ষণে আমি একটু সহজে নিশ্বাস ফেলতে পাচ্ছি। যেটুকু সন্দেহ ছিল, আর তা নেই। এই ত স্বাভাবিক! সপত্নীপুত্রকে হত্যা করতে সবাই ত পারে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাতে কতটুকু হয়? সীমাহীন ত্যাগ না হলে এত বড় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না। কিন্তু এ যে বড় কঠোর শাস্তি! মাগো, রাক্ষসি মা, আমি অবলা নারী, আমার মাথায় কর্তব্যের এ গুরুভার কেন চাপালি মা? আমি পারব না, আমি পারব না।

কংকণ। তুমিই ত পারবে মা। এ রাজ্যে আমার মায়ের মত এতবড় প্রাণ কার? নিজের ছেলের চেয়ে পরের ছেলেকে এত ভাল কে কবে বেসেছে?

অশ্রুমতী। কংকণ,—

কংকণ। মা, আমি তোমার একটা তুচ্ছ ছেলে। তোমার হাজার হাজার ছেলেমেয়ে দিনে দিনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কত বৈদ্য, কত বৈজ্ঞানিক, কত কবি অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। এতগুলো মানুষকে রক্ষা করতে আমার মত একটা তুচ্ছ প্রাণ যদি যায়, যাক না মা! আমার জগদ্ধাত্রী মায়ের তাতে নিশ্বাস পড়বে কেন?

অশ্রুমতী। ওরে তুই জানিস না, এ কি সাগরছেঁচা মাণিক!

নিজের খাদ্য থেকে রস নিংড়ে একটু একটু করে যার দেহে সঞ্চার করেছি, যে অদৃশ্য রক্তের ডেলাকে দিনে দিনে মাসে মাসে সঞ্জীবন-মন্ত্র পড়ে পড়ে মানুষের আকার দিয়েছি, তার মৃত্যুর কল্পনাও আমি আমি করতে পারি না। নিজের হাতে তাকে হত্যা—উঃ, না না, এ আমি পারব না।

কংকণ। জগজ্জননীকে যে সশরীরে দেখেছে, তার আবার ছেলের মায়া! তাহলে তুমি যাকে দেখেছ, সে মা নয়, সে মায়াবিনী।

অশ্রুমতী। না না, মাকেই আমি দেখেছি।

কংকণ। তবে মায়ের আদেশ পালন কর। [তরবারি হাতে তুলিয়া দিল]

অশ্রুমতী। কংকণ,—

কংকণ। মা, কেঁদো না মা। সবাই বাবাকে অভিশাপ দেয়, এ আমি সহ্য করতে পারি না। এ অশান্তির অবসান কর মা। আমি বসে বসে মাকে ডাকি, তুমি তোমার কাজ কর।

অশ্রুমতী। দেখি, মুখখানা দেখি। চিরদিন মনে করেছি, আর পাঁচটা রাজবংশধরের মত আমার গর্ভে একটা অপদার্থ মাংসপিণ্ড জন্মেছে। সে যে এমন, তা বুঝতে পারিনি।

কংকণ।— গীত।

অঞ্জলি নে মা পায়।
এত তৃষা যদি ওমা শংকরী, রক্ত নে পিপাসায়।
উঠুক স্বর্গ সভয়ে শিহরি, ঢাকুক ধরণী আঁখি মা
হক না শুভ্র মুখখানি রাঙা ছেলের রক্ত মাখি মা;
পিয়াসা মিটিবে তোর, সেই ত শান্তি মোর,
হাসিতে হাসিতে চলে যাব আমি আসা-যাওয়া-কিনারায়।

অশ্রুমতী। পারব না, আমি পারব না। [তরবারি ফেলিয়া দিল]

কংকণ। [তরবারি তুলিয়া লইয়া নিজের বুকে বিঁধাইয়া দিল]

অশ্রুমতী। কংকণ, ওরে, ক্ষান্ত হ।

কংকণ। রক্ত নে মা, রক্ত নে।

অশ্রুমতী। কংকণ, ওরে, কি করলি তুই?

কংকণ। কই মা বেদী? এই যে, মা, ভাল করে স্নান করিয়ে দাও। কেঁদো না মা, তোমার হাজার হাজার ছেলে রইল—দেখো। বাবাকে প্রণাম দিও—দাদাকে প্রণাম দিও। মা, মা, মা,—[মৃত্যু]

অশ্রুমতী। মহারাজ, কুণ্ডল, রঘুপতি, ঘুমের মানুষ, জাগো। রাক্ষসী প্রাসাদে প্রবেশ করেছে। বলি, বলি!

কুণ্ডলের প্রবেশ।

কুণ্ডল। কি মা, কি হয়েছে মা? এমন আর্তস্বরে ডাকছ কেন? এমন সময় এখানে এলে কেন? কি হয়েছে বল।

অশ্রুমতী। [নিঃশব্দে মৃতদেহ দেখাইয়া দিলেন]

কুণ্ডল। একি! এ কার মৃতদেহ! এ যে কংকণ! রক্তে মন্দির ভেসে গেছে। বক্ষে স্পন্দন নেই, নিঃশ্বাস পড়ছে না। এ নিষ্কলংক শিশু কার কাছে কি অপরাধ করেছিল? কে মারলে মা?

অশ্রুমতী। আমি।

কুণ্ডল। তুমি!

অশ্রুমতী। না না, আমি নই; রাক্ষসী মা চণ্ডী ওকে হত্যা করেছে।

কুণ্ডল। কোথায় চণ্ডী?

অশ্রুমতী। এসেছিল—আমি স্পষ্ট দেখেছি। আমায় কি বললে

জান? "আমি ফিরে আসব, আমার শৃঙ্খবেদী যুবরাজের রক্তে স্নান করিয়ে দে।"

কুণ্ডল। তোমার যদি তাই বিশ্বাস হয়েছিল, আমায় কেন বললে না মা? তুমি কি জান না, তোমার কথায় আমি যমকে আলিঙ্গন করতে পারি?

অশ্রুমতী। তুমি ত আর যুবরাজ নও। আমি যে জানি, মহারাজ কংকণকে যৌবরাজ্য দান করেছেন।

কুণ্ডল। তাই তুমি অনায়াসে নিজের হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে ফেলে দিলে? দশটা নয়, পাঁচটা নয়,—শুধু একটা ছেলে, তাকেও তুমি অকালে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে! একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও যে কখনও হত্যা করেনি, তার পক্ষে পুত্রহত্যাও সম্ভব হল?

অশ্রুমতী। কিন্তু মা চণ্ডী—

কুণ্ডল। কে মা চণ্ডী? তুমি স্বপ্ন দেখেছ, না হয় চণ্ডীর মধ্যে দেবীত্বও নেই, মাতৃত্বও নেই। নিষ্পাপ শিশুসন্তানকে বলি দিতে যে মায়ের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়, সে যদি স্বয়ং জগদ্ধাত্রীও হয়, আমি বলব—সে মা নয়, বিমাতা। আমি এ বিমাতার মন্দির ধূলিসাৎ করব। ওঃ,—রক্তে ঘর ভেসে গেল, তবু মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে।

অশ্রুমতী। আমি এখন কি করব কুণ্ডল?

কুণ্ডল। যাও মা, এখনি স্থানান্তরে যাও। কাউকে বলো না যে তুমি একে হত্যা করেছ। পিতা তোমায় শৃংখলিত করবেন, বধ্য-ভূমিতে ঘাতকের হাতে তোমার শিরশ্ছেদ হবে, হাজার হাজার দর্শক দেখবে আর উপহাস করবে। সে আমি সইতে পারব না। তুমি যাও তুমি যাও; প্রাসাদটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এখনি পিতা আসবেন।

অশ্রুমতী। যাচ্ছি, যাচ্ছি। না, না, কেন শোক ? মায়ের পূজায় হৃৎপিণ্ড অঞ্জলি দিয়েছি। মা আসবে না ? মা আসবে না ? ভোর হবে না এ দুঃখের রাত্রি ? মা'র কোলে আশ্রয় পেয়েছ যাদু ? মাকে বলো,—"মা আমার মৃত্যুতে আমাব দেশের দুর্গতির অবসান হক।"

[মৃত পুত্রকে চুম্বন করিয়া প্রস্থান।

কুণ্ডল। যাও ভাই, যাও মাণিক, নিষ্পাপ শিশুরা মরে যে লোকে যায়, সেই লোকে যাও। কত আশা ছিল, পিতা অবসর নিলে তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি সেনাপতি হয়ে তোমার রাজ্য রক্ষা করব। সব আশার শেষ।

বেগে ময়ূরধ্বজের প্রবেশ।

ময়ূরধ্বজ। রাণি, শোন রাণি,—কে ?

কুণ্ডল। আমি কুণ্ডল।

ময়ূরধ্বজ। একি ! এ কার মৃতদেহ ! কংকণেব ! ওঃ—কংকণ, ওরে কংকণ ! রাণী কোথায়, রাণী ?

কুণ্ডল। জানি না পিতা।

ময়ূরধ্বজ। ডাক সে রাক্ষসীকে। জিজ্ঞাসা কর, এই শিশুকে হত্যা করেছে কে ?

কুণ্ডল। আমি হত্যা করেছি পিতা।

ময়ূরধ্বজ। কুণ্ডল !

কুণ্ডল। পিতা, আমি শুনেছি, আপনি আমাকে বঞ্চিত করে কংকণকে যৌবরাজ্য দান করেছেন। আমি জানি, আপনার কাছে আবেদন নিবেদন নিষ্ফল। কিন্তু কংকণ রাজা হবে, আর আমি জ্যেষ্ঠ হয়েও তার দাসত্ব করব, একথা ভেবে ভেবে আমি উন্মাদ হয়েছিলুম

পিতা। আর কোন উপায় না দেখে আমি এই বালককে হত্যা করেছি।

ময়ূরধ্বজ। আশ্চর্য!

কুণ্ডল। ভেবেছিলুম পালিয়ে যাব, কেউ জানবে না এই হত্যার রহস্য। কিন্তু মৃত্যুর স্পর্শে মলিন এই চিরশান্ত সুন্দর মুখখানা যত দেখছি, ততই আমার নিজেরও মরতে ইচ্ছা হচ্ছে। শাস্তি দিন পিতা, শাস্তি দিন।

ময়ূরধ্বজ। যে শাস্তি দেব, নিতে পারবে?

কুণ্ডল। পারব পিতা। যত কঠোরই হক, বিনা বাক্যব্যয়ে আপনার দেওয়া দণ্ড আমি মাথা পেতে নেব।

ময়ূরধ্বজ। তবে এই তরবারি নাও; নিষাদরাজ্য জয় করতে সৈন্যবাহিনী যাচ্ছে, তুমি হও তার প্রধান পরিচালক। [তরবারি তুলিয়া কুণ্ডলকে দিলেন] এই তোমার প্রথম শাস্তি।

কুণ্ডল। [তরবারির দ্বারা ললাট স্পর্শ করিলেন]

[নেপথ্যে তূর্যধ্বনি হইল]

ময়ূরধ্বজ। দ্বিতীয় শাস্তি—যাবার আগে এই মৃতদেহ তুমিই স্বহস্তে দাহ করে যাও।

[কুণ্ডল একবার কংকণের মৃতদেহের দিকে চাহিলেন, অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন, তারপর মৃতদেহ লইয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন]

ময়ূরধ্বজ। কেউ তোমাকে মারেনি বৎস। মেরেছি আমি। একজন অপরাধ না করেও স্বেচ্ছায় অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে চলে গেল, আর আমি সব জেনেও কিছুই বলতে পাচ্ছি না। কতবার কত ভাবে এমনি করেই ত তুমি জানিয়েছ মা, যে, অধর্মের জয় কখনও হয় না, তবু আমাদের চৈতন্য হয় না।

ছদ্মবেশে কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। মহারাজের জয় হক।

ময়ূরধ্বজ। কে?

কালকেতু। আমি কালকেতু।

ময়ূরধ্বজ। কোন্ কালকেতু? ব্যাধরাজ? হঁ্যা হঁ্যা, তাইত বটে। তুমি এখানে কেন? যাও যাও, আমার সৈন্যেরা যাচ্ছে, ঘরে বসেই তাদের সাক্ষাৎ পাবে। যাও মূর্খ, আমার সম্মুখে আর দাঁড়িও না, আমার সর্বাঙ্গে আগুনের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। ওই দেখ রক্ত; নিজের হাতে পুত্রহত্যা করেছি। পুড়ে যাবে, ছাই হয়ে যাবে। যাও যাও, সৈন্যদের প্রতিরোধ কর।

কালকেতু। কেন সৈন্য পাঠাচ্ছেন মহারাজ? এ জাত মরেই ত আছে, আর তাদের কত মারবেন রাজা? আপনিও মরবেন না, আমিও মরব না, মরবে তারা—যারা সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। আর এই মরার হাত থেকে আপনার লোকেরাও রেহাই পাবে না।

ময়ূরধ্বজ। পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও, এক্ষুনি রঘুপতি আসবে।

কালকেতু। মহারাজ, আপনি ভদ্রলোক, শিক্ষিত, প্রায় আমার বাপের বয়সী; আপনার পায়ে ধরতেও আমার লজ্জা নেই। মায়ের কৃপায় বড় সুখের রাজ্য গড়েছি আমরা; প্রজারা পেট ভরে খেয়ে দুহাত তুলে আশীর্বাদ কচ্ছে। আমার এ মাটির স্বর্গে রক্তের বন্যা বহাবেন না মহারাজ। [পদধারণ]

ময়ূরধ্বজ। ওঠ নিষাদ, ওঠ। একি সত্য, তুমিই আমার মা চণ্ডীকে চুরি করে নিয়ে গেছ?

কালকেতু। চুরি আমি করিনি রাজা; সত্য বলছি। কেমন

করে চুরি করতে হয়, তাও আমি জানি না। তবে আমার ডাকে. মা আপনার ঘর ছেড়ে আমার ঘরে গেছে. একথা মিথ্যে নয়।

ময়ূরধ্বজ। আমার রাজ্য শ্মশান হয়ে যাবে, আর তোমার রাজ্যে স্বর্গ নেমে আসবে, এ আমি সহ্য করব না, মা চণ্ডীকে আমি জোর করে কেড়ে নিয়ে আসব।

কালকেতু। জোর করতে হবে না। আমি নিজেই মাকে নিয়ে এসেছি।

ময়ূরধ্বজ। নিয়ে এসেছ? ওরে রঘুপতি, কুণ্ডল, ফিরে এস। কই মা, কোথায় আমার মা?

কালকেতু। [নিঃশব্দে চণ্ডীর বিগ্রহ বাহির করিল]

[ময়ূরধ্বজ তৎক্ষণাৎ বিগ্রহ কাড়িয়া লইলেন, উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল বিগ্রহ নয়, একতাল মাটি।]

ময়ূরধ্বজ ও কালকেতু। একি!

ময়ূরধ্বজ। কোথায় বিগ্রহ! নিকৃষ্ট ব্যাধ, একতাল মাটি এনে আমায় ব্যঙ্গ করতে এসেছ?

কালকেতু। মাটি নয় রাজা, মাটি নয়, মাকেই আমি এনেছিলুম, তোমার হাতে সে মাটি হয়ে গেল! যে হাত অকারণ মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়, সে হাতে মা এমনি করেই মাটি হয়ে যায়।

[প্রস্থান।

ময়ূরধ্বজ। মা, মা, সত্যই কি তুই এসেছিলি? আয় মা, আয়, ফিরে আয়; ফিরে আয়।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল

নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় মা চণ্ডী", "জয় কলিঙ্গরাজ ময়ূরধ্বজের জয়"।

বাঁটুলের প্রবেশ।

বাঁটুল। দে, তোরা আকাশ ফাটিয়ে জয়ধ্বনি দে। একজন শত্রু সৈন্যকেও আর দেশে ফিরে যেতে দেব না। সাবাস নিষাদসৈন্যগণ বেঁচে থাক ভাইসব, অমর হও তোমরা। বানরবাহিনী নিয়ে রামচন্দ্র লংকা জয় করেছিল, তোমাদের নিয়ে আমি কলিঙ্গ জয় করব। রামকে নিয়ে বাল্মীকি মুনি রামায়ণ লিখেছিল, তোমাদের প্রাণের রাজা—আত্মার আত্মীয় কালকেতুকে নিয়ে রামায়ণ লিখবে কে?

অভয়ার প্রবেশ।

অভয়া। লিখবে—কবিকংকণ মুকুন্দরাম।

বাঁটুল। তুমি এখানে কেন অভয়া? রণস্থলে কি চাও তুমি?

অভয়া। চাই না কিছু। দেখতে এলুম, তুমি যুদ্ধ কচ্ছ না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কংসনদীর ঢেউ গুণছ।

বাঁটুল। নদীর ঢেউ গুণছি আমি? তাহলে এতগুলো শত্রুসৈন্য যমালয়ে পাঠালে কে? তুমি?

অভয়া। তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে?

বাঁটুল। যা যা দাসি, ঘরে যা। তোর কাজ বাসন মাজা আর ঘর ঝাঁট দেওয়া। যুদ্ধস্থলে কেন এসেছিস? কি বুঝবি তুই যুদ্ধের? যা যা, এখনি রঘুপতি আসবে।

অভয়া। আসুক না। আমি ওকে দেখছি, তুমি যাও।

বাঁটুল। তুই আবার কি দেখবি?

অভয়া। এতদিন ধরে যা দেখছি, তাই দেখব। তুমি ছুটে গিয়ে মা চণ্ডীর নির্মাল্য নিয়ে এস। রাণী-মা রাজবাড়ীর ফটকে নির্মাল্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রোজ মা চণ্ডীর প্রসাদী ফুল নিয়ে যুদ্ধে আস, আজ এলে না কেন?

বাঁটুল। ও আমার মনে ছিল না।

অভয়া। মনে ঠিকই ছিল; তবে—

বাঁটুল। তবে কি দাসি?

অভয়া। তোমার বড় তেল হয়েছে।

বাঁটুল। কি বললি?

অভয়া। ঠিকই বলছি মামা। হাজার পাঁচেক সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তুমি মনে করেছ, এসব তুমিই মেরেছ।

বাঁটুল। নিশ্চয়ই মেরেছি আমি।

অভয়া। কখ্‌খনো না। মেরেছে মা চণ্ডী।

বাঁটুল। মা চণ্ডী ত মন্দিরে ফুলবেলপাতা চাপা পড়ে আছে। এখানে মরতে এল কখন?

অভয়া। তুমি যে নির্মাল্য নিয়ে আসতে, তার মধ্যেই মা চণ্ডী বসে থাকত। আজ কেন তাকে ভুলে গেলে মামা? যাও যাও, শীগগির যাও।

বাঁটুল। আমার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই।

অভয়া। প্রয়োজন নেই?

বাঁটুল। না।

অভয়া। তুমি কি মনে কর, তুমি বড় বীর? মানুষ ত দূরের কথা, একটা ইঁদুরকে বধ করবার শক্তিও তোমার নেই।

বাঁটুল। এতবড় কথা বলতে তোর সাহস হল? বেরিয়ে যা দাসি, বেরিয়ে যা আমার সমুখ থেকে। কাজ করবে মানুষ, আর গৌরব হবে দেবতার! এমন বুদ্ধি না হলে তুই স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবি কেন? স্বর্গের দিকে চেয়ে মা চণ্ডীর নাম জপ কর, তাহলেই তোর গাঁজাখোর স্বামী দেবতা হয়ে ফিরে আসবে।

অভয়া। আসবেই ত। মহারাজ কালকেতুর সেনাপতি হয়ে তুমি মা চণ্ডীর নিন্দে কচ্ছ? এত অহংকার ভাল নয় মামা। চোখের উপর তার মহিমা দেখেও তোমার চোখ ফুটল না? যা বলেছ, আর বলো না। নির্মাল্য না নাও, আর একটা কাজ করলেও হয়।

বাঁটুল। কি কাজ?

অভয়া। আমার পায়ের ধুলো নাও মামা।

বাঁটুল। তবে রে দাসি,—

[অভয়ার চুল ধরিল; অভয়ার অন্তর্ধান; বাঁটুলের হাতে একগোছা চুল রহিয়া গেল। বাঁটুল হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

গীতকণ্ঠে মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল।— গীত।

পারবে না গো, পারবে না।
কঠিন বড় ওরে ধরা ভাঙবে তবু হারবে না।

যুগ হতে ওর যুগান্তরে
কাঁদছে পন্ডি চরণ ধরে,
মনের কথা রইল মনে, একটুখানি ছাড়বে না।

বাঁটুল। তুই এ দাসীটাকে চিনিস?

মঙ্গল।—

পুর্ব গীতাংশ

সহজ নয়ক ওরে চেনা,
কোন মূল্যে যায় না কেনা,
ডেকে ডেকে হলুম পাগল, তবু ত রা কাড়বে না!

বাঁটুল। তুই ব্যাটা আবার এখানে মরতে এলি কেন?

মঙ্গল। রাণী-মা যে আসতে বললে, আমি কি করব? তুমি পেসাদী ফুল নিয়ে আসনি। তাইত বলে দিলে, মামাকে ধরে নিয়ে আয়।

বাঁটুল। যা-যাঃ, আমি যাব না। প্রসাদী ফুল না পেলেও আমি যুদ্ধ জয় করব।

মঙ্গল। তা কেমন করে করবে? সবাই যে বলছে,—যুদ্ধ তুমি কচ্ছ না, যে করবার সেই কচ্ছে।

বাঁটুল। যে করবার সেই কচ্ছে? আমি কি তবে সাক্ষিগোপাল? কে বলছে একথা?

মঙ্গল। রাজা বলছে, রাণী বলছে, গোসাই ঠাকুর বলছে। তাইত তুমি পেসাদী ফুল আননি বলে তারা সব আমায় পাঠালে। চলে এস, চলে এস; পেসাদী ফুল না হলে তুমি গো-হারা হারবে যে গো।

বাঁটুল। বেরিয়ে যা ব্যাটা। বলগে তোদের রাজা-রাণীকে, আমি

নিজের জোরেই যুদ্ধ জয় করব, দেবীর সাহায্যে আমার দরকার নেই। যা, দূর হ।

মঙ্গল। হাঁ্যাগা, তোমার হাতে ও কার চুল? ওই মেয়েটার, না? যা ভুলে গিয়েছিলুম; দেখি দেখি। ইস্, সেই গন্ধ! ধরে রাখতে পারলে না? কোনদিকে গেল?

বাঁটুল। রাজবাড়ীর দিকে।

মঙ্গল। ও কে?

বাঁটুল। তোর রাণী-মার দাসী।

মঙ্গল। দাসী। হ্যাঁ—দাসী। দাসী বই কি? সবার ডাকে তাকে সাড়া দিতে হয়। শুধু আমার ডাকেই কথা কয় না। পেয়েছি, পেয়েছি। দেখ কি অন্যায়! যার ভাত কাকচিলে খায়, সে হল দাসী। দূর দূর দূর।

বাঁটুল। সরে যা ব্যাটা ভূত। এখনি রণদামামা বেজে উঠবে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মরবি যে।

মঙ্গল। না না, মরব না; মরলে বউ পাব না। বউ দাসী, দাসী বউ! কি নাম বললে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অভয়াই ত; আমার মনে ছিল না। তুমি পেসাদী ফুল নিয়ে এলে না? থাক, নাই নিলে। আমার এই লাঠিটা নাও। অস্তর ফস্তর সব ফেলে দাও; শুধু এই লাঠি—ব্যস্। [যষ্টিদান]

বাঁটুল। তোর লাঠি নিয়ে তুই উচ্ছন্ন যা। [লাঠি ফেলিয়া দিল]

মঙ্গল। নিলে না? নিলে না? আমি দ্বারী,—আমার বউ দাসী। থাক থাক; নিও না, আমি যাচ্ছি। অভয়া বললে না? দাসী বউ, বউ দাসী।

[প্রস্থান।

বাঁটুল। কি আশ্চর্য! চোখে নিদ্রা নেই, মুখে আহার নেই, প্রাণপাত পরিশ্রম করে শত্রুসৈন্য ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছি আমি, আর সবাই সমস্বরে বলছে,—আমি কেউ নই, সব গৌরব মা চণ্ডীর? চাই না আমি চণ্ডীর নির্মাল্য। দেখি চণ্ডীর প্রসাদ না পেলে যুদ্ধ হয় কি না।

কুণ্ডলের প্রবেশ।

কুণ্ডল। অভিবাদন সেনানি।

বাঁটুল। অভিবাদন যুবরাজ। আমি বুঝতে পাচ্ছি না, এই অন্যায পরসম্পদ্ লুণ্ঠনের কুৎসিত আয়োজনে আপনি কেমন করে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

কুণ্ডল। পিতার আদেশে পুত্র আগুনে ঝাঁপ দেয এ ত নূতন নয়। কিন্তু তুমি কার জন্যে প্রাণ দিতে এলে বাঁটুল?

বাঁটুল। প্রাণ দিতে আসিনি যুবরাজ, নিতে এসেছি। আপনি ফিরে যান যুবরাজ। আপনার গায়ে অস্ত্রাঘাত করবার দুর্ভাগ্য যেন আমার না হয়। গরীব দুঃখীর জন্য, চাষাভুষো তাঁতী জোলার জন্য, আমার চিরবঞ্চিত মেহনতী ভাইদের জন্য আপনার বেঁচে থাকার বড় প্রয়োজন। যান যুবরাজ, যান; আপনার পাঁচহাজার সৈন্য আমার হাতে নিহত। বুঝতেই ত পাচ্ছেন, আমার হাতে আপনাদের কারও নিস্তার নেই।

কুণ্ডল। এতদিন তাই আমি বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আজ তোমাকে বড় মলিন দেখাচ্ছে বাঁটুল। একটা চোখ ঝলসানো জ্যোতি সর্বদা তোমায় ঘিরে থাকত, কোন অস্ত্রই তোমাকে ভেদ করতে পারত না। আজ আর সে জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি না।

বাঁটুল। অস্ত্র নিন যুবরাজ, সে জ্যোতি দেখতে পাবেন।

কুণ্ডল। বাঁটুল, তোমার স্ত্রী আছে, পুত্রকন্যা আছে; জানি না, কেন তাদের জন্য আমার মনটা বড় কাঁদছে। যুদ্ধে কাজ নেই ভাই। আমি গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি, তুমি আমাকে হত্যা করে তোমার জয় সম্পূর্ণ কর।

বাঁটুল। কলিঙ্গের যুবরাজ এত কাপুরুষ, তা জানতুম না।

কুণ্ডল। [তরবারি নিষ্কাসন] সাবধান সেনানি, নিদ্রিত সিংহকে জাগিয়ে তুলো না।

বাঁটুল। সিংহের সাধ্য থাকে, আমার গায়ে দাঁত বসিয়ে দিক।

[উভয়ে কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইল ; বাঁটুলের তরবারি ভগ্ন হইল]

কুণ্ডল। ফিরে যাও বাঁটুল। তোমার তরবারি ভগ্ন।

বাঁটুল। যাক তরবারি, তীরধনুক আছে।

[উভয়ে ধনুক লইল ; কুণ্ডল প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু বাঁটুল কিছুতেই ধনুকে ছিলা পরাইতে পারিল না]

বাঁটুল। এ কি হল? ধনুকে জ্যা-রোপণ করতে আমি অক্ষম? আমার হাতে এ ধনুক কত ইন্দ্রজাল রচনা করেছে, আর সে আমার বশ্যতা স্বীকার করবে না?

কুণ্ডল। তুমি অবসন্ন হয়েছ বাঁটুল; যুদ্ধ যদি করতেই হয়, আমার ধনুক নাও।

[ধনুক বিনিময় ; বাঁটুলের ধনুকে কুণ্ডলের জ্যা-রোপণ]

বাঁটুল। [তূণ হইতে তীর লইল ; তীর অত্যন্ত ভারী মনে হইল, হাত হইতে তীর পড়িয়া গেল] একি! এযে বিশ্বের ভার! কেন এমন হল?

কুণ্ডল। তোমার মন বিক্ষিপ্ত বাঁটুল। বোধ হয় পত্নীপুত্রের

কথা মনে পড়েছে! যাও. শিবিরে যাও, মন স্থির করে কাল আবার এস,—তোমার রণপিপাসা মেটাব।

বাঁটুল। ছি-ছি-ছি, লোকে শুনলে বলবে কি? একটা দেশের সেনাপতি ধনুকে জ্যা-রোপণ করতে পারে না? আমায় তুমি হত্যা কর যুবরাজ। এ কলংকিত মুখ আমি মহারাজকে দেখাতে পারব না।

কুণ্ডল। নিরস্ত্রের গায়ে অস্ত্রাঘাত করা আমাদের রণনীতি নয়

বাঁটুল। যাও, ফিরে যাও; কাল আবার সাক্ষাৎ হবে।

[প্রস্থান।

বাঁটুল। কোথায় তুমি পুরুষকার? সারাজীবন অনন্যমনে তোমার সেবা করেছি, কেন আজ আমায় ত্যাগ করলে? অকালে কি বার্ধক্য এল? কূলে এসে তরী ডুবল? পারব না যুদ্ধ জয় করতে?

রঘুপতির প্রবেশ।

রঘুপতি। নিশ্চয়ই পারবে বন্ধু। তবে এ লোকে নয়, পরলোকে।

বাঁটুল। ব্যঙ্গের সময় পেয়েছ রঘুপতি। জানি না কোন ডাকিনী-মায়ায় আমার সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত। কিন্তু এ দুঃসময় আমার থাকবে না। দু দণ্ড সময়ের মধ্যে যত পার সৈন্যক্ষয় করে নাও। আমি ফিরে এসে সব ক্ষতি সুদে আসলে ফিরিয়ে দেব।

রঘুপতি। এ জন্মে নয়, পর জন্মে এসে ফিরিয়ে দিও।

বাঁটুল। রঘুপতি, আমি নিরস্ত্র, শক্তিহীন, শুধু একদণ্ড আমায় অবসর দাও।

রঘুপতি। অবসর দেব নিকৃষ্ট ব্যাধ? তুমি আমাদের পাঁচহাজার সৈন্য বধ করেছ,—তোমাকে দেব অবসর? এই যে দিচ্ছি;

[অস্ত্রাঘাত]

বাঁটুল। দেবে না অবসর? দেবে না? উঃ—[ধনুকে ছিলা পরাইবার ব্যর্থ চেষ্টা ও আঘাত এড়াইবার জন্য ছুটাছুটি] রঘুপতি, ক্ষান্ত হও, আমি নিরস্ত্র। উঃ, মিথ্যাবাদী যুবরাজ। [পতন]

কুণ্ডলের পুনঃ প্রবেশ।

কুণ্ডল। কে বলছে আমি মিথ্যাবাদী? একি! বাঁটুল! তুমি এখনও যাওনি? ইস, এ যে রক্তের বন্যা ছুটছে। রঘুপতি, এ তোমার কাজ?

রঘুপতি। হ্যাঁ।

বাঁটুল। কারও দোষ নয়, দোষ আমার। যাঁর দয়ায় পলকে প্রাসাদ গড়ে উঠল, বনভূমি নগরে পরিণত হল, তাঁর মহিমা দেখেও আমি দেখিনি। অহমিকা আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছিল; আমি ভেবেছিলুম, আমিই নায়ক; যার দৃষ্টিপাতে রাজা হয় ভিখারী, ভিখারী হয় রাজা, তাঁর শক্তি ছাড়া মানুষ একটা তৃণও সরাতে পারে না। কতবার শোনা এই সত্য বারে বারে আমরা ভুলে যাই; তাই আসে দুর্গতি, তাই আসে অকালমৃত্যু। আমাকে দেখে তোমরা সাবধান হও। দিদি, দিদি, নির্মাল্য দে, মা চণ্ডীর নির্মাল্য দে।

[প্রস্থান।

কুণ্ডল। রঘুপতি,—

রঘুপতি। অত ভাবাবেগ নিয়ে যুদ্ধ চলে না কুমার।

কুণ্ডল। সেকথা থাক্। আমার না আদেশ ছিল, নিরস্ত্র আর পলায়মান শত্রুর গায়ে কেউ অস্ত্রাঘাত করবে না। তুমি শুনেছ সে আদেশ?

রঘুপতি। শুনেছি। কিন্তু—

কুণ্ডল। 'কিন্তু' থাক্, কেন তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ, তাই আমি জানতে চাই।

রঘুপতি। মহারাজ আমায় বলেছিলেন—

কুণ্ডল। রণক্ষেত্রে তোমার মহারাজ আমি। এতদিন সৈনিক বৃত্তি করে এই শিক্ষা যদি তোমার না হয়ে থাকে, আজ প্রাণ দিয়ে সে শিক্ষা নিয়ে যেতে হবে।

রঘুপতি। এ আপনি কি অন্যায় কথা বলছেন?

কুণ্ডল। হক অন্যায়, আমি যখন সেনাপতি, আর তুমি আমার সৈনিক, তখন আমায় অন্যায়ই তোমার কাছে ন্যায়। এস; পরাজয় হয় হক, তবু তোমার মত ধূর্ত শৃগালকে নিয়ে আমি যুদ্ধ করব না।

[রঘুপতির হাত ধরিয়া প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

মঙ্গলকে প্রহার করিতে করিতে ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ।

মঙ্গল। আর মেরো না বাবা, আর মেরো না।

ভাঁড়ুদত্ত। মারব না? তোকে আজ জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। [প্রহার] বল্, কেন এত রাত্রে অন্দরে ঢুকেছিলি?

মঙ্গল। আমার বউকে দুটো কথা বলব বলে ঢুকেছিলুম।

ভাঁড়ুদত্ত। বউ, কে তোর বউ?

মঙ্গল। ওই যে রাণীমার—

ভাঁড়ুদত্ত। চোপরাও নচ্ছার। রাজার অন্দরমহলে গাঁজাখোর স্বামীর বউ! আমি কিছু বুঝিনে? তুমি ব্যাটা রাজকন্যার ধান্দায় ঘুরছ।

মঙ্গল। না কর্তা, না; রাজকন্যা আমার—

ভাঁড়ুদত্ত। মিথ্যে কথা। ব্যাটা, মাসে মাসে তিনটে টাকা মাইনে নাও,—আর দ্বাররক্ষার নামে এইসব করে বেড়াও? আজ তোর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব। [প্রহার]

মঙ্গল। উঃ—ওরে আয়; কে তোকে ধরে রেখেছে বউ? তোর জন্যে আমার যে প্রাণ যায়; তবু তোর আসার সময় হল না? থাক্ থাক্, ওরে নিষ্ঠুর, পেট পুরে রাজভোগ খা। আমি পথের কাঙাল পথে গিয়ে মরি। কত্তা, মেরেছ বেশ করেছ, আমি মরে গেলে আমার বউটাকে ডেকে দিও। জীবনে ত এল না, মরার পর যেন আমায় বেলপাতার বিছানায় শুইয়ে রাখে।

ভাঁড়ুদত্ত। রাখবে রাখবে, এখন দূর হ, কাল তোর বিচার হবে। [গলাধাক্কা দিল ; মঙ্গল পড়িয়া গেল]

রামসাগরের প্রবেশ।

রামসাগর। কেন লোকটাকে মারছ ?

ভাঁড়ুদত্ত। তুইও ছু থা মার না।

রামসাগর। কেন, ও করেছে কি ?

ভাঁড়ুদত্ত। না করেছে কি ? ব্যাটা দেউড়ীর দরোয়ান, রাত্রি বেলা অন্দরে ঢুকেছিল কি জন্যে ?

মঙ্গল। আমার বউ,—অন্দরে আমার বউ।

ভাঁড়ুদত্ত। মিথ্যে কথা। ব্যাটা টিয়ার জন্যে ঢুকেছিল।

রামসাগর। তুমি ঢুকেছিলে কার জন্যে দত্তজা ? তোমার ত রাত্তিরে এখানে কাজ ছিল না। তুমি মনে করেছ, দিদিকে কলা দেখিয়ে টিয়াকে নিয়ে উড়বে !

ভাঁড়ুদত্ত। শূয়ার বলে কি ? আমি টিয়াকে—

রামসাগর। বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ। মেয়েটা যে পথে যায়, সে পথেই তুমি আগে ভাগে দাঁড়িয়ে থাক। দাঁড়াও আজ হাটে হাঁড়ি ভাঙব। শোন দত্তজা, আমি তার নথের যুগ্যি নই, তা আমি জানি। তাবলে তোমার মত দামড়াকে এ রাজ-ভোগ খেতে দেব না। টিয়াকে আমি যমকে দেব, তবু তোমাকে নয়। আয় মংলা—ভয় কি তোর ? কাঁদছিস কেন বোকা ? রাজা না বলেছিল, তোর বউকে এনে দেবে ?

মঙ্গল। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিল, রাজা বলেছিল।

রামসাগর। তবে আর কি ? ধর তাকে চেপে। ওরা সব পায়ে।

মঙ্গল। তবে তাই যাই।

গীত

আশার আলোকে ওই দেখা যায়, তরী কি ভিড়িল কূলে?
আর কি রবি না ভুলে?
আবার কি ঘর বাঁধিব?
এক সাথে দোঁহে দুঃখে ও সুখে আবার হাসিব কাঁদিব?
কবে গো সেদিন কবে গো?
কণ্ঠের মালা কণ্ঠে জড়ায়ে রবে গো?
কবে হবে শেষ ঢালা আঁখিনীর স্মৃতির চরণমূলে?

[প্রস্থান।

রামসাগর। ও দত্তজা, কাপড়ের দোকান করবে না? দিদি আসছে, দোকানটা করাবে এখন। পিঠে কুলো বেঁধে নাও।

ভাঁড়ু দত্ত। সোনাবৌ আসছে? কেন?

রামসাগর। তোমাব শ্রাদ্ধ করতে। ক্যাঙালীদের ফাঁকি দিয়ে যত কাপড় নিয়ে গিয়েছিলে, সব গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে এসেছে।

ভাঁড়ু দত্ত। কি? আমি আজ কেটে ওকে দুখানা করব।

সোনাবৌয়ের প্রবেশ।

সোনা। এস, কাটবে এস। কাটারি আছে, না এনে দেব? দত্ত কায়েত বলে তোমার না বড় অহংকার? কাঙালী বিদেয়ের কাপড় চুরি করতে পারলে তুমি?

ভাঁড়ু দত্ত। চুপ, চুপ, রাণী শুনতে পেলে সর্বনাশ হবে।

সোনা। হক সর্বনাশ। চুরি করে যা কিছু করেছ, সব আমি রাস্তায় ছড়িয়ে দেব।

ভাঁড়ুদত্ত। তারপর খাবি কোন্ চুলোর ছাই?

সোনা। পাপের রাজভোগের চেয়ে চুলোর ছাই খাওয়া অনেক ভাল। কিন্তু এমন সময় তুমি এখানে কেন?

রামসাগর। তা বুঝি জানিস না দিদি? বোনাই যে রাজ-কন্যাকে বিয়ে করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।

ভাঁড়ুদত্ত। ফের মিথ্যে কথা?

রামসাগর। মিথ্যে কথা? [হঠাৎ ভাঁড়ুর বামহস্তে মুঠো করা পত্র ছিনাইয়া লইল] এই দেখ দিদি চিঠি। প্রিয়তমে টিয়ামণি,—

সোনা। ওরে ড্যাকরা,—

ভাঁড়ুদত্ত। তুমি চুপ কর ডেকরি, রাণী আসছে।

ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। দেখ ত রাম, দেখ ত, "দিদি দিদি" বলে কে আর্ত-স্বরে ডাকছে।

রামসাগর। যাচ্ছি রাণি মা, আমি দেখছি। দিদি,—আচ্ছা, তুই তা হলে—কিচ্ছু ভয় নেই তোর। যথা ধর্ম, তথা জয়। [প্রস্থান।

ফুল্লরা। তুমি কে মা?

সোনা। পরিচয়ে কোন গৌরব নেই মা। আমি এই মুখপোড়ার বউ।

ভাঁড়ুদত্ত। মুখপোড়া মুখপোড়া করবে না বলে দিচ্ছি।

ফুল্লরা। আপনি চুপ করুন। কে ডেকেছে আপনাকে? কেন আপনি যখন তখন অন্দরে আসেন? বল মা, কি বলতে এসেছ।

সোনা। গাড়ী বোঝাই করে কাপড় নিয়ে এসেছি রাণি-মা, কাপড়গুলো নামিয়ে নিতে বলুন।

ফুল্লরা। কিসের কাপড় মা?

সোনা। কাঙালী বিদায়ের কাপড়। কাঙালীরা একখানা করে নিয়েছে, আর একখানা উঠেছে আমার ঘরে।

ভাঁড়ু দত্ত। সব মিথ্যে—

ফুল্লরা। থামুন। আপনার অনেক গুণ আছে জানি। কিন্তু এত নীচ আপনি তা ভাবতে পারিনি। আপনাকে এখনি মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে রাজ্য থেকে বার করে দেব। দ্বারীকে আপনি মেরেছেন কেন?

ভাঁড়ু দত্ত। ব্যাটা অন্দরে ঢুকেছিল।

সোনা। তুমি নিজে কার মুখ দেখতে ঢুকেছিলে?

ফুল্লরা। বলুন কি উত্তর আছে আপনার।

কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। কি হল ফুল্লরা?

ফুল্লরা। তোমার কি চোখ নেই? কিছুই দেখবে না তুমি? এমনি করেই কি রাজ্য রক্ষা করবে? কতবার বলেছি, এই লোকটা ভাল নয়, একে দূর করে দাও। কিছুতেই তুমি কথা শুনবে না? অভিষেকের দিন কাঙালীদের কখানা করে কাপড় দিতে বলেছিলে?

কালকেতু। কেন, দুখানা।

সোনা। তার একখানা উনি চুরি করেছেন। সব কাপড় আমি নিয়ে এসেছি।

কালকেতু। তোমার স্বামী বুঝি? কাপড়গুলো নিয়ে এসেছ? আমি যদি তোমার স্বামীর মাথাটা কেটে ফেলি, তাহলে কি করবে তুমি?

সোনা। আমি সহমরণে যাব।

কালকেতু। সহমরণ ত এ রাজ্যে হয় না। তাহলে ত তুমি বিধবা হবে। চুরি না করেও শাস্তিটা তাহলে তুমিই পাবে। তার-চেয়ে এক কাজ কর ফুল্লরা। কাপড়গুলো ফেরৎ পাঠিয়ে দাও, সঙ্গে দিয়ে দাও আর একগাড়ী কাপড়।

ফুল্লরা। কি বলছ তুমি? ওযে কাঙালীদের কাপড়।

কালকেতু। কাঙালীই ত নিয়েছে। সর্বহারা ভিখিরীর নেংটি যে চুরি করে, তার চেয়ে কাঙাল কেউ আছে?

ভাঁড়ুদত্ত। মহারাজ!

কালকেতু। তোমার দোষ নয়, দোষ আমার। আমিই তোমাকে চুরি করতে বলে দিয়েছি। আমি কিছুই না করে রাজভোগ খাব, আর তুমি সকালসন্ধ্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শাকভাতও পাবে না; আমার জন্যে বুকের পাঁজর দিয়ে তুমি ইমারত গড়বে, আর তুমি নিজে থাকবে গাছতলায়,—এ ত হতে পারে না। আট টাকা মাইনে দিলে চুরি ত তুমি করবেই। আজ থেকে সব কর্মচারীর মাইনে চারগুণ করে দেব। তারা জানুক,—এ রাজ্য রাজার নয়, তারা সবাই এর অংশীদার, আর রাজা শুধু রক্ষক।

ভাঁড়ুদত্ত। মহারাজ, এমন কথা কারও কাছে আর শুনিনি। আমি বুঝতে পারিনি, আপনি এমন মহান্! আমায় শাস্তি দিন মহারাজ। [নতজানু]

কালকেতু। ওঠ, ওঠ; অমন করে কি পায়ে পড়তে আছে? আমার পাপ হবে যে! রাজা হলেও আমি তোমাদের সবার চেয়ে ছোট। আর ভুলদোষ মানুষেই ত করে। যে তা স্বীকার করে, সে-ই হল আসল মানুষ।

সোনা। কি বলে তোমায় আশীর্বাদ করব রাজা? তোমার নাম পৃথিবীতে অমর হক। চল।

ভাঁড়ুদত্ত। সোনাবৌ, আমার হাতখানা এমন অবশ হয়ে আসছে কেন?

কালকেতু। তা ত হবেই। ভগবান হাত দিয়েছে কাজ করতে। সে হাত দিয়ে নির্দোষকে মারলে হাত অবশ হবে না? যাবার সময় ওই হাত দিয়ে তার পায়ের ধুলো কুড়িয়ে নিও।

ভাঁড়ুদত্ত। তাই নেব। চল, চল। [সোনাবৌসহ প্রস্থান।

ফুল্লরা। এ দয়ায় পুরস্কার কেউ দেবে না রাজা।

কালকেতু। দয়ার পুরস্কার দিলে সে আর দয়া থাকে না, ব্যবসা হয়ে যায়।

সঞ্জয়কেতুর প্রবেশ।

সঞ্জয়। ওরে, ও ফুলি,—

ফুল্লরা। একি, বাবা!

কালকেতু। হঠাৎ এলেন যে! বাড়ীর সব ভাল ত?

সঞ্জয়। কোথায় ভাল? দেখ না কি বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার! লাঠি আর হাত থেকে খুলছে না। খেতে শুতে বসতে সব সময় হাতে আঠার মত লেগেই আছে। ওরে, ও ফুলি, এ আমার কি সর্বনাশ হল রে?

ফুল্লরা। চুপ কর না বাবা; লোকে শুনতে পাবে যে।

সঞ্জয়। পেলেই বা। তাবলে আমার সর্বনাশ হবে, আর আমি চ্যাচাব না? কেন, আমার ভয়টা কি? আমার মেয়ে রাণী, জামাই রাজা, তার উপর ছেলে আবার—কি ধক্ষ বলে বাবাজি?

কালকেতু। সৈন্যাধ্যক্ষ।

সঞ্জয়। বোঝ ঠ্যালা!· আমাকে বলে, চেঁচিও না। মেয়েটার কোন বুদ্ধি নেই। এখন করি কি তাই বল।

কালকেতু। তাইত,—

সঞ্জয়। আরে 'তাইত' ত বাড়ীতে বসেও শুনেছি। তোমার কাছেও কি তাই শুনতে এলুম। প্যালারাম কবরেজের কাছে গেলুম, এক থাবলা মদনানন্দ মোদক খাইয়ে দিলে। ওঝাকে বললুম, মাথায় ধুনুচি রেখে জুতিয়ে লম্বা করে দিলে। পুরুতব্যাটা তাল বুঝে একশো আটটা সোনার বিল্বপত্রের দাম নিয়ে নিলে। কিছুতেই কিছু হল না।

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। মহারাজ।

সঞ্জয়। রাখ তোর 'মহারাজ'। ওষুধ পালা জানিস?

মঙ্গল। কি হয়েছে কত্তা?

সঞ্জয়। লাঠিরোগ হয়েছে।

মঙ্গল। লাঠিরোগ কি?

সঞ্জয়। দেখতে পাচ্ছ না মাণিক? হাতে লাঠি আটকে গেছে, কিছুতেই খুলছে না।

মঙ্গল। আর দু ঘা আমায় মার, তাহলেই ভাল করে খুলবে।

সঞ্জয়। আর মারব না। এই কানমলা, ওষুধ জানলে দে বাবা। তোর দুটি পায়ে পড়ি। [পদতলে পতন]

ফুল্লরা। কি কর বাবা?

সঞ্জয়। কি কচ্ছি, এই দেখ। [হাতের লাঠি পড়িয়া গেল]

কালকেতু ও ফুল্লরা। একি!

সঞ্জয়। ব্যাটা ভেল্কি জানে। চেপে ধর, পা চেপে ধর। ও ফুলি, ওহে কালকেতু, ব্যাটাকে যেতে দিও না, আচ্ছা করে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধ।

[নেপথ্যে বাঁটুল ডাকিল,—"দিদি, দিদি!"]

ফুল্লরা। ওই শোন বাবা, বাঁটুল আর্তস্বরে ডাকছে। কি হল? কি হল বাঁটুল? যাই ভাই, যাই।

[সঞ্জয়সহ প্রস্থান।

মঙ্গল। আমি এখন আসি, পরে এসে বলব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কালকেতু। [পথরোধ] দাঁড়াও। তুমি কে হে? যাকে মারলে লাঠি হাত থেকে খোলে না, যার ছোঁয়া লেগে এতদিনের ব্যাধি পালিয়ে যায়, সে ত যে-সে মানুষ নয়। বল, বল কে তুমি?

মঙ্গল। আমি আপনার দ্বারী।

কালকেতু। বল দ্বারি, কটা মানুষ তুমি? একই সময়ে চার দ্বারে কেমন করে তুমি দাঁড়িয়ে থাক? তোমার দেহের জ্যোতিতে অমাবস্যায় কেন চাঁদের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে? কোথা থেকে এত ভূত প্রেত নেমে আসে? চাঁদ কেন তোমাকে ডেকে কথা কয়? বেলগাছ থেকে ঝুর ঝুর করে পাতা কেন তোমার পায়ে ঝরে পড়ে। তুমি কে? বল তুমি কে? তুমি কি সেই,—সাগরমন্থনের সমস্ত বিষ যে পাগল কণ্ঠায় কণ্ঠায় পান করেছিল, তেত্রিশ কোটি দেবতার মাথার মণি হয়েও যার পরণের কাপড় জোটে না, বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণার স্বামী হয়েও যে শ্মশানবাসী,—তুমি কি সেই ভোলা মহেশ্বর?

মঙ্গল। এ আপনি কি বলছেন মহারাজ? আমি আপনার

চাকর; আপনি বলেছেন, আমার হারানো বউকে এনে দেবেন। মহারাজ, আমার বউ আপনারই দাসী।

কালকেতু। কে?

মঙ্গল। তার নাম অভয়া। মহারাজ, আমার বউ আমাকে ফিরিয়ে দিন। [নতজানু হইলেন]

কালকেতু। দাঁড়াও দাঁড়াও; হ্যাঁ—একটা কথা মনে পড়ছে। [আত্মচেতনাহীন অবস্থায় বলিতে লাগিলেন] শিবলোকে একদিন এক যুবক মহেশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছিল। শুনেছ তুমি সে অভিশাপ? সে বলেছিল,—"পত্নীশোকে আমার চোখে যত অশ্রুজল বইছে, তার চতুর্গুণ অশ্রু তোমার চোখে বইবে। পত্নীহারা হয়ে আমারই কাছে তোমায় পত্নীভিক্ষা করতে হবে।" নাও মহেশ্বর, সব নাও। শুধু পত্নী কেন? আমাকে নাও, ফুল্লরাকে নাও, রাজ্য নাও, ঐশ্বর্য নাও। কিন্তু যেতে পাবে না। এই দুঃখদীর্ণ মাটির স্বর্গে তোমাদের আমি বেঁধে রাখব। আমি যখন থাকব না, তখন তোমরাই এই অভাগা মানুষগুলোর চোখের জল মুছিয়ে দিও। [নতজানু হইল]

[মঙ্গলের প্রস্থান।

টিয়ার প্রবেশ।

টিয়া। দাদা, ও দাদা,—একি, এখানে বসে কি কচ্ছ দাদা? [কালকেতুকে ঠেলা দিল]

কালকেতু। অ্যাঁ! তাইত! [উঠিলেন] একটা স্বপ্ন দেখছিলাম টিয়া।

টিয়া। স্বপ্ন দেখছিলে? এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেল।

কালকেতু। কি হয়েছে টিয়া?

টিয়া। ওই দেখ।

আহত মরণাপন্ন বাঁটুলের প্রবেশ।

বাঁটুল। দিদি, মায়ের নির্মাল্য দে।

কালকেতু। একি, বাঁটুল? কেন নামলে ভাই এ রক্তের হোলিখেলায়? আমি কতবার বারণ করেছি, তোমরা কেউ আমার কথা শোননি। তোমার মত তাজা তাজা মানুষগুলোকে ডালি দিয়ে যদি রাজ্যরক্ষা করতে হয়, সে রাজ্য রসাতলে যাক।

বাঁটুল। দিদি কই, দিদি? নির্মাল্য দিতে বল। কেউ আমার গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে পারত না। এ আমারই দোষ। অহংকারে মত্ত হয়ে দেবতাকে আমি অবজ্ঞা করেছিলুম। যুদ্ধের সময় তরবারি ভেঙে গেল, ধনুকে ছিলা পরাতেও পারলুম না। মহারাজ, মানুষ কিছুই করতে পারে না, যে করবার সব সেই করে। আঃ, দিদি,—

ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। এই যে নির্মাল্য এনেছি ভাই। কেন ফেলে চলে গেলি? কত যে খবর পাঠিয়েছি আমি; কিছুতেই ফিরে এলি না? ওরে, তোকে হারিয়ে কি হবে আমার রাজ্যপাট নিয়ে? তুই ত ঘরে সুখেই ছিলি। আমিই তোকে এই মরণের খেলায় টেনে আনলুম?

বাঁটুল। দুঃখ করিস না; যাকে তোরা পেয়েছিস, তাকেই আঁকড়ে ধর। আমি মরে সেই মা চণ্ডীরই মহিমা প্রচার করে গেলুম।

সঞ্জয়কেতুর প্রবেশ।

সঞ্জয়। তাই ভাল বাবা, তাই ভাল। সবাই ত মরবে। মরে যে জগতের চোখ ফুটিয়ে দেয়, সেই ত মানুষ।

বাঁটুল। বাবা—বাবা,—[পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

সঞ্জয়। কে বাবা? কে মা? বাবা মা দেখবি? আয় আয়, দেখবি আয়। আমি তাদের একসঙ্গে বেঁধে রেখেছি। ও কালকেতু, ওরে ফুলি, তোরা কাঁদছিস? না রে, না; আজ সব কান্নার শেষ, সব কান্নার শেষ।

টিয়া। যাচ্ছ দাদা? আমায় আশীর্বাদ করে যাবে না?

বাঁটুল। রাজরাজেশ্বরী হও।

[সঞ্জয়সহ প্রস্থান।

[তিনজনের চোখের জলে হর্ম্যতল সিক্ত হইল।]

কুণ্ডলের প্রবেশ।

কুণ্ডল। মহারাজ কালকেতু!

কালকেতু। আমি বুঝতে পাচ্ছি না কুমার, এত যার দয়া সে নিরস্ত্র শত্রুর গায়ে কেমন করে অস্ত্রাঘাত করলে?

কুণ্ডল। আমি করিনি রাজা। আমার নিষেধ সত্ত্বেও অস্ত্রাঘাত যে করেছে, আমি তাকেও মৃত্যু দিয়ে এসেছি। এতবড় ক্ষতির এতেই পূরণ হবে না জানি।

রামসাগরের প্রবেশ।

রামসাগর। তাইত ওকে আমি টেনে নিয়ে এসেছি মহারাজ। ওকে শক্ত করে সারাজীবন বেঁধে রেখে দিন। ও রাণি-মা, আরে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন কেন? কান্না ত ফুরিয়ে যাচ্ছে না। এরপর সবাই মিলে কাঁদব। এ সুযোগ ত আর পাবে না।

ফুল্লরা। যাও কুমার, আমরা পরাজিত, তোমার পিতাকে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দাও।

কালকেতু। যদি বিশ্বাস না হয়, আমাকে বন্দী করে নিযে চল ; আমি নিজেই তাঁর পায়ে রাজ্যটা উপহার দেব।

রামসাগর। এতবড পাপের কোন শাস্তি হবে না? তা হতে পারে না। আপনারা শাস্তি না দেন, আমি দেব। আয় ত দিদি, আয় ত। [টিয়াকে টানিয়া আনিয়া কুণ্ডলের হাতে তুলিয়া দিল] বাঁধন খোল এইবার।

[প্রস্থান।

টিয়া। দাদা,—

কালকেতু। সুখে থাক বোন, পাকা চুলে সিঁদুর পর। ওরে, তোরা শাঁখ বাজা, উলু দে ; না—না—না, তোরা কাঁদ, কেঁদে নদী বইয়ে দে। তোদের জন্যে যে প্রাণ দিলে, সবাই মিলে মাযের কাছে তার স্বর্গকামনা কর। ওঠ মা, জাগো মা, অপরাধীকে ক্ষমা কর মা চণ্ডী। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ফুল্লরা। কোথায় যাচ্ছ?

কালকেতু। কলিঙ্গ দেশে।

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। চল, আমিও যাব।

টিয়া। না বৌদি, না, তুমি যেও না। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।

কুণ্ডল। আপনি অপেক্ষা করুন মহারাণি। কোন ভয় নেই।

আমি জীবিত থাকতে আপনার স্বামীর গায়ে কেউ কাঁটার আঁচড় দিতে পারবে না।

[প্রস্থান।

টিয়া। বৌদি, ও বৌদি! কাঁদছ কেন? কথা কও বৌদি? আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে।

ফুল্লরা। কোথায় বাজনা বাজছে রে টিয়া? কে শংখধ্বনি কচ্ছে? দেখ, দেখ, স্বর্গ থেকে একটা ফুলের সিঁড়ি কে ফেলে দিলে?

টিয়া। ও বৌদি, তুমি বলছ কি? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

ফুল্লরা। শোন শোন, আকাশের চাঁদ বলছে—সময় হয়েছে, ফিরে আয়। আমি যাব, আমি যাব।

টিয়া। কোথায় যাবে?

ফুল্লরা। যেখানকার আমি, সেইখানে ফিরে যাব। কে ভাই, কে বন্ধু? কিসের রাজ্য, কিসের সংসার?

টিয়া। ওরে, ও অভয়া, শীগগির আয়, বৌদি পাগল হয়ে গেছে। হায় হায়, আমি কি করব? অভয়া, ও অভয়া,—

[প্রস্থান।

ফুল্লরা। মা, মা এগিয়ে এস মা।

অভয়ার প্রবেশ।

অভয়া। এই যে আমি এসেছি মা।

ফুল্লরা। তুমি! অভয়া! তুমি আমায় স্বর্গের সিঁড়িতে তুলে দেবে? বল, তুমি কে?

অভয়া। আমি দাসী, আমি ধাত্রী, আমি চণ্ডী।

ফুল্লরা। দাসী বলে কত অবহেলা করেছি। ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর। ওই ত সে মূর্ত্তি, স্বর্ণগোধিকার উদর বিদীর্ণ করে যে মূর্ত্তি বেরিয়ে এসেছিল। তুই আমার ঘরেই ছিলি মা? এত দয়া তোর? মা, মা,—[পদতলে পতন]

অভয়া।—

গীত।

ওমা, লীলার হয়েছে শেষ!
আসিয়াছে দ্বারে কাঞ্চন-রথ পর মা নবীন বেশ।
অনন্তকাল স্মরিবে ধরণী
তুই যে আমার সেরা পূজারিণী,
দানের ভবনে সবার জননী, চলে যা স্বরগ দেশ।

[ফুল্লরার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

ময়ূরধ্বজের প্রবেশ।

ময়ূরধ্বজ। কেন গিয়েছিলি মা? আমার রাজভোগের চেয়ে ব্যাধের ঘরের তাজা মাংস কি এতই সুস্বাদু? কই, রাখতে ত পারলে না। ব্যাধরাজ বন্দী, দ্রাবিড় রাজ্য আজ কলিঙ্গরাজের মুঠোর মধ্যে। "ফিরে আয়, ফিরে আয়" বলে কত চোখের জলে আবেদন জানিয়েছি। তখন ত এলি না। আজ নিরাশ্রয় হয়ে ফিরে আসতে হবে। রাক্ষসি, তোর জন্য আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেছে। আর তোকে রাজভোগ দেব না। ছাই দেব, ছাই।

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। মহারাজ!

ময়ূরধ্বজ। আঃ, তুমি আবার কেন এলে? তোমাকে না বলে দিয়েছি, আর কখনও তুমি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবে না? তবে কেন আবার এসেছ? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।

নিমাই। বেরিয়ে যাব কি মহারাজ? যুদ্ধে জয় হয়েছে, মা চণ্ডী ফিরে আসবে। আমাকে পুজোর আয়োজন করতে হবে না?

ময়ূরধ্বজ। না না, তুমি করবে পুজো! পুজোর মন্ত্র জান?

নিমাই। আমি জানি না, জানে কে? আমার মত ব্রাহ্মণ—

ময়ূরধ্বজ। ব্রাহ্মণ, তুমি ব্রাহ্মণ! কুণ্ডল ঠিক বলেছিল, রাণী তোমায় ঠিক চিনেছিল। তুমি চণ্ডালেরও অধম।

নিমাই। এ আপনি কি বলছেন মহারাজ?

ময়ূরধ্বজ। তোমারই জন্য আমার নয়নের তারা, বক্ষের পঞ্জর, কলিঙ্গ-রাজপ্রাসাদের কলকণ্ঠ বিহঙ্গম অকালে আমায় ত্যাগ করে গেছে। কাকে বলব, কে বুঝবে? এ অপরিসীম দুঃখে চোখের জল ফেলবারও আমার অধিকার নেই। শয়নে জাগরণে অনুক্ষণ সেই নিষ্পাপ করুণ মুখখানি আমার চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে, জাত গেল, পেটও ভরল না। সব তোমার জন্য।

নিমাই। আমার জন্য? কুণ্ডলকে হত্যা করতে কি আমি চেয়েছিলুম না আপনি চেয়েছিলেন?

ময়ূরধ্বজ। আমি। কিন্তু সে জন্য ছলের প্রয়োজন ছিল না; মাথাটা চাইলে আপনিই সে মাথা পেতে দিত। তুমিই আমাকে ভুল বুঝিয়েছ। আমি মূর্খ, তোমার মত জানোয়ারকে আমি মহাপণ্ডিত বলে বিশ্বাস করেছিলুম। তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারতুম, কিন্তু—

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

নিমাই। কিন্তু কি মহারাজ?

ময়ূরধ্বজ। কিন্তু একটা গণিকাকে তুমি চণ্ডী সাজিয়ে আমার শয়নকক্ষে পাঠিয়েছিলে, এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

অশ্রুমতী। কি? কি বললে রাজা? গণিকা! কে গণিকা?

ময়ূরধ্বজ। তোমার সেই মা চণ্ডী, যার কথায় পাগল হয়ে তুমি নিজের গর্ভজাত সন্তানকে হত্যা করেছ।

অশ্রুমতী। সে মা চণ্ডী নয়! গণিকা! ওগো, আমার খোকা যে বারবার বলেছিল,—"মা সে নয়; মা কখনও মায়ের হাতে

ছেলের মৃত্যু চাইতে পারে না।" আমি তার কোন কথা শুনিনি। উঃ, আমি কোথায় যাব? ছেলে গেল, মাও আসবে না। মা চণ্ডী গণিকা! উঃ—বুকটা ফেটে গেল, বুকটা ফেটে গেল।

ময়ূরধ্বজ। চেয়ে দেখ, কি করেছ তুমি। যত তোমাকে দেখছি, ততই আমার ধমনীর রক্ত টগবগ করে ফুটছে।

নিমাই। তা ত ফুটবেই। আপনি রাজা, আপনি অন্যায় করলেও কেউ তার বিচার করবার নেই, আর আমি ন্যায় করলেও তার জন্য আপনার তরবারি গর্জন করে উঠবে।

অশ্রুমতী। কেউ কি নেই? এ দেশে এমন কি কেউ নেই, যে এই পশুটার রক্তে আমার কংকণের চিতা ধুয়ে দেয়?

কুণ্ডলের প্রবেশ।

কুণ্ডল। আমি আছি মা, আমি আছি।

ময়ূরধ্বজ। কুণ্ডল,—

অশ্রুমতী। হত্যা কর, নৃশংস হত্যা কর। যজ্ঞোপবীতধারী এই পাষণ্ডের জন্যই চণ্ডী পালিয়ে গেছে, মঙ্গল বিদায় নিয়েছে। তাও সহ্য হত। কিন্তু একটা গণিকাকে চণ্ডী সাজিয়ে এনে এই পশু আমাকে প্রতারণা করেছে; তাই অকালে কুন্দ-কুসুম ঝড়ে পড়ল, রক্তে ভেসে গেল দেবতার বেদী। উঃ, বুকটা গেল, বুকটা ফেটে গেল।

[প্রস্থান।

কুণ্ডল। [নিমাইয়ের হাত ধরিয়া] আমি বুঝেছিলুম, এ তোমারই ষড়যন্ত্র! বল ব্রাহ্মণ, বল—সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু তোমার কাছে কি অপরাধ করেছিল? কেন মায়ের হাতে সন্তানের শোচনীয় মৃত্যু ঘটালে? তুমি হীন, অর্থলোভী, মিথ্যাবাদী জানতুম। কিন্তু তুমি যে

এতবড় নায়কী, তা কল্পনাও করিনি। বল,—তোমার গায়ে কি মানুষের রক্ত, না হিংস্র পশুর রক্ত!

নিমাই। কথাটা তোমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা কর।

ময়ূরধ্বজ। আমি কি তোমায় বলেছিলুম, গণিকাকে চণ্ডী সাজিয়ে আনতে?

কুণ্ডল। কে আছ এখানে?

রক্ষীর প্রবেশ।

ময়ূরধ্বজ। যেতে দাও, কুণ্ডল, যেতে দাও।

কুণ্ডল। তা হয় না পিতা। এই একটিবার আমি আপনার আদেশ অমান্য করব। এই কুকুরটাকে বেঁধে নিয়ে যাও। কংকণের চিতার উপর আমি একে বলি দেব। ঘোষবাদককে বল নগরবাসীদের নিমন্ত্রণ করতে।

নিমাই। জয় হক বাবা। আমাকে মারতে চাও মার, কিন্তু রাজ্যটাকে যদি রক্ষা করতে চাও, তাহলে তোমার পিতাকেও বাঁচিয়ে রেখো না।

[রক্ষিসহ প্রস্থান।

ময়ূরধ্বজ। চণ্ডী কোথায়? মা চণ্ডী?

কুণ্ডল। পিতা, নিষাদরাজ নিজের হাতে চণ্ডীর মন্দির খুলে দিয়েছিলেন। চণ্ডীকে নিয়ে আসবার জন্য আমাদের অনুমতিও দিয়েছিলেন। কি বলব পিতা? শত শত সৈনিক বহু চেষ্টা করেও সেই ক্ষুদ্র বিগ্রহ তুলতে পারলে না।

ময়ূরধ্বজ। আমায় কি তুমি শিশু মনে করেছ? তুমি স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ত্যাগ করে এসেছ।

কুণ্ডল। সৈন্যদের জিজ্ঞাসা করুন।

ময়ূরধ্বজ। তারা তোমার ভয়ে মিথ্যা বলতে পারে।

কুণ্ডল। আপনি নিজে গিয়ে দেখবেন চলুন।

ময়ূরধ্বজ। কোন কথা শুনব না আমি। এ তোমারই ষড়যন্ত্র। আমি জানি, কালকেতু আজ তোমার পরমাত্মীয়। অস্বীকার করতে পার যে তুমি তার ভগ্নীকে বিবাহ করে এসেছ?

কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। আমার ভগ্নী সে নয় মহারাজ। আমি তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। সে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের মেয়ে। আমরা তাকে ভদ্রলোকের মেয়ের মত লালন পালন করেছি। ব্যাধের ছোঁয়াচ তার গায়ে লাগেনি রাজা।

কুণ্ডল। লাগলেই বা কি? আমি মানুষকে বিবাহ করেছি, জাতকে বিবাহ করিনি।

ময়ূরধ্বজ। তারই মুখ চেয়ে তুমি বন্দীকে এনেছ, কিন্তু চণ্ডীকে আননি।

কালকেতু। তা-ও যদি হয়, তা'তে দুঃখ কি আপনার? আমি পরাজিত, বন্দী; সমস্ত রাজ্যটা'ই আমি আপনাকে উপহার দিতে এসেছি। রাজ্য যখন আপনার, তখন চণ্ডীর বিগ্রহও আপনার; শিশুর রক্তে কলিঙ্গের মন্দির অপবিত্র হয়েছে, দ্রাবিড়ের মন্দিরেই তার পূজোর ব্যবস্থা করুন। এই নিন মহারাজ, যে রাজদণ্ড আপনারাই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, আজ আমি তা ফিরিয়ে দিতে এসেছি। আজ থেকে আপনি শুধু কলিঙ্গের রাজা নন, দ্রাবিড়েরও রাজা। [রাজদণ্ড দান]

ময়ূরধ্বজ। তোমার দেওয়া না দেওয়ায় কিছুই যায় আসে না। যুদ্ধে যখন আমারই জয় হয়েছে—

কুণ্ডল। এ মিথ্যা সংবাদ আপনাকে কে দিলে পিতা? নিষাদ-সৈন্যের হাতে আমরাই বরং পরাজিত হয়েছি। নিষাদরাজ শুধু নরহত্যা নিবারণের জন্য পরাজয় স্বীকার করেছেন।

ময়ূরধ্বজ। বটে! রাজা ময়ূরধ্বজকে মহত্ব দেখাতে এসেছ? আমার বিগ্রহ চুরি করে রাজ্যলাভ করেছিলে তুমি, সেই রাজ্য আমাকে দান করে জগতের হাততালি নিতে চাও, না?

কুণ্ডল। মহতের মহত্বকে ব্যঙ্গ করবেন না পিতা।

ময়ূরধ্বজ। মহত্ব! আজ এসেছ মহত্ব দেখাতে, কাল করবে আবার আক্রমণ।

কালকেতু। তাই যদি আপনার মনে হয়, মহারাজ এই আমি মাথা পেতে দিলুম, আপনি আমার শিরশ্ছেদ করে নিশ্চিন্ত হন। তবু আর আমার মায়ের এ মাটির রাজ্যে রক্তপাত বহাবেন না। [নতজানু হইল]

ময়ূরধ্বজ। মরতে সাহস আছে তোমার?

কালকেতু। পরীক্ষা করুন।

ময়ূরধ্বজ। তবে তাই হক।

কুণ্ডল। পিতা,—দোহাই আপনার, অবিচার অনেক করেছেন আপনি, আর অবিচার করবেন না। অকারণ এই জলজ্যান্ত মানুষটাকে হত্যা করলে মহাপ্রলয় নেমে আসবে।

ময়ূরধ্বজ! আরও মহাপ্রলয় বাকী আছে কুণ্ডল? ডুবেছি যখন আকণ্ঠ ডুবে যাব, দেখি কোথায় এর শেষ।

কুণ্ডল। পিতা, আপনার হাতে এ পাপানুষ্ঠান আমাকে যেন

দেখতে না হয়। আগে আমাকে হত্যা করুন, তারপর করুন নিষাদরাজের শিরশ্ছেদ।

ময়ূরধ্বজ। বন্দী, এত অত্যাচার সয়েও তুমি স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিয়ে জগতের বাহবা নিয়ে যাবে, আর আমি বয়সে বড়—বংশে বড়—শিক্ষায় বড়, আমি তোমার মাথা নিয়ে জগদ্বাসীর ঘৃণার পসরা তুলে নেব, এত নির্বোধ আমি নই। ওঠ; ফিরিয়ে নাও তোমার রাজদণ্ড, ফিরে যাও তুমি তোমার রাজ্যে! তোমার রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে যদি মা চণ্ডীকে ফিরে পেতে হয়, তাহলে থাক মা তোমারই মন্দিরে, আমি চাই না চণ্ডী।

কালকেতু। মা যদি সত্যই মা হয়, এইবার সে ফিরে আসবে রাজা। প্রণাম।

[প্রস্থান।

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রুমতী। ওগো শুনছ? মা এসেছে, মা।

সকলে। মা?

অশ্রুমতী। হ্যাঁ গো, পুতুল নয়, জীবন্ত মা। দেখবে এসো, দেখবে এসো. মন্দির-প্রাঙ্গণ আলোয় ছেয়ে গেছে। মা নিজে এসে দোর খুলে মন্দিরে ঢুকল,—আর সঙ্গে সঙ্গে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল আর একটা অভাবনীয় বিস্ময়? কে জানো? আমার কংকণ!

ময়ূরধ্বজ। কংকণ!

কুণ্ডল। তুমি বলছ কি মা?

অশ্রুমতী। দেখবি আয়, দেখবি আয়। বোকা ছেলে, আমার মা কি পাথরের পুতুল? আমার মায়ের দয়া হলে জলে আগুন লাগে,

মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হয়, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে। কখনো ত প্রণাম করিসনি, আজ একবার ভক্তিভরে প্রণাম করবি আয়।

কুণ্ডল। তোমার মাকে 'তুমি' গিয়ে প্রণাম কর মা। আমি প্রণাম কচ্ছি 'আমার' মাকে।

[অশ্রুমতী ও ময়ূরধ্বজকে প্রণামপূর্বক প্রস্থান।

অশ্রুমতী। এস রাজা. মন্দিরে এস।

[ময়ূরধ্বজের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অংক।

প্রথম দৃশ্য

দ্রাবিড়-রাজপ্রাসাদ

[নেপথ্যে কালকেতু "ফুল্লরা" "ফুল্লরা" বলিয়া ডাকিতেছিল]

কালকেতুর প্রবেশ।

কালকেতু। সাড়া দাও ফুল্লরা। এত ডাকছি, তবু কেন কথা বলছ না? ঘরে ঘরে তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম, কোথাও তোমায় দেখতে পেলুম না। কেন লুকিয়ে রইলে? তোমায় না নিয়ে চলে গিয়েছিলুম বলে কি রাগ করেছ? কেন সবাই কাঁদে? যাকে জিজ্ঞেস করি, সেই চোখ মুছে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ফুল্লরা, ফুল্লরা,—

শিশুক্রোড়ে টিয়ার প্রবেশ।

টিয়া। দাদা,—

কালকেতু। ফুল্লরা কই টিয়া?

রামসাগরের প্রবেশ।

রামসাগর। মহারাজ,—

কালকেতু। ফুল্লরা কই রাম, ফুল্লরা কই?

সোনাবৌয়ের প্রবেশ।

সোনা। ঘরে আসুন মহারাজ।

কালকেতু। তোমাদের মহারাণী কই মা? কেন তোমরা চোখের জল ফেলছ? কোথায় আমার ফুল্লরা?

সোনা, টিয়া ও রামসাগর। নেই।

কালকেতু। নেই! ফুল্লরা নেই! আমার রামের সীতা, মহাদেবের সতী, হরিশ্চন্দ্রের শৈব্যা নেই! কে নিলে? আগুন লাগল না, প্লাবন এল না, ঝড় বইল না,—ফুল্লরা চলে গেল?

টিয়া। যাবার সময় এই একগোছা ফুল ফেলে গেছে দাদা। তুমি নাও, আমায় বিদায় দাও দাদা। যে ঘরে আমার বৌদি নেই, সে ঘরে আর আমি থাকতে পারব না।

[শিশুকে কালকেতুর কোলে তুলিয়া দিল]

কালকেতু। তুই নে দিদি, তুই নে; বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করিস। ফুল ফেলে গেছে বলছিলি না? তাই বটে, তাই বটে। ওর নাম রইল পুষ্পকেতু। ওকে সিংহাসনে বসিয়ে তোরাই রাজ্য শাসন করিস। যেখানে ফুল্লরা নেই, সেখানেও কালকেতু থাকবে না।

সোনা। এ আপনি কি বলছেন মহারাজ? আপনি গেলে আপনার প্রজারা কোথায় থাকবে?

রামসাগর। কে মুছিয়ে দেবে আমাদের চোখের জল, কে দেবে মায়ের মত ক্ষতস্থানে প্রলেপ?

টিয়া। মা চণ্ডীকে কে বেঁধে রাখবে দাদা?

সোনা। হাজার অপরাধ করেও কার কাছে পাব ক্ষমা?

কালকেতু। মা, সব জানি মা, কিন্তু ফুল্লরা নেই; বাতাস থেমে গেছে, আলো নিভে গেছে, আমার সব শক্তি সে নিয়ে গেছে মা। আমার টিয়া রইল, ছেলে বড় হলে তাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিও। তুমি যেও না রাম; তোমরা ভাই বোনে আমার প্রাসাদে অচল

হয়ে থেকো, আর মা চণ্ডীকে শক্ত ডোরে বেঁধে রেখো। কাঁদিস না দিদি। তুই সুখী হ, তুই সুখী হ। আর একটা কাজ বাকি। মংলা কই? আমার মা অভয়া কই?

মঙ্গল ও অভয়ার প্রবেশ।

অভয়া। এই যে আমি এসেছি বাবা।

কালকেতু। আয় মা, আয়। যাবার আগে তোকে তোর স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। তোরা যাসনে মা। আমার ঘরে চিরদিন থাকিস তোরা, দাসী নয়, দ্বারী নয়,—আমার দিদির আপন জন হয়ে, আমার প্রজাদের আত্মার আত্মীয় হয়ে তোরা প্রাসাদ জুড়ে থাক।

মঙ্গল। কালকেতু!

কালকেতু। কে?

অভয়া। নীলাম্বর!

কালকেতু। কে তুমি?

মঙ্গল। চেয়ে দেখ, আমরা হরগৌরী, আমরা মঙ্গলচণ্ডী। মর্ত্তলীলা শেষ হয়েছে তোমার যাও বৎস, স্বর্গধামে যাও।

[প্রস্থান।

সকলে। মা, মা—

চণ্ডী। বর নাও পুত্র।

কালকেতু। যা মা, তুই কলিঙ্গে ফিরে যা। তুই আমার ঘরে থাকলে কলিঙ্গ যদি শ্মশান হয়ে যায়, চাই না আমি তোকে, তুই চলে যা, তুই চলে যা।

চণ্ডী। ভয় কি পুত্র? চণ্ডীমঙ্গল একই সময়ে কলিঙ্গ আর দ্রাবিড় দুই রাজ্যেই বিরাজ করবে। বর নাও পুত্র, বর নাও।

কালকেতু। মানুষের দুঃখের শেষ হল না। অন্নবস্ত্রের অভাবে এখনো মানুষ কাঁদে, যমের দণ্ডাঘাতে এখনও ঘরে ঘরে অশ্রুনদী বয়ে যায়। বর যদি দিবি মা, এই বর দে ;—আবার যেন আমি আসি আমার এই দুঃখের খেলাঘরে, আমার দীনদুঃখী ভাইদের মাঝখানে।

চণ্ডী। তথাস্তু।

কালকেতু। যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

[কালকেতুর হস্তধারণ করিয়া চণ্ডীর প্রস্থান।

সকলে। জয় মা চণ্ডী, জয় মা চণ্ডী।

